BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1068 ♦ Friday 17 October - Thursday 23 October 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

মিসরে বিশ্ব নেতাদের উপস্থিতিতে গাজা শান্তিচুক্তি সই

--১৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে ওয়ার্ক পারমিট ৮২ পেশায় সুপারিশ

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

ব্রিটিশ সরকার আবারো অস্থায়ী কর্মী ভিসার সুযোগ সৃষ্টির ঘোষণা দিয়েছে। এবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৮২টি পেশার লোক নিয়ে আসার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিশিয়ান, ওয়েল্ডার, ফটোগ্রাফার, অনুবাদক এবং লজিস্টিক ম্যানেজারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, যোগ্য অভিবাসী কর্মীদের তিন থেকে পাঁচ বছরের ভিসা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সরকার নীতি পরিবর্তন না করলে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি না দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্কীমে বাংলাদেশ থেকেও দক্ষ অদক্ষ কর্মীরা স্বপ্নের দেশ ব্রিটেনে আসার সুযোগ পাবেন। ২০২৬ সালের জুলাই

মাসে পর্যালোচনার দ্বিতীয় ধাপে এই পেশার তালিকা চূড়ান্ত করা হবে।

তবে সরকারের এই প্রস্তাবনার পর এ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে শুরু হয়েছে আলোচনা সমালোচনা। লন্ডনের মেয়র সাদিক খান যুক্তরাজ্য সরকারের নতুন অভিবাসন নীতিমালা স্থগিতের আহ্বান জানিয়েছেন। ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন এর প্রায় ৩০০ কর্মীর যুক্তরাজ্যে থাকার ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় তিনি এই আহ্বান জানান। ট্রান্সপোর্ট স্যালারিড স্টাফস অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, নতুন নিয়মের ফলে বহু কর্মীর ভিসা বাতিল হতে পারে, যা তাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।

তবে সরকারের এ ঘোষণাকে ইতিবাচক বলে অভিহিত করেছেন লন্ডনের সুনামধন্য ইমিগ্রেশন আইনজীবি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ। তিনি বলেছেন, যে ৮২ সেক্টরে বিদেশ থেকে কর্মী আনার ঘোষণা সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশী কর্মীর চেয়ে বাহিরা দেশের কর্মী আসার সংখ্যা বেশি হবে। তবে তিনি জানান, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কিংবা অদক্ষ কর্মী এদেশে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। --১৬ পৃষ্ঠায়

নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে বলে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) জুলাই সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জরুরি বৈঠকে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে। উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে। তার জন্য যা যা করতে হয়, সাধ্য অনুযায়ী আমরা সব কিছু করব। এর সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ করা হবে না।'

রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা যেভাবে সবাই মিলে জাতীয় সনদ তৈরি করেছেন। সরকারের দায়িত্ব হলো উৎসবমুখর নির্বাচনটা করে দেওয়া।

তাহলে আমাদের কাজ একটা পরিণতিতে এলো। আর তা না হলে আপনারা সুন্দর একটা সনদ করলেন, আর আমরা একটা --১৬ পৃষ্ঠায়

ঢাকায় পোশাক কারখানায় আগুনে পুড়ে ১৬ শ্রমিক নিহত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঢাকার মিরপুরের রূপনগরে শিয়ালবাড়ী এলাকায় পোশাক কারখানা ও রাসায়নিকের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাত ১০টা পর্যন্ত ১৬ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। হতভাগ্য এসব লাশের সবাই পোশাক শ্রমিক বলে জানা গেছে। রাতেই অ্যাম্বুলেন্সযোগে প্রতিটি লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রাসায়নিকের গুদাম থেকে আসা ক্ষতিকর গ্যাসে অজ্ঞান হয়ে এত প্রাণহানি ঘটেছে। আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট যোগ দেয়। এছাড়া সহযোগিতা করতে ছুটে আসে সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট।

দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানায়, গার্মেন্ট ভবনের ছাদের দরজায় তালা লাগানো ছিল। আগুন লাগার পর অনেকে সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তালা খোলার কেউ না

থাকায় রাসায়নিকের বিষাক্ত ধোঁয়ায় অজ্ঞান হয়ে মারা যায়। এরপর আগুনে পুড়ে অঙ্গার হতে হয় হতভাগ্য এসব শ্রমিককে। পাশের কারখানার আগুন দ্রুত সরু গলির ওপারের এই পোশাক কারখানার ভবনের নিচে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে পোশাক কারখানার কর্মীরা নিচে নামতে পারেননি। আবার ছাদের দরজা তালা থাকায় সেখান থেকেও তারা বের হতে পারেননি।

এদিকে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডে মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। এক শোকাবার্তায় তিনি নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা --১৬ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন থেকে বাংলাদেশ পুলিশকে প্রত্যাহারের নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে থাকা বাংলাদেশ পুলিশের একমাত্র অবশিষ্ট কনটিনজেন্টকে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্তে বৈশ্বিক শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের পুলিশের দীর্ঘদিনের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ অংশগ্রহণ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

জানা যায়, ১৮০ সদস্যের এই কনটিনজেন্টের মধ্যে ৭০ জন নারী

পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছেন। তারা আগামী নভেম্বরের মধ্যে দেশে ফিরে আসবেন। মাত্র দুই মাস আগে এই কনটিনজেন্টের অংশ হিসেবে --১৬ পৃষ্ঠায়

অভিনেত্রী মুনিবা শাহকে গুলি করে হত্যা

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানের জনপ্রিয় মঞ্চ অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মুনিবা শাহকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) গভীর রাতে পেশোয়ারের রিং রোডে তাঁর যাতায়াতকালে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা রিকশা লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

পেশোয়ার পুলিশ জানিয়েছে, রিকশাটির ওপর একাধিক রাউন্ড --১৬ পৃষ্ঠায়

সিলেটের ১৯ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের ঢাকায় তলব

সিলেট অফিস : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করেছে বিএনপি। দলটির শীর্ষ পাঁচ নেতার সমন্বয়ে তৈরি কমিটি ইতোমধ্যে খসড়া প্রার্থী তালিকা তৈরির কাজ প্রায় শেষ করেছে। সিলেট বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নির্বাচন ঘিরে বিভাগজুড়ে বিএনপিতে দেখা দিয়েছে প্রার্থী জট। ১৯টি আসনে অন্তত ৮০ জন নেতা মনোনয়নের দাবিদার হিসেবে রয়েছেন মাঠে।

এ পরিস্থিতিতে আগামী রোববার গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সিলেট বিভাগের সব মনোনয়নপ্রত্যাশীকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে সিলেট বিভাগের প্রতিটি আসনের প্রার্থীদের সাংগঠনিক অবস্থা, জনসম্পৃক্ততা ও মাঠপর্যায়ের অবস্থান পর্যালোচনা করা হবে। এরপর --১৬ পৃষ্ঠায়

BANGLA POST -23 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট-২৩ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

গাজায় স্থায়ী শান্তির দাবিতে লন্ডনে হাজারো মানুষের সমাবেশ

আনসার আহমেদ উল্লাহ : ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার একদিন পর শনিবার লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে হাজার হাজার মানুষ "গাজায় স্থায়ী শান্তি"র দাবিতে বিক্ষোভে অংশ নেন।

প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেইন (চঝঈ) আয়োজিত এই বিক্ষোভ মিছিল ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্ট থেকে শুরু হয়ে হোয়াইটহল পর্যন্ত গিয়েছিল। মিছিলটি গাজায় যুদ্ধের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত হয়। আয়োজকরা এটিকে "দুই বছরের গণহত্যা" বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, যুদ্ধবিরতি হলেও যুক্তরাজ্য সরকারের ওপর চাপ বজায় রাখা জরুরি। "যুদ্ধবিরতি হলেও পরিস্থিতি বদলায়নি। এখন আরও বেশি করে আমাদের যুক্তরাজ্য সরকারকে চাপ দিতে হবে, যেন ইসরায়েল তার গণহত্যা, দখলদারিত্ব ও বর্ণবৈষম্যমূলক শাসন বন্ধ করে," আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়।

এর এক বিবৃতিতে বলা হয়, লন্ডনের এই মিছিল প্যালেস্টাইনের জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছে, "যেখানে গণহত্যায় ৬৭,০০০-এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে ১৮,০০০ শিশু। গাজার অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে, ৯০% ঘরবাড়ি ধ্বংস, কোনো হাসপাতাল পুরোপুরি সচল নয়, আর লক্ষাধিক মানুষ অনাহারের মুখে।"

যুদ্ধবিরতির খবরে অংশগ্রহণকারীরা স্বস্তি প্রকাশ করলেও, অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে এটি টিকবে না। আয়োজকরা বলেন, অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ইসরায়েল প্রতিটি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে এবং পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষত যুক্তরাজ্য, তাদের এতে সহায়তা করেছে।

"এই কারণেই আমাদের মিছিল চালিয়ে যেতে হবে যাতে আমাদের সরকার ইসরায়েলের গণহত্যা, দখল ও বর্ণবৈষম্যের সহযোগিতা বন্ধ করে," বলেন আয়োজকরা।

নূরুদ্দিন আহমেদ, লন্ডনভিত্তিক সংগঠন বেঙ্গলিজ ফর প্যালেস্টাইন (BfP)-এর প্রতিনিধি, বলেন, "এই সংগ্রাম ন্যায়বিচার ও প্যালেস্টাইনের জনগণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম। আমাদের কেউই মুক্ত নই, যতক্ষণ না প্যালেস্টাইনের জনগণ মুক্ত হয়েছেন।" তার সহকর্মী রাজনউদ্দিন জালাল যোগ করেন, "এই কারণেই আমরা আবারও, শত-সহস্র মানুষ নিয়ে, লন্ডনে মিছিল করছি।"

বিক্ষোভে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক কাউন্সিলর শহিদ আলী, সৈফুল আলম, আহমেদ ফকর কামাল, শফিক আহমেদ, আলা মিয়া আজাদ বকথ চৌধুরী এবং হুসাইন আহমেদ হীরা। এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেন, "এটি এমন একটি আন্দোলন, যা এই দেশসহ সারা বিশ্বের কোটি মানুষের সমর্থনে চলছে - যারা প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার চায়।"

প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেইন (চঝঈ)-এর বেন জামাল বলেন, "গত দুই বছরে আমরা দেখেছি, ইসরায়েল নির্দ্বিধায় গণহত্যা চালিয়েছে, যুক্তরাজ্যের ধারাবাহিক সরকারগুলোর রাজনৈতিক ও সামরিক সহায়তায়।"

বার্মিংহামের লেবার দলীয় কাউন্সিলর প্রার্থী শাহনাজ আহমেদের সংবাদ সম্মেলন

শাহিন চৌধুরী, বার্মিংহাম থেকে : বৃটেনের স্থানীয় সরকার নির্বাচন ২০২৬- এর মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বিভিন্ন দল থেকে। এতে বৃটিশ বাংলাদেশীরা আগামী স্থানীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। নির্বাচনে মূল ধারার রাজনৈতিক দল সহ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অনেকেই অংশ গ্রহণ করার গুঞ্জন শুনা যাচ্ছে।

ইউরোপের সর্ব বৃহৎ বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে স্মলহীথ ওয়ার্ড থেকে লেবার দলীয় কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন বৃটিশ বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শাহনাজ আহমেদ। রোববার বার্মিংহামের স্থানীয় ব্যংকুইটিং হলে স্থানীয় প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উপস্থিতিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরু করেন তিনি। এতে মিডিয়া সহ সর্ব স্তরের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা কামণা করা হয়।

বৃটেনের দ্বিতীয় বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকা বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলে বাঙ্গালী কাউন্সিলর মাত্র তিনজন, যা আরো বেশী সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন অনেকেই। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে কাজ করায় অভিজ্ঞ লেবার দলীয় কাউন্সিলর প্রার্থী শাহনাজ আহমেদ একজন যোগ্য প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে।

বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের বর্তমান কাউন্সিলর সহ নতুনদের মাঝে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আব্দুল মুঈন চৌধুরী সুমন, একাউন্ট্যানট তাজ উদ্দিন সহ অনেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা রয়েছে। দলমত নির্বিশেষে আগামী নির্বাচনে বৃটিশ বাংলাদেশীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাবে, এটাই সকলের প্রত্যাশা। কাউন্সিলর সাদেক মিয়া সামসুর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কাউন্সিলর প্রার্থী শাহনাজ আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ এমপি জেস ফিলিপস, বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলর ওয়াসিম জাফর এমবিই, কমিউনিটি নেতা মাহবুব আলম চৌধুরী মাখন, কামাল আহমেদ, আব্দুল লতিফ জেপি, জুম্মা আহমেদ লিটু, ফয়েজ উদ্দিন এমবিই সহ স্থানীয় প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার ইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ১ অক্টোবর বুধবার ২০২৫ বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উন্নয়ন সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পূর্ব লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার প্রেসিডেন্ট আব্দুল লতিফ নিজাম সভা পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির।

সভায় আগামী ৯ নভেম্বর রবিবার ২০২৫ ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে এডুকেশনাল অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটি, সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ ও ঢাকাদক্ষিণবাসী সহ সংশ্লিস্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার আহবান করা হয়।

বৃটেনে ঢাকাদক্ষিণ হাউস থেকে রেন্ট বাবৎ সংগৃহিত পাউন্ড দিয়ে বাংলাদেশে প্রতিটি গ্রামে ঘরহীন মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ঘর নির্মান করে দেয়ার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথম ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ আগামী মাসে নতুন আরো একটি ঘর নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সভায় কোরআন তেলাওয়াত করেন সহকারী ট্রেজারার মোঃ ছাদেক আহমদ, সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সম্মানিত উপদেষ্টাগণের মধ্যে আতাউর রহমান আঙ্গুর মিয়া, আফজল হোসেন চৌধুরী, আলাউদ্দিন আহমদ, দেলওয়ার হোসেন লেবু, সালেহ আহমদ, সংস্থার প্রেসিডেন্ট আব্দুল লতিফ নিজাম, জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল বাছির, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহকারী ট্রেজারার মো: ছাদেক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরী, মেম্বারশীপ সেক্রেটারি কামরুল ইসলাম, ফান্ড রাইজিং সেক্রেটারি সোহেল আহমদ, ইসি মেম্বার আবজল হোসেন, আজিজুর রহমান ও জাবেদ আহমদ।

অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আলোচনায় উপস্থিত সকলেই আগামীর পথচলায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহিত মানবতার কল্যানে গৃহিত সকল পদক্ষেপে ঢাকাদক্ষিণবাসী ও সংগঠনের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা অতীতের মতোই অব্যাহত থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ডক্টর নীতা খানের পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করায় কমিউনিটির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা প্রদান

গত ১২ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি রবিবার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম খানের কন্যা মিসেসে নীতা খান সোশিয়েল ওয়ারক ও সোশিয়েল কেয়ার বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করায় কমিউনিটির পক্ষ থেকে পূর্ব লণ্ডনের মাইক্রো বিজনেস পার্কে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। সম্বর্ধনা কমিটির আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীন সাংবাদিক এম এ মান্নানের সভাপতিত্বে ও সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন - কে এম আবুতাহের চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন - বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমীর খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ উদ্দিন ভুঁইয়া মুকুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউর রহমান রাজু ও কাউন্সিলার সাঈদা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন -বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম খান, সাংবাদিক মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, কবি ও শিক্ষক মুজিবুল হক মনি, শিক্ষক নেতা ও টিভি প্রেজেন্টার সিরাজুল বাসিত চৌধুরী, বিটিএর সাবেক সভাপতি শিক্ষক মোস্তফা কামাল মিলন, কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ আব্দুর রব, ডাঃ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, কমিউনিটি সংগঠক হাজী ফারুক মিয়া, খায়রুজ্জামান সানি, বাংলাদেশ হাইকমিশনের সাবেক প্রটোকল অফিসার ইসমাইল হোসেন, বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক আব্দুল মুকিত ও আব্দুস সাত্তার, এম এ রব, ডঃ নীতা খানের মাতা মিসেস শাহেদা ইয়াসমিন ও স্বামী শোয়েব আহমদ, আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুস সোবহান, মিসেস আইনুন নাহার চৌধুরী, মিসেস রোজিনা বেগম ও সংবর্ধিত অতিথি ডঃ নীতা খান।

সভায় বক্তারা ডঃ নীতা খানের ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করায় অশেষ ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। বক্তারা বলেন ,বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ডঃ রীতা খান পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করে বৃটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী অর্জন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কে এম আবু তাহের চৌধুরী ডঃ নীতা খানের সাফল্যে অভিনন্দন জানান। তিনি নীতা খানের পিতা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম খান ও মাতা শাহেদা ইয়াসমিনকে প্রত্যেকটি সন্তানকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলায় অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের কমিউনিটির ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি সাধনে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওত করেন ক্বারী হাবিবুর রহমান। ড: নীতা খানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান - এসপায়ার পার্টির সেক্রেটারী মিসেস সোনালী মিয়া, নাজমা হোসেন বেবী, মাসুমা বেগম, রোজিনা বেগম, ইসমাইল হোসেন প্রমুখ।

পরে ডঃ নীতা খানের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন সম্বর্ধনা কমিটির আহ্বায়ক এম এ মান্নান, সদস্য সচিব মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ।

Laila
BASMATI RICE
Basmati Rice is known for its distinct aroma, delicate flavour, and fluffy texture. Perfect for all rice dishes.
10kg℮
£19.00
£12
Clubcard Price
ELEPHANT ATTA
PART OF THE FAMILY FOR 60 YEARS
MEDIUM
CHAPATTI FLOUR
10kg
£12.50
£7
Clubcard Price
£8.50
£6.50
Clubcard Price
TESCO
Pure
SUNFLOWER OIL
Helping you celebrate Diwali for less
TESCO
Every little helps
Tesco Pure Sunflower Oil 5L Clubcard Price £6.50 (13p/ml), regular price £8.50 (17p/ml). Laila Basmati Rice 10kg Clubcard Price £12 (£1.20/kg), regular price £19 (£1.90/kg). Elephant Atta Medium Chapatti Flour 10kg Clubcard Price £7 (70p/kg), regular price £12.50 (£1.25/kg). Offer ends 22/10. Clubcard/app required. Available in selected larger stores. Excludes Express, Whoosh, Isle of Man, and Northern Ireland.

লন্ডনে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো ইস্টহ্যান্ডস-এর সেইফগার্ডিং ট্রেনিং

লন্ডন, ৯ অক্টোবর ২০২৫: সিটি ব্রিজ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ইস্টহ্যান্ডস (EastHands) সফলভাবে আয়োজন করেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেইফগার্ডিং ট্রেনিং সেশন, যা অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের হলে।

এই প্রশিক্ষণ সেশনে ৩০ জনেরও বেশি চ্যারিটি কর্মী, কেয়ারার, যুব ক্রীড়া সংগঠক, স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটি নেতারা অংশ নেন। ট্রেনিংয়ের মূল লক্ষ্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্বল ব্যক্তিদের সুরক্ষায় সেফগার্ডিং নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণকারীদের দক্ষ করে তোলা।

অংশগ্রহণকারীরা শিখেছেন- কীভাবে সেফগার্ডিং উদ্বেগ সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে হয়, কীভাবে নিরাপদ প্র্যাকটিস বাস্তবায়ন করা যায়, এবং সংগঠন ও কমিউনিটির মধ্যে সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন জাকির হোসেন পারভেজ, আর তাকে সহযোগিতা করেন থার্ড সেক্টর বিশেষজ্ঞ শোয়েভ আহমেদ। ইন্টার‍্যাকটিভ এই সেশনে অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়গুলো অনুশীলন করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ইস্টহ্যান্ডস-এর চেয়ার নবাব উদ্দিন বলেন, "সেফগার্ডিং সকলের দায়িত্ব। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় আমাদের কমিউনিটির এমন সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের সত্যিই অনুপ্রাণিত করেছে।"

এই ট্রেনিং সেশন ইস্টহ্যান্ডস-এর চলমান উদ্যোগের অংশ, যার লক্ষ্য শিক্ষা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আরও নিরাপদ ও শক্তিশালী কমিউনিটি গঠন করা।

ইস্টহ্যান্ডস থেকে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন: ফাহিমা বেগম নীনা, সামিয়া খান মিথিলা, সালেহ আহমেদ, কিনু মিয়া, বিশ্বদীপ দাস, আহাদ চৌধুরী বাবু, হাসনাত চৌধুরী, আসম মাসুম, নাজমুল হোসেন, বাবলুল হক, মো. জাহেদী ক্যারল, হাফসা নূর, রাহমত আলী, খালেদ মাসুদ রনি ও তানভির আহমেদ তারেক।

স্পোর্টিফ (Sportif) থেকে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন: মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, মুহিবুল আলম, ফরহাদ উদ্দিন, শুয়েব আহমেদ ও তারিকুল ইসলাম।

অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন: পপি বেগম, বর্ণালী দাস, শরিফুল ইসলাম, মো. মহিদুল ইসলাম, দিলোয়ার হোসেন, তাজিনুর নাহার, শেলি বেগম ও তাসনুবা ইসলাম ফারিহা।

হোয়াইটচ্যাপেলে ফার-রাইট কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়ায় বৈঠক অনুষ্ঠিত

হোয়াইটচ্যাপেলে ফার-রাইট ও ইউকিপ (UKIP) সমর্থকদের পরিকল্পিত আগমনের প্রতিক্রিয়ায় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও সংহতি নিশ্চিত করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল অব মস্ক-এর উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫, পূর্ব লন্ডনের লন্ডন মুসলিম সেন্টারে। এতে প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন মসজিদ, সংগঠন ও সম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন।

উপস্থিত সংস্থাগুলোর মধ্যে ছিল ইস্ট লন্ডন মসজিদ, দারুল উম্মাহ, উইমেন এক্সক্লুসিভ টিম, কাউন্সিল অব মসজিদস নিউহ্যাম, আশ'আতাবি মসজিদ, মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন (MCB) এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ (MET Police)-এর প্রতিনিধিরা, পাশাপাশি বিভিন্ন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

সভাটি পরিচালনা করেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল অব মস্ক -এর সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম হীরা।

বক্তব্য রাখেন ডিটেকটিভ সুপারিনটেনডেন্ট ওলিভার রিচটার, চিফ ইন্সপেক্টর ক্রিচ ব্রাউন, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন-এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. ওয়াজিদ, ইস্ট লন্ডন মসজিদের ট্রাস্টি ড. আব্দুল্লাহ ফালিক, মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র নেতা দিলোয়ার হোসেন, দারুল উম্মাহ মসজিদের সেক্রেটারি নুরুল উল্লাহ, উইমেন এক্সক্লুসিভ টিমের চিফ এক্সিকিউটিভ সাফিয়া জামা, এবং আশ'আতাবি মসজিদের ট্রাস্টি সারা মেরি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের, সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ, কাউন্সিল অব মস্ক -এর ট্রেজারার মো. আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, এবং সোমালি কমিউনিটির বিশিষ্ট নেতা মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমুখ।

বৈঠকে আসন্ন ২৫শে অক্টোবরের পরিকল্পনা ঘিরে সম্ভাব্য পরিস্থিতি, জননিরাপত্তা রক্ষা, এবং সম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার কার্যকর কৌশল নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

সভাটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়, এবং উপস্থিত প্রতিনিধিরা একমত হন যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পুলিশের সমন্বিত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে শান্তি ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল অব মসজিদস সকল সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানায়-

শান্তি, সংহতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে একসঙ্গে কাজ করার জন্য।

সেলিব্রেটি শেফ শামীমের হাতের খাবার খেয়ে প্রসংশায় পঞ্চমুখ ব্রিটিশ মন্ত্রী সলিসিটর লুসি রিগবি

বিশেষ প্রতিনিধি : ব্রিটেনে দক্ষিণ এশিয়ান রন্ধনশৈলীর গৌরব বাড়িয়ে চলেছেন কারি কিং খ্যাত সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম। তাঁর অনবদ্য রান্নার কৌশল ও অনন্য স্বাদের কারণে তিনি প্রশংসা কুড়িয়েছেন ব্রিটেনের ট্রেজারি ও সিটি মন্ত্রী, সলিসিটর লুসি রিগবি কেসি এমপি-র কাছ থেকে।

শুক্রবার নর্থাম্পটনের ভুজন বিলাসীদের প্রিয় রেস্টুরেন্ট আরামিনতাজ সম্প্রতি এশিয়ান কারি এওয়ার্ডে টপ ১০০ রেস্টুরেন্ট এওয়ার্ড পাওয়ায় পুরো টিমকে অভিনন্দন জানাতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হন মন্ত্রী লুসি রিগবি।

তিনি সেলিব্রেটি শেফ শামীমের লাইভ কুকিং উপভোগ করেন এবং তার হাতের রান্না স্বাদ গ্রহণ করেন। খাবারের মান, স্বাদ এবং সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিবেশন দেখে মুগ্ধ হয়ে মন্ত্রী লুসি রিগবি কেসি এমপি বলেন সেলিব্রেটি শেফ "শামীমের রান্না এক কথায় শিল্পকর্ম। ব্রিটেনে এশিয়ান ফুড কালচারকে আরও উঁচুতে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।"

ট্রেজারি ও সিটি মন্ত্রী সলিসিটর লুসি রিগবি কেসি এম পি আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টে আসলে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান রেস্টুরেন্টের মালিক সিরাজ ইসলাম রুফা মিয়া ও সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম।

সব শেষে নব নিযুক্ত ব্রিটিশ ট্রেজারি ও সিটি মন্ত্রী হওয়ায় লুসি রিগবি কে অভিনন্দন জানিয়ে কেক কাটার মাধ্যমে অনুস্টান সমাপ্ত হয়।

ব্রিটিশ ট্রেজারি ও সিটি মন্ত্রী সলিসিটর লুসি রিগবি কেসি এম পি সেলিব্রেটি শেফ এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এর খাবার খেয়ে তার প্রসংশা করে বলেন,নর্থাম্পটনশায়ারের আমার ফেভারিট রেস্টুরেন্ট আরামিনতাজ। আমি প্রায় এ রেস্টুরেন্টে খেতে আসি। সেলিব্রেটি শেফ শামীম এর খাবার এক্সিলেন। তার হাতের রান্নার স্বাদ অসাধারণ। তাই সবাই আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টে খেতে আসবেন। ভালো লাগবে বলে আমি মনে করি।

উল্লেখ্য, এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম শুধু সেলিব্রেটি শেফ নয়।তিনি একজন সাংবাদিক ও। তিনি চ্যানেল এস টেলিভিশন এর রিপোর্টার, দৈনিক উত্তর-পূর্ব ও সিলেটভিউর যুক্ত রাজ্য প্রতিনিধি। এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এর বাংলাদেশের বাড়ি সিলেট নগরীর শিবগঞ্জ সাদার পাড়ায়।

প্রবাসীদের ভোটাধিকারের দাবীতে নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন নেবট্রা (NEBTRA)এর স্মারকলিপি প্রদান

ব্রিটেন, আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় দেড় কোটিরও বেশি বাংলাদেশী জীবন-জীবিকা, পড়াশোনা সহ বিভিন্ন কারণে প্রবাসী জীবন যাপন করছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রতিবছর কয়েক হাজার কোটি টাকা দেশে পাঠিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, দেশের নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত এইসব প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত হয়নি ষ তাই প্রবাসীদের ভোটাধিকারের দাবীতে নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন নেবট্রা (NEBTRA)র পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে ষ

নেবট্রা সভাপতি এম জি কিবরিয়ার নেতৃত্বে গত ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার একটি প্রতিনিধি দল যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে নিযুক্ত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন এর সাথে মত বিনিময় সভা শেষে স্মারকলিপিটি হস্তান্তর করেন ষ প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা গনি চৌধুরী, মুমিন খান ও মোহাম্মদ জুনেদ আহমেদ, সহ-সভাপতি শিপার আহমেদ ও তৈয়বুর রহমান শ্যামল, প্রচার সম্পাদক খালেদ আহমদ, দপ্তর সম্পাদক আবুল হোসেন মামুন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ খয়রুজ্জামান, সহ দপ্তর সম্পাদক আকমল হোসেন, সহ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক তখলিছ মিয়া, নির্বাহী সদস্য বশির আহমেদ, নাজিরুল ইসলাম খান, সৈয়দ সুমন আহমদ প্রমুখ

স্মারকলিপিতে নেবট্রা নেতৃবৃন্দ নিম্নোক্ত পাঁচটি দাবী তুলে ধরেন

১. প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা:
২. ডাক-ভোট বা অনলাইন ভোটিং পদ্ধতির বাস্তবায়ন:
৩. দূতাবাসভিত্তিক ভোটকেন্দ্রের সম্ভাবনা যাচাই:
৪. সচেতনতা ও তথ্যপ্রচার কর্মসূচি:
৫. একটি স্থায়ী প্রবাসী ভোটার সেল গঠন

সভার শুরুতে নেবট্রা সভাপতি এম জি কিবরিয়া স্মারকলিপিটি পড়ে শোনান ষ পরে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সহকারী হাই কমিশনারের কাছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান জানতে চান ষ জবাবে সহকারী হাই কমিশনার মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন সরকারের গৃহীত এ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিবরণ দেন এবং আগামী নির্বাচনে প্রবাসীরা যেনো ভোট দিতে পারেন, সেজন্য বাংলাদেশের সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন বলে অবহিত করেন

সহকারী হাই কমিশনার এবং নেবট্রা নেতৃবৃন্দ প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে ভোটার তালিকায় নাম রেজিস্টার এবং এনআইডি কার্ডের জন্য আবেদনের পরামর্শ দেন

বার্মিংহামে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মোহাম্মদ মুনতাসীর আলীর সমর্থনে মতবিনিময়

আনোয়ার হোসেইন (বার্মিংহাম) ঃ যুক্তরাজ্য সফররত সিলেটের ওসমানী নগর বিশ্বনাথ (সিলেট-২) আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ মুনতাসীর আলীর সমর্থনে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলাফত মজলিসের স্থানীয় নেতাকর্মী, কমিউনিটির নানা শীর্ষজন এবং ওসমানী নগর বিশ্বনাথ প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে ১৩ অক্টোবর বার্মিংহামের বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব এবং ওসমানী নগর বিশ্বনাথ (সিলেট-২) আসনের প্রার্থী মোহাম্মদ মুনতাসীর আলী এলাকার উন্নয়নে জনগনের সেবায় তিনি প্রার্থী হয়েছেন বলে জানান। কমিউনিটি নেতা ও মসজিদে উসমানের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব নুর মিয়ার সভাপতিত্বে ও খেলাফত মজলিস বার্মিংহামের সভাপতি মাওলানা আ ফ ম শুয়াইবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় মোহাম্মদ মুনতাসীর আলী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখা ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলা কাগজের সেক্রেটারী খসরু খান, খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ক্বারী আব্দুল মুকিত আজাদ, যুক্তরাজ্য নর্থের সভাপতি মুফতি তাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আলহাজ এনামুর রহমান, কবি মুফিদুল গনী মাহতাব প্রমূখ। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বালাগঞ্জ ওসমানী গরিব কল্যাণ ট্রাষ্টের সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াদুদ, বার্মিংহাম খেলাফত মজলিসের সহ-সভাপতি শায়েখ মুহাম্মদ মনির, ব্যারিষ্টার আ স ম সায়েম, যুক্তরাজ্য নর্থের সহ সভাপতি সৈয়দ কবির আহমদ, আল ইসলাম, মুফতি মুহিবুর রহমান, মাওলানা দিলওয়ার হুসাইন, মাওলানা আহমদ হুসাইন, মাওলানা আব্দুস শাকুর, মাওলানা সাইফ রহমান, মাওলানা ইউসুফ বিন আকিল, যুবনেতা নুফায়েস রাইয়ান, হাফেজ মাওলানা শাহেদ আহমদ, হাফেজ আনহারুজজামান, একাউন্টেন্টস তাজ উদ্দিন, সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল খালিক, হাফেজ আনোয়ারুল হক, মাওলানা নুরুল ইসলাম, আলহাজ্ব তারেকুর রাজা চৌধুরী, আলহাজ্ব আব্দুস শহীদ প্রমূখ।

উল্লেখ্য সিলেটের ওসমানী নগর বিশ্বনাথ (সিলেট-২) আসনে ইতিমধ্যে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী হুমায়ুন কবীর, জামায়াতের প্রার্থী অধ্যাপক আব্দুল হান্নান এলাকাবাসীর সাথে মতবিনিময় করেছেন। আর সোমবার খেলাফত মজলিসের মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ মুনতাসীর আলী মতবিনিময় করলেন।

লন্ডনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে হেল্প ফর চেঞ্জ-এর স্বাস্থ্য সেমিনার অনুষ্ঠিত

লন্ডনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ক্যান্সার, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসসহ নানা জটিল রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি স্বাস্থ্য সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চ্যারিটি সংগঠন হেল্প ফর চেঞ্জ-এর উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগ প্রতিরোধে জীবনধারার পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি-

গত শুক্রবার দুপুরে লন্ডনের হোয়াইচ্যাপলের কলিংউড হলে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনারটি।

দুই ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে বক্তারা ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রতিরোধে খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং মানসিক প্রশান্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন। চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই আসল। জীবনযাত্রায় ছোট পরিবর্তন-যেমন সুষম খাদ্য, ব্যায়াম ও ধূমপান হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটা কমাতে পারে।

দুই ঘণ্টার এ অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোমারটন হাসপাতালের হেমাটো-অঙ্কোলজি বিভাগের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. এমডি জাফর সাদেক,অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত জেনারেল প্র্যাকটিশনার ডা. শামীম আরা খান জি পি ক্যানবেরা অস্ট্রেলিয়া। প্রধান বক্তা ছিলেন আলবিয়ান হেলথ সেন্টার লন্ডনের জিপি ডাক্তার ইমরুল কায়েস।

বিশিষ্ট কমিনিটি নেতা কেএম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্ব ও হেল্প ফর চেঞ্জ এর প্রধান নির্বাহী এম ডি আব্দুল আওয়াল তালুকদারের সিইও এবং সলিসিটর ইয়াউর উদ্দিনের যৌথ পরিচালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফারহানা রহমান, জেবুন্নাহার জেবু।

অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও হৃদরোগ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো।

সেমিনারের আয়োজকরা জানান, প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে তারা নিয়মিতভাবে এমন আয়োজন অব্যাহত রাখবেন। স্বাস্থ্য সচেতনতাই সুস্থ সমাজ গঠনের ভিত্তি-এমন বার্তা নিয়েই শেষ হয় ‘হেল্প ফর চেঞ্জ’-এর এই আয়োজন।

HOME TUITION

Are you worried about Maths, Science and English?

No worries! Call our UK expert GCSEs, 11plus and SATs qualified teachers.

- 100% proven grades 8/9 in GCSEs Maths and Science in 2025.
- 99 % proven success rates for 11 plus in Redbridge, Bexley, Kent and private schools in past 7 years.
- Outstanding proven results in KS2 SATS over the last 12 years.
- From year 1 to GCSEs. 12 years of success. Expert in AQA, Edexcel, OCR GCSEs exams and 11 plus mock preparation.

Speak directly to a DBS verified teacher, and discuss your child's tuition now .

Shohel Ahmed, B.COM (Hons) in Accounting with Maths
Mob: 07921881890, email: Shohel_1000@yahoo.com
Najia Rahman Chowdhury QTS in Primary
Mob: 07931510811.
Address: 42 Blake Avenue Barking, IG11 9SQ

জাঁকজমক আয়োজনে ইস্ট লন্ডনের এক্সেল টিউটর্সের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

জাঁকজমক আয়োজনে ইস্ট লন্ডনের সফলতম টিউশন এক্সেল টিউটর্সের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এমন আয়োজনে খুশি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল মেয়র লুৎফুর রহমান। গত রবিবার দুপুরে হোয়াইচ্যাপলের মালবারী স্কুল হলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এক্সেল টিউটর্সের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা আনিসুজ্জামান।অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটসের বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন।

এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল GCSE, SATs এবং অ খবাবষ পরীক্ষায় সফল শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের অনুপ্রাণিত করা। এ বছর এক্সেল টিউটর্সের পক্ষ প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট এবং মেডেল প্রদান করা হয়।

ইমন আহমেদ ও আকিলা রহমানের যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান, বিশ্বখ্যাত শিক্ষা উদ্ভাবক প্রফেসর ড. ক্রিস ইমাফিডন, ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের একজন শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসক ও একাডেমিক ড. মনজুর শওকত, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা তাঁদের সাফল্যের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং অভিভাবকরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেন। প্রফেসর ড. ক্রিস ইমাফিডন বলেন, প্রতিটি শিশুর মধ্যেই একেকজন নেতা, বিজ্ঞানী বা উদ্ভাবক লুকিয়ে আছে। আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের সেই সম্ভাবনাকে খুঁজে বের করা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া। এক্সেল টিউটর্স সেই কাজটিই করছে অসাধারণভাবে।

ড. মনজুর শওকত শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করে বলেন, আজকের বিশ্বে সফল হতে হলে শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না, বরং গবেষণা ও উদ্ভাবনের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এক্সেল টিউটর্সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি সেই সম্ভাবনার ছাপ দেখেছি।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান এক্সেল টিউটর্সের অবদানকে স্মরন করে বলেন, গত ১৭ বছর ধরে এক্সেল টিউটর্স টাওয়ার হ্যামলেটসের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্জন ব্যবধান (attainment gap) কমাতে কাজ করছে। তাদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আমাদের কাউন্সিল শিক্ষাবিষয়ক অনেক নতুন উদ্যোগ নিয়েছে এবং আমরা এক্সেল টিউটর্সের মতো সংগঠনের সাথে পার্টনারশিপে কাজ করতে চাই। তিনি শিক্ষা ক্রেত্রে নানা উদ্যোগের বিষয়ে তার কাউন্সিলের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

এক্সেল টিউটর্সের প্রতিষ্ঠাতা আনিসুজ্জামান সকল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের লক্ষ্য সবসময় ছিল কমিউনিটির প্রতিটি শিশুকে সুযোগের আলো দেখানো। আজকের এই অর্জন আমাদের পরিশ্রমের প্রমাণ।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথি ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি রিফ্রেশমেন্ট আয়োজন করা হয়। এক্সেল টিউটর্সের এই অনুষ্ঠান শুধু একটি পুরস্কার বিতরণী নয়, বরং এটি ছিল স্বপ্ন, পরিশ্রম এবং সফলতার এক মিলনমেলা।

বার্মিংহামেম আহমেদ শফি ওরফানেস ট্রাষ্ট ইউকের ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত

সরওয়ার আহমেদ (বার্মিংহাম) ঃ মানবতার কল্যাণে কাজ করার ব্রতে জন্মভুমির অসহায় দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্টীর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত আহমেদ শফি ওরফানেস ট্রাষ্ট ইউকের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে এক ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃটিশ এমপি, লর্ড মেয়র, কাউন্সিলরসহ বার্মিংহামে বাঙালী কমিউনিটির নানা শীর্ষজনের উপস্থিতিতে গত ১১ অক্টোবর বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারে এই ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটের ওসমানীনগরের সিকন্দরপুরে ওরফানেজ হোমে দরিদ্র অসহায় শিশু কিশোরদের থাকা-খাওয়া-চিকিৎসা ও লেখাপড়ার যাবতীয় সুবিধার লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত উক্ত ফান্ড রেইজিং এ বিভিন্নজনের কাছ থেকে প্রায় চল্লিশ হাজার পাউন্ডের ফান্ড প্রদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। আহমেদ শফি ওরফানেস ট্রাষ্ট ইউকের ফাউন্ডার এবং ট্রাষ্ট্রী গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে ও ট্রাষ্টি নাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ফান্ড রেইজিং এ স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সিতু রশীদ কামাল। আর বক্তব্য রাখেন বার্মিংহামের লর্ড মেয়র কাউন্সিলর জাফর ইকবাল, বৃটিশ এমপি ব্যরিষ্টার আইয়ুব খান, বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের তিন বাঙালী কাউন্সিলর জিয়াউল ইসলাম এমবিই, সাদেক মিয়া শামসু ও মমতাজ হোসেইন। আলতাবুর রহমান, আজিজুর রহমান, সাজ্জাদুর রহমান, সুহেল মিয়া, হাফিজুর রহমান, ফখরুল রশীদ ও তাজবীর আহমেদ প্রমূখদের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত উক্ত ফান্ড রেইজিং এ অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিঅন টিভি ইউকের প্রধান নির্বাহী ও আসন্ন সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনে আষ্টন ওয়ার্ডের স্বতন্ত্র প্রার্থি আব্দুল এম চৌধুরী সুমন, যমুনা টিভির রিয়াদ আহাদ, কমিউনিটি নেতা জরিদ মিয়া প্রমূখ।

এসময় তারা সামাজিক উন্নয়নে আহমেদ শফি ওরফানেস ট্রাষ্ট ইউকের নানা কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে নানাভাবে সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার প্রশিক্ষণ সভা সম্পন্ন!

১২ ই অক্টোবর রবিবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় দারুল খিদমাহ ইসলামিক সেন্টারে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ টাওয়ার হামলেটস শাখার প্রশিক্ষণ সভা অত্যন্ত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়।

টাওয়ার হামলেটস শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব আবু সুফিয়ান এর পরিচালনা ও টাওয়ার হামলেটস শাখার সভাপতি জনাব হাফিজ মাওলানা রশিদ আহমদ নুমান সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ এর নির্বাহী সদস্য ক্বারী গোলাম রব।

টাওয়ার হামলেটস শাখার সভাপতি হাফিজ মাওলানা রশিদ আহমদ নুমান সাহেবে স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়েই প্রশিক্ষণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় হাফিজ নুমান বলেন আজকের প্রশিক্ষণ সভাটি ছিল অনেক প্রতিক্ষিত। এই প্রশিক্ষণ সভাটি বাস্তবায়ন করতে যারা যেভাবেই প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা করেছেন সকলের প্রতি টাওয়ার হামলেটস জমিয়ত নেতৃবৃন্দ কৃতজ্ঞ। যারা আজকের প্রশিক্ষণ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ। সভার শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ সভা উপভোগ করার জন্য উপস্থিত সকলকে তিনি অনুরোধ করেন।

উক্ত তারবিয়াতী মাহফিলে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ এর সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল বাসিত হাফিজাহুল্লাহ। তিনি তাঁর নির্ধারিত গাজার বর্তমান অবস্থা ও উম্মাহর গুরুত্ব নিয়ে তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিকগুলো অত্যন্ত গোছানো ভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি আরও বলেন গাজা মধ্য প্রাচ্যের এমন একটি ভূমি যাঁরা অন্যের খবরদারী কখনও বরদাশত করে নি। তাঁদের আত্মসম্মানবোধ, ঈমান ও সাহসিকতা তাঁদেরকে ইতিহাসের পাতায় বীর ও শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে স্মরণ রাখবে। তাঁদের ঐতিহাসিক এ বীরত্বই মনে হয় মধ্য প্রাচ্যের মধ্যেই কেবল তাঁরাই জীবিত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন।

প্রশিক্ষণ সভায় প্রশিক্ষক হিসেবে আলোচনা রাখেন হাফিজ মাওলানা মাছুম আহমদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক ইউরোপ জমিয়ত। তিনি তাঁর নির্ধারিত বিষয় নেতৃত্বের গুণাবলী বিষয়ে অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন নেতৃত্বের জন্য যে গুণগুলো অতীব প্রয়োজন তা হলো বিনয়, সহযোগিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ , কাজের মন-মানসিকতা ও কাজের প্রতি মনযোগী হওয়া। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা বা নিজের ঢাকঢোল দেয়া যদি উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তিনি নেতৃত্বের উপযুক্ত হতে পারেন নি। তাকে সংশোধন হতে হবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মাওলানা সৈয়দ আব্দুল্লাহ তালহা, নির্বাহী সদস্য ইউরোপ জমিয়ত। তিনি তাঁর নির্ধারিত বিষয় সমালোচনা করা ও জবাব দানের পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত কথা রাখেন। তিনি বলেন সমালোচনা হবে কাজের, ব্যক্তির নয়। তাই সমালোচনার ক্ষেত্রে তার কাজের সমালোচনা করুন সুন্দর ও সাবলীল পদ্ধতিতে। ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে যেমনভাবে পাওয়া যায় কুরআন ও হাদিসে।

আরো প্রশিক্ষণ প্রদান করেন হাফিজ মাওলানা নাজির উদ্দীন, নির্বাহী সদস্য ইউরোপ জমিয়ত। তিনি বলেন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও রক্ষা তখনই সম্ভব যখন ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাছে সমাদৃত থাকবে। তাই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, মমতা, আদর স্নেহ ও ভালোবাসা। রাসুলুল্লাহ সাঃ যেভাবেই মদীনাতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলেছেন।

সংক্ষিপ্ত অনুভতি প্রকাশ করেন মাওলানা ময়নুল হক্ব চৌধুরী, মাওলানা মুখতার হোসাইন, হাফিজ নাসিরউদ্দিন, মাওলানা রায়হান আহমদ, মুফতী কুতুব উদ্দিন, মাওলানা লুৎফুর রহমান বিন্নুরী, মাওলানা সামছুল হক্ব ছাতক্বী, মাওলানা শফিকুল ইসলাম, হাফিজ মাওলানা রেজা বিন সাদিক প্রমূখ।

উক্ত প্রশিক্ষণ সভাটি যাঁদের নাগরানী ও উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছে তারা হলেন মুফতি মাওসুফ আহমদ, মহাসচিব ইউরোপ জমিয়ত, মাওলানা মামনুন মহিউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক ইউকে জমিয়াত, মাওলানা জসীম উদ্দীন, সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ লন্ডন মহানগর, মাওলানা সৈয়দ মোশাররফ আলি, সহ-সভাপতি ইউরোপ জমিয়ত, হাফিজ মাওলানা মোবারক আলী সহ-সভাপতি ইউরোপ জমিয়ত, হাফিজ মাওলানা আব্দুল আউয়াল, সহ সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে যোগদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়

ইউরোপ জমিয়তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগঠনে যোগদান করেন, মাওলানা মঈন উদ্দীন খান, মাওলানা আল আমিন খান, হাফিজ জাকির আহমেদ, কেন্দ্রীয় ও মহানগর জমিয়তের নেতৃবৃন্দ ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে নবাগত ভাইদের বরণ করে নেন, প্রশিক্ষণ সভায় আরো যারা উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা সাইফুর রহমান, গাংঠনিক সম্পাদক ইউরোপ জমিয়ত মুফতী বুরহান উদ্দিন, প্রমুখ্য

বেথনাল গ্রিনে টাওয়ার হ্যামলেটসের আবাসন প্রকল্প জাতীয় হাউজিং ডিজাইন অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত

বেথনাল গ্রিনেএকটি আবাসন প্রকল্পের জন্য লন্ডন বরো অব টাওয়ার হ্যামলেটস জাতীয় পর্যায়ে মর্যাদাপূর্ণ হাউজিং ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। এই পুরস্কার যুক্তরাজ্যজুড়ে সম্পন্ন আবাসন প্রকল্পগুলোর মধ্যে উৎকর্ষতা ও উদ্ভাবনী নকশার স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়।

ব্যানক্রফট এবং উইকফোর্ড স্ট্রিট প্রকল্পটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, পরিবেশবান্ধব এবং কমিউনিটি-কেন্দ্রিক পরিকল্পনার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল দ্বারা নির্বাচিত হয়। এই প্রকল্পে মোট ৩৩টি নতুন আবাসন নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৪টি পরিবার-উপযোগী বাড়ি এবং ৪টি সম্পূর্ণ হুইলচেয়ার-অ্যাক্সেসযোগ্য ইউনিট। দুটি স্থানে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে - একটি সাইট আগে গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, সেখানে এখন ১৮টি নতুন বাড়ি নির্মিত হয়েছে। অপর সাইটটি, যেখানে আগে ব্যানক্রফট টেনান্ট ম্যানেজমেন্ট কো-অপারেটিভ ছিল, সেখানে ১৫টি বাড়ির পাশাপাশি আধুনিক অফিস এবং কমিউনিটি স্পেস তৈরি করা হয়েছে।

প্রকল্পটি টেকসই জীবনযাত্রাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত। এতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ফটোভোলটাইক প্যানেল এবং কমিউনাল এয়ার সোর্স হিট পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে, যা গ্যাস বয়লারের প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে। নতুনভাবে তৈরি একটি পার্ক এলাকার জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে এবং প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবকে ইতিবাচকভাবে উন্নত করেছে।

হাউজিং প্রজেক্টগুলি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এবং স্থানীয় দোকানের কাছাকাছি অবস্থিত, যা বাসিন্দাদের জন্য টেকসই যাতায়াত এবং সহজে সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। অনেক ইউনিটে রয়েছে ডাবল ও ট্রিপল অ্যাসপেক্ট লেআউট এবং উন্নত তাপ নিরোধক ব্যবস্থা, যা জ্বালানি খরচ কমাতে সহায়ক।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের রিজেনারেশন, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এবং হাউসবিল্ডিং বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেন, "এই পুরস্কার আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি, যা স্থানীয় পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চমানের, টেকসই আবাসন সরবরাহ করেছে। এই প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজাইন, পরিবেশগত দায়িত্ববোধ এবং কমিউনিটির কল্যাণের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। আমরা এই সফলতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতেও এমন আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রত্যাশা করছি।"

পুরস্কার প্রদানের আগে পরিকল্পনা, জীববৈচিত্র্য, শহর পরিকল্পনা এবং লো-কার্বন ইনোভেশন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন, যাতে প্রকল্পের গুণমান ও প্রভাব মূল্যায়ন করা যায়। পুরস্কারটি প্রদান করেন জোয়ানা অ্যাভারলি, যিনি হাউজিং, কমিউনিটিজ অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্ট মন্ত্রণালয়ের চিফ প্ল্যানার।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বার্ষিক ক্রিসমাস কার্ড প্রতিযোগিতা শুরু

আপনার সন্তান কি একজন উদীয়মান শিল্পী? তাহলে এখনই সুযোগ তাদের জন্য - টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ক্রিসমাস কার্ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তারা সুযোগ পেতে পারে কাউন্সিলের অফিসিয়াল উৎসব কার্ডে তাদের আঁকা ছবি প্রকাশের। তিনটি ডিজাইন নির্বাচিত হবে, যা মেয়র, চিফ এক্সিকিউটিভ এবং কর্পোরেট ডিরেক্টর, চিলড্রেনস সার্ভিসেস-এর পক্ষ থেকে পাঠানো ক্রিসমাস কার্ডে ব্যবহার করা হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে মৌলিক চিন্তা ও সৃজনশীলতা দিয়ে আঁকা, রঙ করা বা কোলাজ করা একটি ব্যক্তিগত কার্ড তৈরি করতে, যার মধ্যে মৌসুমী উৎসবের আবহ এবং বরো-ভিত্তিক থিম থাকবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন: "ক্রিসমাস শিশুদের জন্য এক জাদুকরী সময় এবং এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা কিছু উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে চাই। অংশগ্রহণকারীদের আঁকা ছবি দেখা আমার বছরের অন্যতম প্রিয় মুহূর্ত, এবং আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি শিশুদের সৃষ্টিশীল ডিজাইনগুলো দেখার জন্য। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে শুভকামনা।"

কিভাবে অংশগ্রহণ করবেন:

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের বয়স হতে হবে ৫ থেকে ১১ বছরের মধ্যে এবং তারা অবশ্যই টাওয়ার হ্যামলেটস বরোতে বসবাস করে অথবা কোনো স্কুলে পড়ে।

প্রবেশপত্রের শর্তাবলি:

- ডিজাইনটি হতে G5 (A5) সাইজের, ল্যান্ডস্কেপ বা পোর্ট্রেট যেকোনো ফরম্যাটে
- মৌলিক, সৃজনশীল এবং রঙিন হতে হবে
- শিশুর নাম, বয়স, যোগাযোগের ফোন নম্বর, স্কুল এবং ঠিকানা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে

ডিজাইনটি ইমেইলের মাধ্যমে পাঠাতে হবে মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর দুপুর ২টার মধ্যে।

ইমেইলের সাবজেক্ট লাইনে লিখতে হবে 'Mayor's Christmas card competition ২০২৫' এবং পাঠাতে হবে communications@towerhamlets.gov.uk ঠিকানায়।

বিজয়ী ডিজাইনগুলো ক্রিসমাস কার্ডে ব্যবহৃত হবে, পাশাপাশি সব অংশগ্রহণকারীর ছবি কাউন্সিলের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত যোগাযোগ মাধ্যমে যেমন ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং নিউজলেটারে প্রকাশিত হতে পারে।

নির্ধারিত সময়ের পর কোনো এন্ট্রি গ্রহণ করা হবে না।

শেফিল্ডে বিমান ম্যানচেষ্টারের কর্মকর্তাদের সাথে সভা

এবাদুর রহমান খালেদ (শেফিল্ড) ঃ প্রবাসী বাঙালীদেশীদের মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সেবার মান আরো উন্নয়ন এবং টিকেট প্রাপ্তিতে সহজলভ্যতা আর সুলভ মুল্যের নিশ্চয়তাসহ নানা বিষয় নিয়ে শেফিল্ড প্রবাসী বাঙালীরা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ম্যানচেষ্টার অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিউনিটির শেফিল্ডে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালী কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যাক প্রবাসী উপস্থিতিতে গত ১২ অক্টোবর শেফিল্ডের এস এন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব সিরাজ আলীর সভাপতিত্বে ও গোসাইরহাট সোসাইটি ইউকের সভাপতি মজমিল বেপারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তারা বিমানের সার্ভিস নিয়ে প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া উত্তাপন করেন।

এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আজিম কোরায়সী, জমির উদ্দিন, বেলায়েত হোসেন, আজকির মিয়া, মোতালেব হালদার, আব্দুল হক, জিকির আহমেদ, শওকত হোসেন প্রমূখ।

‘নো প্লেস ফর হেইট’- টাওয়ার হ্যামলেটসে ঘৃণা মুক্ত সমাজ গঠনে বাসিন্দাদের অঙ্গীকার

‘নো প্লেস ফর হেইট’- টাওয়ার হ্যামলেটসে ঘৃণা মুক্ত সমাজ গঠনে বাসিন্দাদের অঙ্গীকার

ন্যাশনাল হেইট ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস উইক বা ঘৃণা জনিত অপরাধ সম্পর্কে জনসচেতনতা সপ্তাহের অংশ হিসেবে গত ১৩ অক্টোবর টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হয়েছে “নো প্লেস ফর হেইট - কমিউনিটি কনভারসেশন” শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা।

টাউন হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি এবং পেশাজীবীরা একত্রিত হয়ে ঘৃণা জনিত অপরাধ প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা হেইট ক্রাইম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং কিভাবে এসব অপরাধ রিপোর্ট করা যায় ও সহায়তা পাওয়া যায় সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন।

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কাউন্সিলর কেবিনেট মেম্বার ফর পাবলিক প্রোটেকশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড এনফোর্সমেন্ট আবু তালহা চৌধুরী, এবং ১৭-২৪-৩০ চ্যারিটির সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা মার্ক হিলি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন রিয়েল ডিজেবলড পিপল অ্যাডভোকেসি সার্ভিস আপাসেন এবং টাওয়ার হ্যামলেটস পুলিশের প্রতিনিধিরা।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা একমত হন যে, বৈচিত্র্যময় ও সহনশীল এই বরোতে ঘৃণার কোনো স্থান নেই এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঘৃণা জনিত অপরাধ রোধ করা সম্ভব।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন: “টাওয়ার হ্যামলেটস হলো বৈচিত্র ও সহাবস্থানের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ঘৃণা ও বিভেদের কোনো স্থান আমাদের সমাজে নেই। আমরা সবাই মিলে এমন একটি কমিউনিটি গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে প্রত্যেকে নিরাপদ, সম্মানিত ও মূল্যবান বোধ করে।”

মেয়র আরো বলেন, "আমাদের সব কাজের মধ্যে আছে একটা মেইন থিম বা গোল্ডেন থিম - আর তা হলো একসাথে থাকা, ঐক্যবন্ধ থাকা এবং এক কমিউনিটি হিসেবে কাজ করা। টাওয়ার হ্যামলেটসে ঘৃণার কোনো জায়গা নেই। আমরা চাই সবাই একসাথে থাকুক। আর সত্যিই তাই হয় এখানে। আমাদের ৯০ শতাংশ বাসিন্দা জানিয়েছেন তারা একে অপরের সঙ্গে ভালোভাবে মিলেমিশে বসবাস করছেন। এটিই টাওয়ার হ্যামলেটস।"

এই উদ্যোগের মাধ্যমে কাউন্সিল আবারও তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে - ‘নো প্লেস ফর হেইট’, অর্থাৎ ঘৃণার কোনো স্থান নয়, শুধুই ঐক্য, শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

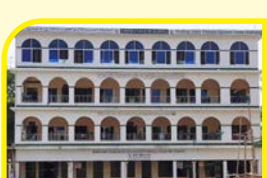
Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

বেথনাল গ্রীন পুলিশ স্টেশনের ফ্রন্ট কাউন্টার বন্ধের সিদ্ধান্ত স্থগিত করতে সফল হলো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বেথনাল গ্রীন পুলিশ স্টেশনের ফ্রন্ট কাউন্টার বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে মেট্রোপলিটন পুলিশের সাথে সফলভাবে কাজ করেছে।

গত আগস্টে মেট্রোপলিটন পুলিশ লন্ডনের ৩৭টি ফ্রন্ট কাউন্টার কমিয়ে ২০টিতে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল। বেথনাল গ্রীন পুলিশ স্টেশনই ছিল টাওয়ার হ্যামলেটসের একমাত্র পুলিশ স্টেশন যেখানে ফ্রন্ট কাউন্টার চালু রয়েছে।

যদি এই বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর হতো, তবে এলাকাবাসী ও অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের অপরাধের রিপোর্ট দিতে মুখোমুখি সাক্ষাতের জন্য পার্শ্ববর্তী বরাতে যেতে হতো।

এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান এবং কাউন্সিলর কেবিনেট মেম্বার ফর পাবলিক প্রোটেকশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড এনফোর্সমেন্ট আবু তালহা চৌধুরী মেট্রোপলিটন পুলিশের বরো কমান্ডার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ম্যাট টুইস্টকে বেথনাল গ্রীন পুলিশ স্টেশন বন্ধের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে অনুরোধ করেন এবং গত সপ্তাহের ফুল কাউন্সিল মিটিংয়ে পুলিশকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আবু তালহা কমিশনার ম্যাট টুইস্ট-এর সাথে সরাসরি মিটিং করেও একই অনুরোধ করেন।

আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) মেট্রোপলিটন পুলিশ বেথনাল গ্রীন পুলিশ স্টেশনের ফ্রন্ট কাউন্টার বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছে। এটি এখন সপ্তাহের কর্মদিবসে ১২ ঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ১০ ঘণ্টা খোলা থাকবে।

এ প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান বুধবার ক্যাবিনেট মিটিং এ ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, “আমাদের বরোর একমাত্র ফ্রন্ট পুলিশ কাউন্টার বন্ধ করা টাওয়ার হ্যামলেটসের মানুষের জন্য অন্যায্য ছিল। এই কারণেই আমি ব্যক্তিগতভাবে কমিশনারকে চিঠি লিখেছি, এবং কয়েক মাস ধরে পুলিশের বিভিন্ন স্তরের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি যাতে সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করা হয়। আমি আনন্দিত যে আমরা আমাদের বাসিন্দা ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য এটি নিশ্চিত করতে পেরেছি।”

কাউন্সিলর কেবিনেট মেম্বার ফর পাবলিক প্রোটেকশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটেড এনফোর্সমেন্ট আবু তালহা চৌধুরী বলেন, “আমাদের প্রচেষ্টায় সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার হওয়ায় আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। যদি কেউ অপরাধের শিকার হন, অনেকেই ওয়েবসাইটের পরিবর্তে সরাসরি একজন পুলিশ কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে চান। আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দাদের জন্য অন্য বরোতে গিয়ে অপরাধের রিপোর্ট করা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ছিল।

আমরা আনন্দিত যে পুলিশ আমাদের উদ্বেগ গুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।”

প্রবাসীদের সহজ শর্তে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টির আহবান প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ ইউকের

বাংলাদেশী পাসপোর্ট এবং জন্মনিবন্ধন থাকলে ভোটার হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। যেসব বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত নাগরিকের বাংলাদেশী পাসপোর্ট এবং জন্মনিবন্ধন নাই, তাদেরকে নো ভিসা স্টিকারযুক্ত বিদেশী পাসপোর্ট এবং পিতা বা মাতার বাংলাদেশী পাসপোর্ট অথবা জন্মবিন্ধনের মাধ্যমে ভোটার হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

প্রবাসীদের সহজ শর্তে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দিলে ইতিহাস সৃষ্টি হবে।

‘প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ ইউকে’র সংবাদ সম্মেলনে এই আহবান জানানো হয়েছে।

সোমবার (৯ অক্টোবর ২০২৫) সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের ময়দাগ্রীলে প্রবাসের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় সকলকে স্বাগত জানান পরিষদের আহ্বায়ক জজ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন।

সদস্য সচিব ব্যারিস্টার বদরে আলম দিদারের পরিচালনায় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন পরিষদের অন্যতম সদস্য সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান। আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন যুগ্ন আহবায়ক ব্যারিস্টার নাজির আহমদ, যুগ্ন আহবায়ক কেএম আবু তাহের চৌধুরী, যুগ্ন আহবায়ক ব্যারিস্টার আতাউর রহমান ও যুগ্ন আহবায়ক সিরাজুল ইসলাম শাহীন।

অনুষ্ঠানে সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার খালেদ নুর, ব্যারিস্টার আব্দুল হালিম সরকার, আব্দুল মুনিম ক্যারল, গোলাম মর্তুজা, তাওহীদুল করিম মুজাহিদ, বদরুজ্জামান বাবুল, ডা: মোজাম্মেল হুসাইন, শাহরিয়ার আলম শিপার, সেলিম এমদাদ প্রমুখ। এসময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

লুটনে টকইঈঈও ইস্ট অব ইংল্যান্ড রিজিয়নের নতুন কমিটি উদ্বোধন, উদ্যোক্তাদের প্রাণবন্ত মিলনমেলা

সিদ্দিকুর রাহমান জয়নাল প্রেসিডেন্ট, সাহিন উদ্দিন জেনারেল সেক্রেটারি, হুমায়ুন রাশিদ ট্রেজারার

লুটন, ১৩ অক্টোবর ২০২৫: লুটনের ক্রিসেন্ট হলে সোমবার সন্ধ্যায় জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ইউকেবিসিসিআই (UKBCCI) ইস্ট অব ইংল্যান্ড রিজিয়নের নতুন কমিটি উদ্বোধন ও বিজনেস নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট। দেড় শতাধিক উদ্যোক্তা, কমিউনিটি নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় ব্যবসায়ীদের এক মিলনমেলায়।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা থেকে অতিথিদের শুভেচ্ছা জানান জামাল উদ্দিন মকদ্দুস, ফয়সল আহমেদ এবং সিদ্দিকুর রহমান জয়নাল। সাথে সাথে সিআইপি নির্বাচিত হওয়ার জন্য শেফ অনলাইনের সিইও মুনিম সালিককে এই অর্জনের জন্য ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

ইউকেবিসিসিআই ইস্ট অফ ইংল্যান্ড রিজিওন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্থানীয় ব্যবসায়ী ও তরুণ উদ্যোক্তাদের সাহায্য করেছে। আছে সফল কিছু গল্প যা সত্যিই অনুপ্রেরণার।

প্রেসিডেন্ট এম. জি. মওলা মিয়া এমবিই বলেন,

"বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা আজ শুধু যুক্তরাজ্যেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নিজেদের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছেন। ইউকেবিসিসিআই রিজিওনাল কমিটিগুলোর মাধ্যমে আমরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আরও সহজে সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভবিষ্যতে আরও বেশি করে রিজিওন স্থাপনের মাধ্যমে ইউকেবিসিআই সহজে স্থানীয়

আগমন ও নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান।

অতিথিদের উদ্দেশে ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান ইউকেবিসিসিআই চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ ওবিই, তিনি এই রিজিয়নের সফলতা কামনা করেন।

স্বাগত বক্তব্য দেন ইস্ট অব ইংল্যান্ড রিজিয়ন প্রেসিডেন্ট সিদ্দকুর রহমান জয়নাল।

তিনি বলেন, "ইউকেবিসিসিআই শুধু ব্যবসায়িক সংগঠন নয়, এটি প্রবাসী উদ্যোক্তাদের ঐক্যের প্রতীক।ইস্ট অফ ইংল্যান্ড রিজিওনের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য তিনি ইউকেবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এবং পরিচালকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।" তিনি বলেন রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের নিয়ে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে আমাদের কাজ এগিয়ে যাবে।"

এ সময় ইউকেবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এম.জি. মওলা মিয়া এমবিইকে নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফুল দিয়ে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, সেন্ট্রাল লিগাল অ্যাফেয়ার্স ডাইরেক্টর ব্যারিস্টার আনওয়ার বাবুল মিয়া, শাহিন উদ্দিন এবং শাহরিয়ার আহমেদ ।

অন্যান্যদের সাথে এ সময় কেন্দ্রীয় এবং রিজিওনাল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এতে বক্তব্য দেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল খালিক জামাল, মিডল্যান্ড রিজিয়ন প্রেসিডেন্ট ইমাম উদ্দিন, এবং লন্ডন রিজিয়ন কনভেনর কামরু আলী। কেন্দ্রের ফাইনান্স ডিরেক্টর ডঃ যশ, মেম্বারশিপ ডাইরেক্টর সাইফুল আলম এবং ডিরেক্টর করিম মিয়া শামীম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সেলর তানভীর মোহাম্মদ আজিম, নাজিয়া খানম অবিই, ঝ্ঈড় অপপড়ঁহঃধহপু'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর সালিম আহমেদ, ফাইন্যান্স ও প্রপার্টি বিশেষজ্ঞ জ্যাগ হির, লুটনের ডেপুটি মেয়র শাহানারা নাসের।

মূল বক্তব্যে ইউকেবিসিসিআই-এর ব্যবসায়ীদের পরামর্শ প্রদান, সহযোগিতা এবং নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।"

অনুষ্ঠানের সমাপনীতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রেস ও পাবলিসিটি সেক্রেটারি এবং ক্রিসেন্ট হলের পরিচালক আজাদ আলী।

এরপর পরিবেশন করা হয় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও ডিনার, যেখানে অতিথিরা উপভোগ করেন সুর, খাবার ও সৌহার্দ্যের মুহূর্ত।

ছবি : জুবায়ের খান সেলিম

অনুস্টানের শেষে নতুন কমিটি পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

সিদ্দিকুর রাহমান জয়নাল প্রেসিডেন্ট, ফিরুজুল হক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, শাহরিয়ার আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সাহিন উদ্দিন জেনারেল সেক্রেটারি, হুমায়ুন রাশিদ ট্রেজারার।

এ সময় অতিথিদের অনেকে বলেন, লুটনে এমন প্রাণবন্ত আয়োজন ব্যবসায়ী সমাজকে আরও কাছাকাছি এনেছে এবং ইউকেবিসিসিআইয়ের কার্যক্রমে নতুন উদ্দীপনা যোগ করেছে।

শাহেদ রাহমান সম্পাদিত ম্যাগাজিন ও কাব্যসংকলন প্রকাশ

শাহেদ রাহমান সম্পাদিত 'আজকের শতাব্দী' ম্যাগাজিনের ডক্টর আনসার আহমেদ উল্লাহ বিশেষ সংখ্যা এবং কাব্যসংকলন 'বিলেতে কবিতা লিখার আগে' প্রকাশিত হয়েছে। লন্ডনের পূর্বাঞ্চলে একটি প্রীতি সভার মাধ্যমে এই প্রকাশনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটি, সহযোগিতা প্রদান করে ব্রিটিশ বাংলা প্রগেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক পাঠন্মোচন করেন প্রধান অতিথি ও উপস্থিত লেখক ও শুভার্থীরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেইন, অভিনেতা ও লেখক স্বাধীন খসরু, প্রবীন সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, কবি হামিদ মোহাম্মদ, ছড়াকার দিলু নাসের, কবি মাশূক ইবনে আনিস, কবি মজিবুল হক মনি, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আব্দুল মালিক খোকন, সাংবাদিক সাঈম চৌধুরী, জুয়েল রাজ, সৈয়দা নাজনীন আজকের শতাব্দী ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যায় ড. সাম হালবরসন, প্রফেসর আলাসতেইর ওউনস, প্রফেসর জন ইয়াড, ড. ক্রিস টান্‌গ, জালাল রাজন উদ্দিন, ড. সিন কেরিই, সুজিত সেন, মতিয়ার চৌধুরী, স্বাধীন খসরু, শামীম আজাদ, হামিদ মোহাম্মদ, নজরুল ইসলাম বাসনসহ মোট ৩৫ জন লেখকের রচনার সংযোজন করা হয়েছে। কাব্যসংকলন বিলেতে কবিতা লিখার আগে সম্পাদনা

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বরো অব ক্রয়ডন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মুহাম্মদ ইসলাম।

সভাপতিত্ব করেন ব্রিটিশ বাংলা প্রগেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশনের যুগ্ন আহবায়ক ও ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মোঃ সাজিদুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন "আজকের শতাব্দী" ম্যাগাজিনের সম্পাদক মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সেক্রেটারি ও ব্রিটিশ বাংলা প্রগেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশনের সদস্য সচিব কবি মিজানুর রহমান মীরু।

প্রকাশিত ম্যাগাজিন ও কাব্যসংকলনের সুলতানা (শিখা), আমিনা আলী, ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির নেতৃবৃন্দসহ আরও অনেকে। কবিতা আবৃত্তি করেন কবি ইমদাদুন খান, কবি আসমা মতিন, কবি ফায়সাল আইয়ুব এবং আবৃত্তিশিল্পী ফাহমিদা দীপা।

বক্তারা ডক্টর আনসার আহমেদ উল্লাহকে তার গবেষণা, সাংবাদিকতা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে জীবনের দীর্ঘ অধ্যায় উৎসর্গ করার জন্য সম্মান জানান। তিনি সম্প্রতি বিলেতে বর্ণবাদ বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বক্তারা প্রবাসে সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব ও প্রাপ্তবয়স্ক প্রবাসী সাহিত্যিকদের অবদানের প্রশংসা করেন।

করেছেন মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব এষ। সংকলনে বিলেতে বসবাসরত ১৭ জন কবি তাঁদের কবিতা উপস্থাপন করেছেন।

তাঁরা হলেন-কবি অধ্যাপক নুরুজ্জামান মনি, কবি হামিদ মোহাম্মদ, কবি মজিবুল হক মনি, কবি দিলু নাসের, কবি মাশূক ইবনে আনিস, কবি লুৎফুর রহমান কামালী, কবি মুজিব ইরম, জওয়াহের হোসেন, মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, মিজানুর রহমান মীরু, ফয়েজুর রহমান ফয়েজ, ফায়সাল আইয়ুব, সিতু মিয়া কামালী, ফাহমিদা ইয়াসমিন, দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী, মুহাম্মদ সালেহ আহমদ ও সালমা বেগম।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ: বাস্তবায়ন চাই

বাংলাদেশে আইনের অভাব নাই বললেই চলে। তবে যথা সময়ে আইন প্রয়োগের উদাহরণ খুবই কম.ক্ষমতাসীনদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও বাহিনীর রাজনৈতিক ব্যবহারই গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, ভিন্নমত দমন, নির্যাতনসহ বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় কারণ, সেটা কেউই অস্বীকার করবে না। এ বাস্তবতায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আইন করেই জবাবদিহির বাইরে রাখা কিংবা দায়মুক্তি দেওয়ার সংস্কৃতি চালু করা হয়েছিল। ফলে মানবাধিকারের ধারণাটি সর্বজনীন না হয়ে সেটা হয়ে উঠেছিল ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছার অধীন। এ রকম বাস্তবতায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যে নখদন্তহীন সংস্থা হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

বিগত সরকারের আমলে বিশেষ করে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের যেভাবে সীমা ছাড়িয়েছিল, তাতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠন জরুরি হয়ে পড়েছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এতটা বিস্তৃত ও বহুমুখী ছিল যে দেশের অধিকার সংগঠনের সঙ্গে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও এর সদস্যদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বেশি অভিযোগ উঠেছে। অথচ বিদ্যমান আইনে তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের সুযোগ ছিল না।

অন্তর্বর্তী সরকার মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশের যে খসড়া প্রণয়ন করেছে, সেখানে সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের যে কারও বিরুদ্ধে তদন্ত করার সুযোগ রাখা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে নাগরিকের অধিকার রক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলেই আমরা মনে করি। বিদ্যমান আইনে মানবাধিকার কমিশন কোনো আদেশ দিতে পারত না, সংস্থাটি সরকারের কাছে কেবল সুপারিশ দিতে পারত। ফলে দেড় দশকের বেশি সময় আগে যাত্রা শুরু করা সংস্থাটির কোনো দক্ষতা কিংবা কার্যকারিতা গড়ে উঠতে পারেনি। খসড়ায় কমিশনকে মানবাধিকার প্রসঙ্গে যুক্তিসংগত আদেশ দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এটিও উল্লেখ করার মতো একটি অগ্রগতি। কমিশনে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হয়েছে, সেটাও প্রশংসনীয়।

আমরা মনে করি, খসড়া অধ্যাদেশটি যথেষ্ট ইতিবাচক হয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে আরও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। খসড়ায় বিদ্যমান আইনের মতোই কমিশনের সরল বিশ্বাসে করা কাজের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বলে বিধান রাখা হয়েছে। এ ধরনের বিধান অনেক ক্ষেত্রেই জবাবদিহিহীনতা ও দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিধানের যে অপপ্রয়োগ হয়, তারও অসংখ্য নজির আছে।আইন প্রণয়নকে স্বাগত জানাই। একই সঙ্গে আইন বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা জরুরি। আইনের প্রয়োগের মাধ্যমেই মানুষ আইনের সুফল পাবে।

গাজায় যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব নিয়ে শঙ্কা

ড. ফরিদুল আলম

ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, গত ৯ মাসে আটটি যুদ্ধ বন্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। আর এ কারণে তিনি নিজেকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য অন্যতম দাবিদার হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন। গত ১০ অক্টোবর নোবেল কমিটি এ বছরের শান্তি পুরস্কারের জন্য তাঁকে নির্বাচিত না করে নির্বাচিত করলেন ভেনেজুয়েলার রাজনীতিবিদ মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে। হোয়াইট হাউস থেকে এর প্রতিক্রিয়ায় জানানো হয়েছে যে নোবেল কমিটি শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকে নয়, বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে আমলে নিয়ে এই পুরস্কার দিয়েছে।

এ ধরনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এক ধরনের হতাশার প্রকাশ ঘটেছে। কেননা ট্রাম্প তাঁর সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলোর এক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাচ্ছিলেন। এই বিষয়টির অবতারণা এ জন্য যে দীর্ঘ দুই বছর ধরে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার চলমান যুদ্ধ যেখানে বৈশ্বিক অনেক আহবানকে উপেক্ষা করেও অব্যাহত ছিল এবং এর পেছনে একমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসরায়েলকে সহায়তা দিয়ে আসছিলড়এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ করেই ট্রাম্পের উদ্যোগের মধ্য দিয়ে গত ৯ অক্টোবর ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি বা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে মতৈক্য হয়। এর থেকে এটিই আরো স্পষ্ট হলো যে এই উদ্যোগটি আরো আগেই নেওয়া যেত এবং এত দিন ধরে গাজায় যে হত্যাযজ্ঞ বা গণহত্যা চলেছে, এর নেপথ্যে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতাই ছিল মুখ্য কারণ।

কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ভয়ংকর যুদ্ধাবস্থা থেকে আজ একটি যুদ্ধবিরতির মতো অবস্থা সৃষ্টি হলো, সেটি বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দেখব যে গাজা ও হামাসকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যে পরিকল্পনা ছিল, সেখানে কোনো ধরনের যুদ্ধবিরতি কিংবা শান্তিচুক্তির অস্তিত্ব ছিল না, বরং সেখানে ছিল গোটা গাজাকে ধ্বংস করা এবং হামাসকে পুরোপুরি নির্মূল করার মতো পরিকল্পনা। এর আগে এই যুদ্ধ থেকে পিছু হটার কোনো ইচ্ছা তাদের ছিল না। দুই বছর ধরে যে কায়দায় গণহত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করা হয়েছে, এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ইসরায়েল এবং এর জনগণ একদিকে যেমন ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রও একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার করেছে। এই সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ইউরোপীয় মিত্র দেশগুলোর একটি অংশ পর্যন্ত ইসরায়েলের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে, দ্বিরাষ্ট্রিক সমাধানের জন্য চাপ দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে থাকে।

এ বছরের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দায়িত্ব গ্রহণের পর থকে এ পর্যন্ত মোট চারবার বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হোয়াইট হাউসে গিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এটি একটি রেকর্ড বলা যায়। এতে স্পষ্ট হয়, তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্কে কতটা আবদ্ধ। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর এই যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার আগের দিন পর্যন্ত দুই দফা অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি পালিত হলেও দ্বিতীয়বারের এই বিরতিটি কোনো ধরনের সংগত কারণ ছাড়াই ভেঙে যায় এবং গাজায় নতুন করে ইসরায়েলের হামলা শুরু হয়। এটি ছিল অনেকটা ‘রিট্রিট’ অবস্থার মতো। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে আবারও শক্তি সঞ্চয় করে নতুন উদ্যমে হামলা পরিচালনা করা।

আজ যে বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে একটি যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়েছে, এর ভেতরে কী এমন মাহাত্ম্য ছিল, যা আগে ছিল না বলে এ ধরনের কোনো সমঝোতা আগে হয়নি? সেটি বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দেখতে পাব যে এখানে এমন নতুন কিছুই নেই, যা এই যুদ্ধ বন্ধে সহায়তা করেছে, বরং এর সব উপাদানই আগের মতোই। ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যে শেষ সাক্ষাতে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধে যে ২০ দফা ফর্মুলার কথা বলা হয়েছে, এটিই যে এই যুদ্ধ বন্ধে একমাত্র নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, সেটিও কিন্তু নয়। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে ট্রাম্পের প্রস্তাব হামাস মেনে নিয়েছে। আমরা এটি বিশ্লেষণ করলে দেখব যে এসব ফর্মুলার মধ্যে কেবল হামাসের কাছে ইসরায়েলের জিম্মিদের মুক্তির বিষয়টি হামাস মেনে নিয়েছে। ট্রাম্পের প্রস্তাবের এবং ইসরায়েলের দাবির অন্যতম শর্ত হামাসের নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টিকে হামাস সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে যে একমাত্র দ্বিরাষ্ট্রিক সমাধান ছাড়া তারা কোনো ধরনের নিরস্ত্রীকরণে সম্মত নয়।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইসরায়েল এই যুদ্ধকে চালিয়ে যাচ্ছিল, কোনো ধরনের আন্তর্জাতিক চাপ, এমনকি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে গণহত্যার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পরও কোনো কিছুই ইসরায়েলকে যুদ্ধ বন্ধে সম্মত করতে পারেনি। ইসরায়েলের শহরগুলোতে প্রতিনিয়ত জিম্মিমুক্তির দাবি এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা হুমকির আতঙ্কে হাজার হাজার মানুষের নেতানিয়াহুবিরোধী বিক্ষোভও নেতানিয়াহু সরকারকে টলাতে পারেনি। তাহলে কোন কারণে এই অবস্থায় এসে একটি যুদ্ধবিরতি সম্ভব হলো? আমরা যদি প্রশ্ন করি, হামাস কি দুর্বল হয়েছে কিংবা পরাজিত? এর এককথায় জবাব, না। তার পরও মহাসমারোহে চালিয়ে যাওয়া হত্যাযজ্ঞ থামানোর কারণ একটিই, আর সেটি হলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ক্রমেই এই যুদ্ধ নিয়ে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে। ইসরায়েলের মানুষ, যারা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করছে, তারা লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে; আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে ইসরায়েল আজ সারা বিশ্ব থেকে এক অর্থে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের স্টার্টআপগুলোতে বিনিয়োগে ধস নেমেছে ৯০ শতাংশ। গোটা বিশ্ব ইসরায়েল ও জায়োনিজম আজ এক ঘৃণিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমা যে দেশগুলো এত দিন ধরে জায়োনিজমকে পেলেপুষে আজকের এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে, সেসব দেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের এ নিয়ে ব্যাপক দূরত্ব বেড়েছে। আর তাই অনেক দেশের সরকারের ভূমিকা পরিবর্তন হয়ে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতায় রূপ নিয়েছে। আর এর মধ্য দিয়ে এর আগে দাবিকৃত নেতানিয়াহুর মানচিত্রে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অস্তিত্বহীনতায় এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখানো হলো বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে।

ট্রাম্প এর আগে গাজা খালি করে গাজাকে মধ্যপ্রাচ্যের ‘রিভেরা’ (বিলাসবহুল পর্যটনকেন্দ্র) হিসেবে তৈরি করার পরিকল্পনার কথা প্রচার করেছিলেন। আজ তিনিই একটি যুদ্ধবিরতির রূপকার হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করছেন। তিনি জানান দিতে চাইছেন যে হামাস নিরস্ত্রীকরণ, সংগঠন হিসেবে নিজেদের বিলুপ্ত করতে এবং গাজার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বিষয়টি সমাধানে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগের মাধ্যমে পরিচালিত হতে সম্মত হয়েছে। হামাসের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তারা এ ধরনের কোনো প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। যদি এটিই সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে কোনো এক ছুতায় ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুকে এর থেকে সরে যেতে হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে গাজা ও হামাস থেকে তাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি, বরং অসম্পূর্ণ রয়েছে, যার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যে নতুন বিষয়টির জন্য অপেক্ষা করবে, তা হচ্ছে হামাসের দিক থেকে নতুন করে কোনো ভুল করা হয় কি না কিংবা এমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো হয় কি না, যা পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তুলতে পারে। আপাতত ইসরায়েল তাদের হাতে বন্দি এক হাজার ৭০০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে। এর বিনিময়ে হামাস তাদের হাতে ইসরায়েলি জিম্মি ৪৮ জনকে ছেড়ে দেবে, যার মধ্যে ২০ জন জীবিত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ সবকিছু তখনই একটি প্রকৃত সমাধান বলা যাবে, যখন আমরা এটি দেখব যে ইসরায়েল একটি পৃথক ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিচ্ছে। তারা তো মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে ফিলিস্তিনের অস্তিত্বকেই স্বীকার করতে চায় না। এটিই আসলে মৌলিক সমস্যা। সুতরাং আমাদের এটিই ধরে নিতে হবে যে কৌশলগত কারণে আপাতত একটি যুদ্ধাবস্থার অবসান হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে নেতানিয়াহু নতুন করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসতে পারেন।

সিলেট নগরীতে সড়কের বেহাল দশা

সিলেট অফিস : রাস্তাঘাটের বেহাল দশায় দুর্ভোগ যেন নিয়তি নগরবাসীর জন্য নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগরের ২৫ শতাংশে বেশী রাস্তা খানাখন্দে ভরা। বৃষ্টিপাত হলেই ভোগান্তি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। সড়কের স্থানে স্থানে পিচ উঠে গেছে। ছোট-বড় গর্তগুলো যেন মিনি জলাশয়। বাধ্য হয়ে খানাখন্দ এড়িয়ে যানবাহন চলছে এঁকেবেঁকে। এতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিলেট নগরীর ওপর দিয়ে গেছে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের ৫৬ কিলোমিটার সড়ক ও মহাসড়ক। এসব সড়কের বেহাল দশায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন নগরবাসী। সিলেট সিটি করপোরেশন এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের রশি টানাটানিতে বিলম্বিত হচ্ছে সংস্কার কার্যক্রম। এতে বলির পাঠা হচ্ছেন নগরবাসী।

কয়েকটি সড়কের মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিঠি চালাচালির পরও সিদ্ধান্ত না আসায় সিসিক ও সওজ কেউই উদ্যোগ নিচ্ছেনা। এতে রাস্তাঘাটের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। সিলেটবাসীর দাবী মালিকানা জটিলতার সমাধানে উচ্চপর্যায় থেকে উদ্যোগ নিতে হবে।

সিটি কর্পোরেশন সূত্রে জানা গেছে, নগরের ৪২টি ওয়ার্ডে মোট সড়ক আছে ১ হাজার ৬৮ কিলোমিটার। এর মধ্যে পুরোনো ২৭টি ওয়ার্ডে আছে ৬৬৮ কিলোমিটার সড়ক। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ২১ জুন সিটি নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট হওয়া নতুন ১৫টি ওয়ার্ডে সড়ক আছে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। পুরোনো ওয়ার্ডগুলেতে অন্তত ২৫ কিলোমিটার সড়ক খানাখন্দে ভরা। নতুন ও পুরোনো সব ওয়ার্ড মিলিয়ে প্রায় ২৫ শতাংশ সড়কের বেহাল দশা। সংস্কারের উদ্যোগ না থাকায় সড়কগুলো দিন দিন যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

সিসিকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, নগরের ২৫ শতাংশ সড়কই খানাখন্দে ভরা। আখালিয়া নতুনবাজার এলাকার সড়কটি বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে। সড়কের খানাখন্দে পড়ে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। টানা বৃষ্টি হলে গর্তে নোংরা পানি জমে থাকে। যানবাহন চলাচলের সময় গর্তে চাকা পড়ে পানি ছিটকে পথচারীদের শরীর ও কাপড়চোপড় নোংরা পানিতে ভিজে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যাত্রীদের।

সরেজমিনে দেখা গেছে, শুধু নগরের আখালিয়া নতুনবাজার, কালীঘাট, শাহচট রোড, আমজদ আলী রোড, মহাজনপট্টি, লালদিঘীর পাড়, শাহজালাল উপশহর ও সোনারপাড়া এলাকা বেশি ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় আছে। এছাড়া নগরীর সোবহানীঘাট, রায়নগর, আলুরতল, পাঠানটুলা দরজিপাড়া, বালুচর, মেজরটিলাসহ অর্ধশতাধিক এলাকার সড়কের বেহাল দশা।

এছাড়া নগরীর বোরহান উদ্দিন সড়কটি খানাখন্দকে ভরা। পুরোপুরি বিধ্বস্ত হওয়ায় রাস্তাটি যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। অসুস্থ মানুষ, বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের নিয়ে এই সড়কে চলা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কানাইঘাট ও গোলাপগঞ্জ উপজেলার শত শত যানবাহনে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। নগরীর টিলাগড়, মেন্দিবাগ, মুরাদপুর, কুশিঘাট এলাকার রাস্তার অবস্থা দেখে মনে হয় এই নগরে কোনো অভিভাবক নেই।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত এক বছরের ধরে এসব রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। কিন্তু সিটি কর্পোরেশন কিংবা সড়ক ও জনপদ বিভাগ কারো উদ্যোগ চোখে পড়ছেনা।

শাহজালাল উপশহর এলাকার বাসিন্দারা জানান, এলাকার প্রধান সড়কটি ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরেই সড়কটি যান চলাচলের অনুপযোগী। পাশাপাশি শাহজালাল উপশহর এলাকার পাড়া-মহল্লার ভেতরে

বিভিন্ন ব্লকের বেশ কিছু রাস্তায় অসংখ্য খানাখন্দ। দিনের পর দিন ভাঙাচোরা অবস্থায় এসব সড়ক। ফলে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে সড়কটিতে খানাখন্দ থাকলেও সংস্কারে সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগই নিচ্ছে না। দুর্ভোগ নিয়েই লোকজনকে চলাচল করতে হচ্ছে।

আখালিয়া নতুনবাজার এলাকার বাসিন্দারা জানান, বাসার বাইরে বেরুলেই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। দেড় বছরের বেশি সময় ধরে সড়কটিতে খানাখন্দ থাকলেও সংস্কারে সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগই নিচ্ছে না। সড়কটি এখন অনেকটা ব্যবহারের অনুপযোগী। এর মধ্যে আবার টানা বৃষ্টিতে গর্তে পানি জমে দুর্ভোগের শেষ নেই।

সরজমিনে দেখা গেছে, নগরীর আখালিয়া নতুন বাজার সড়কটির বেহাল দশা। সড়কের বিভিন্ন স্থানে পিচ ও খোয়া উঠে গেছে। সড়কের বিভিন্ন অংশে আছে ছোট বড় অসংখ্য গর্ত। ফলে মদীনা মার্কেট থেকে নতুন বাজার-শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়-টিলারগাও, চাতল এলাকায় যাতায়াতকারী যাত্রীদের দূর্ভোগের অন্ত নেই।

অপরদিকে সিলেট নগরের প্রবেশমুখ চন্ডিপুল থেকে হুমায়ুন রশিদ চত্বর, এই দুই কিলোমিটার সড়ক যেন মরণফাঁদ। বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে মহাসড়কে। দীর্ঘদিন ধরে ছোট বড় যানবাহন ঝুঁকি নিয়ে ধীরগতিতে চলাচল করছে। ফলে দূর্ঘটনার শঙ্কাও বেড়েছে বলে জানান চালকরা। সড়কটির মালিক সড়ক ও জনপথ বিভাগ। কিন্তু এ ব্যাপারে উদাসীন সওজ, এমনটাই জানালেন চালকরা। সড়কটি সংস্কারে তেমন কোনো উদ্যোগও চোখে পড়ছে না।

নগরীর লালদিঘীরপার, কালীঘাট, ওসমানী শিশু পার্কের সামনের সড়ক, শিবগঞ্জ, দাদাপীরের মাজারের ভেতরের সড়কের পিচ ঢালাই উঠে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কালীঘাট এলাকার ব্যবসায়ীরা জানান, নগরীর প্রধান পাইকারি বাণিজ্য কেন্দ্র কালিঘাট, বন্দরবাজার, লালদিঘীপার সড়কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাইকারীবাজার হওয়ায় প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে মালামাল নিয়ে দূরপাল্লার অনেক ভারি যানবাহন চলাচল করে। যে কারণে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সড়কটি ব্যস্ত থাকে।

সরেজমিনে দেখা যায়, বর্তমানে মজলিস হোটেলের সম্মুখ থেকে লালদিঘী হয়ে কালিঘাট পর্যন্ত সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ। খানাখন্দে এই সড়ক দিয়ে চলাচল করা দায়। একটু বৃষ্টি হলেই সড়কটির আরো করুণ দশা ফুটে উঠে। কর্দমাক্ত সড়কে হাটাচলা করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কালীঘাট থেকে ক্বীন ব্রিজের সড়কেরও একই অবস্থা। অধিকাংশ গর্তে পানি জমে থাকে। ফলে চলাচল দুরূহ হয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীরা বলেছেন, সড়কের খারাপ অবস্থা ব্যবসার উপরও প্রভাব ফেলছে।

একইভাবে সড়কের বেহাল দশা জেল রোড পয়েন্ট থেকে ওসমানী শিশু পার্ক ও মিরাবাজার থেকে শিবগঞ্জ পর্যন্ত। আবার শিবগঞ্জ থেকে টিলাগড় পয়েন্ট পর্যন্ত বেশকিছু অংশে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এমসি কলেজ, সরকারি কলেজসহ এই সড়ক মাড়িয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন এলাকাতেও যেতে হয়। যে কারণে সড়কটি অনেক গুরুত্ব বহন করে। যদিও এই সড়কটি সওজের। কিন্তু সড়ক ও জনপথ বিভাগ এই সড়কটি সংস্কারে উদাসীন বলে অভিযোগ এই সড়কে চলাচলকারী যাত্রীদের।

একই অবস্থা নগরীর ভার্থখলা, স্টেশন রোড, সিলেট রেলওয়ে স্টেশন এলাকার। এসব এলাকার কিছু রাস্তা একেবারে যান চলাচলের অনুপযোগি হয়ে পড়েছে। একটু বৃষ্টি হলেই এসব রাস্তায় কোমড় পানি হয়ে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি করে।

নগরের রায়নগর দাদাপীর মাজার থেকে শাহী ঈদগাহ সড়কটি একেবারেই চলাচলের অনুপোযুক্ত হয়ে পড়েছে। বড় বড় গর্তে এই সড়ক দিয়ে চলাচল করা দায়। খানাখন্দের জায়গা দিয়ে গাড়ি ধীরে ধীরে চলাচল না করলে উল্টে যাওয়ার উপক্রম হয়। অনেক সময় গাড়ি উল্টে গিয়ে হতাহতের ঘটনাও ঘটে। সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা হচ্ছে না বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু এসব সড়কই নয়, সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডের পাড়া-মহল্লার সড়কগুলোর অবস্থাও এমন। মাসের পর মাস মানুষ কষ্ট করছেন, দুর্ভোগে পড়ছেন। তবুও সংস্কার হচ্ছে না সড়কগুলো।

নগরবাসীর দাবী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন সড়ক সংস্কারে উদাসীন। নাগরিকগণ নিয়মিত কর পরিশোধ করলেও ন্যূণতম সেবা দিতে পারছে না সিটি কর্পোরেশন। নগরের বিধ্বস্ত সড়কগুলো দ্রুত সংস্কার করা উচিত।

তবে সিটি কর্পোরেশন বলছে, নিয়মিতই সড়ক সংস্কার করা হয়। এটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে সবগুলো সড়কই সংস্কার করা হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে টেকসই সড়ক নির্মাণে জোর দিতে হবে। সড়কের ডিজাইন ও নির্মাণের মান নিশ্চিত করতে হবে। সড়কে যেন পানি জমে না থাকে, সেভাবে প্রতিটা সড়কের ডিজাইন করতে হবে। তাহলে সড়ক টেকসই হবে। দীর্ঘদিনেও সড়কের ক্ষয় হবে না। অন্যথায় এই দুর্ভোগের শেষ হবেনা।

সিলেট নগরের প্রধান সড়কের প্রায় ৭০ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে মালিকানা জটিলতার কারণে এসব সড়কের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও সড়ক ও জনপথ বিভাগের ৫৬ কিলোমিটার সড়ক সিটির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। এই জটিলতার কারণেই নগরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংস্কার করা যাচ্ছে না। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার দৈনিক জালালাবাদ বলেন, নগরবাসীর দুর্ভোগ লাঘবে নগরের ভেতরে ২২ কিলোমিটার সড়ক সড়ক ও জনপথ বিভাগ থেকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) নিয়ে সিটি করপোরেশন সংস্কার করেছিলো। তবে এনওসি নিয়ে সংস্কার একবারের জন্যই হয়ে থাকে। এ নিয়ে অডিটসহ নানা প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে পড়তে হয় সিটি করপোরেশনকে। এরপরও আমরা কিছু এমন কিছু সড়ক আমরা সংস্কার করছি। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধিন খানাখন্দে ভরা রাস্তা সংস্কারের জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার হয়েছে। আরো কিছু অফিসিয়াল ফরমালিটি রয়েছে সেটি চলছে। এছাড়া আবহাওয়ার উপরও নির্ভর করতে হচ্ছে। যাতে যখন কাজ হবে তখন অন্তত ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা যেনো বৃষ্টিহীন সময় পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে সড়ক ও জনপথ বিভাগ-সওজ সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী আমির হোসেন দৈনিক জালালাবাদকে বলেন, নগরের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত ৫৬ কিলোমিটার সড়কের মালিকানা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে সম্প্রতি একাধিকবার সভা হয়েছে। শিগগিরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সময়টা নির্ধারণ করে দেয়া সম্ভব নয়।

আকস্মিক সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে ডিসি সারওয়ার আলম

সিলেট অফিস : সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের শৃঙ্খলা, অনিয়ম ও টিকিট বিক্রির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আকস্মিকভাবে সিলেট রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেছেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তিনি স্টেশন পরিদর্শনে নিজ চোখে অনিয়মের প্রমাণ দেখতে পান। সবধরণের অনিয়ম বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপের আহ্বান জানান।

পরিদর্শনকালে তিনি স্টেশনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যাত্রীসেবার মান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সার্বিক কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। তিনি যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা ও পরামর্শ শোনেন।

ডিসি সারওয়ার আলম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন- যাত্রীসেবা আরও উন্নত করতে স্টেশনের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ভ্রাম্যমাণ দোকান ও অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং টিকিট বিক্রিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে।

সেখানে গিয়ে অনলাইনে ২ মিনিটের মধ্যে টিকেট শেষ দেখে তিনি বলেন, এটাতো কোন সিস্টেম হতে পারে না। আমরা খতিয়ে দেখবো এই সিস্টেম থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যায়। ম্যানুয়ালি যখন টিকেট বিক্রি হতো তখন কিছু লোক কাউন্টার থেকে কিনে কালোবাজারি করতো। এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে টিকেট কিনে কালোবাজারি করছে। সিন্ডিকেট করছে, তারা অনেকগুলো একাউন্ট করে মুহুর্তের মধে টিকেটি নিয়ে নিচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, সমস্যাটা হচ্ছে অনলাইনে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে ট্রেনের টিকেট কাটা যাচ্ছে। আজকের সকালবেলার যে ট্রেনটা ছিলো কাউন্টার থেকে সিটির মাত্র ১টা টিকিট কাটা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ২০০টা টিকেট কাটা হয়েছে। এখন আমরা এটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি, এই সমস্যাটা কোন কোন জায়গা থেকে হচ্ছে। অনলাইনে টিকেট আসামাত্র যে দ্রুত শেষ হয়ে যাবে সেটি তো কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না। অথচ যাত্রীরা ঠিকমতো টিকেট পাচ্ছেন না। এই সমস্যাটা কোন জায়গা সৃষ্টি হচ্ছে সেটি আমরা বের করবো। আমাদের প্রথম দেখার বিষয় হচ্ছে যে, এখানকার স্থানীয় কেউ জড়িত কি না। রেলওয়ের স্টাফ যদি কেউ জড়িত থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

শিশুর ওজন বাড়াতে সাহায্য করে যেসব খাবার

পোস্ট ডেস্ক : শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য সঠিক পুষ্টি অত্যন্ত জরুরি। অনেক বাবা-মা সন্তানের ওজন কম হওয়া নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তবে মনে রাখতে হবে, ওজন বাড়ানোর জন্য কখনই চিনি, ফাস্টফুড বা অতিরিক্ত তেল-মসলাযুক্ত খাবারের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। বরং স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবারের মাধ্যমে শিশুর ওজন ধীরে ধীরে ও সঠিকভাবে বাড়ানো যায়।

এখানে থাকছে এমন কয়েকটি খাবারের তালিকা, যা শিশুদের ওজন বাড়াতে সাহায্য করে ও তাদের সুস্থ রাখে।

কলা : পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, বি-৬ ও কার্বোহাইড্রেটে ভরপুর কলা একটি উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত ফল। এটি স্মুদি হিসেবে শিশুদের খাওয়ানো যায়। ভ্রমণের সময়ও এটি আদর্শ খাবার।

মিষ্টি আলু : ভিটামিন এ, সি, বি-৬ সহ নানা খনিজে ভরপুর মিষ্টি আলু হজমে সহায়ক। সেদ্ধ করে বা স্যুপ বানিয়ে শিশুদের খাওয়ানো যায়।

ডাল : প্রোটিন ও আয়রনে সমৃদ্ধ ডাল সহজে হজম হয় এবং শিশুদের জন্য আদর্শ পুষ্টিকর খাবার। ডাল ৬ মাস বয়স থেকেই শিশুদের দেওয়া যেতে পারে।

ঘি: ৮ মাস বয়স থেকেই শিশুর খাবারে কয়েক ফোঁটা ঘি দিতে পারেন।। এটি শুধু ক্যালোরি দেয় না, বরং খাবারের স্বাদও বাড়ায়। ঘরে তৈরি ঘি ব্যবহার করাই ভালো।

দুগ্ধজাত পণ্য : এক বছর বয়সের পর শিশুর খাদ্যতালিকায় দই ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য যোগ করা উচিত। দই হজমে সহায়ক ও ওজন বৃদ্ধিতে কার্যকর।

ডিম : প্রোটিন, ভালো ফ্যাট ও নানা ভিটামিনে ভরপুর ডিম শিশুর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ওমলেট, সেদ্ধ ডিম বা ডিম-ভাত আকর্ষণীয় উপায়ে পরিবেশন করা যায়।

শুকনো ফল ও বীজ : বাদাম, কাজু, কিসমিস, আখরোট, তিল ইত্যাদি শিশুর শরীরে ক্যালোরি ও পুষ্টি যোগায়। এগুলো গুঁড়ো করে দুধে মিশিয়ে বা স্ন্যাক্স হিসেবে দেওয়া যায়।

অ্যাভোকাডো : স্বাস্থ্যকর চর্বি ও ভিটামিনে ভরপুর অ্যাভোকাডো শিশুদের ওজন বাড়াতে সহায়ক।

মুরগি : প্রোটিনের অন্যতম উৎস মুরগি পেশি গঠন ও ওজন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। হালকা ঝোল, কাবাব বা সালাদ হিসেবে পরিবেশন করা যেতে পারে।

কেন স্বাস্থ্যকর খাবার জরুরি?

চিনিযুক্ত বা প্রক্রিয়াজাত খাবার শিশুদের ওজন বাড়ালেও তা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর হতে পারেড়যেমন দাঁতের সমস্যা, হজমের গোলমাল বা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি। উপরে উল্লেখিত খাবারগুলো শুধু ওজন বাড়ায় না, বরং শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, হজমশক্তি ও শারীরিক গঠনের উন্নতিতে ভূমিকা রাখে।

সুস্থ থাকতে কোন বয়সে কী কী পরীক্ষা করিয়ে রাখা জরুরি?

পোস্ট ডেস্ক : আজ পেটে ব্যথা, তো কাল হাঁটুতে ব্যথা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা শারীরিক সমস্যা লেগেই থাকে। কী থেকে সমস্যা হচ্ছে, তা জানা বা বোঝার চেষ্টা খুব কম জনই করেন। বেশির ভাগেরই অভ্যাস হল, অসুস্থ হলেই নিজে থেকে দেখেশুনে ওষুধ খেয়ে ফেলা। অথবা চিকিৎসক আগে যে ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন, সেগুলোই আবার কিনে খাওয়া। এতে শরীর তো সারেই না, উল্টো সমস্যাগুলো বাড়তে থাকে দিনে দিনে। এই বিষয়ে মেডিসিনের চিকিৎসকরা বলছেন, স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই। যে কোনো বয়সে একাধিক কারণে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন, কোনো অসুখ প্রতিরোধ করতে আগাম সাবধানতার জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা দরকার, যাকে প্রিভেনটিভ মেজার বলা হয়। আপনি যদি মনে করেন একেবারে ৪০ বছর বা ৫০ বছরে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন, তাহলে কিন্তু ভুল হবে। তত দিনে নানা জটিল অসুখ ডালপালা মেলতে পারে শরীরে। বছরে একবার রক্তে শর্করা, হিমোগোবিন, টিএসএইচ, ভিটামিন ডি, ক্যালশিয়াম, লিপিড প্রোফাইল টেস্ট, উচ্চ রক্তচাপ, ইসিজি, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করাতেই হবে।

কোন বয়সে কী পরীক্ষা করাবেন?

২০ বছর বয়সের পর

১) রক্তচাপ ও কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (সিবিসি): রক্তাল্পতা, সংক্রমণ, হাইপারটেনশনের ঝুঁকি আছে কি না ধরা পড়বে।

২) ব্লাড সুগার টেস্ট: প্রি-ডায়াবেটিক কি না জানতে প্রয়োজন।৩) লিপিড প্রোফাইল: রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ ও হার্টের স্বাস্থ্য জানতে জরুরি।

৪) থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট: টি৩, টি৪, টিএসএইচ পরীক্ষা করা হয়, থাইরয়েডের সমস্যা রয়েছে কি না তা ধরার জন্য।

৫) ভিটামিন ডি ও বি১২ টেস্ট: খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা। এখনকার ছেলেমেয়েরা অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ায় অভ্যস্ত, তাই ভিটামিনের ঘাটতি হচ্ছে কি না, তা জানা জরুরি।

৬) এসটিআই: বিভিন্ন সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন (এসটিআই) নিয়ে আসা রোগীদের মধ্যে বৃহত্তর অংশই এখন অল্পবয়সি। কম বয়সে যৌন ভাবে সক্রিয় হওয়া, একাধিক সঙ্গী থাকা, সুরক্ষা ছাড়াই যৌনমিলন এবং সুরক্ষিত মিলন সম্পর্কে সচেতনতার অভাবেই রোগ বাড়ছে। তাই এই পরীক্ষা করানো খুব জরুরি।

৩০ বছরের পরে

১) ব্লাড সুগার ও কোলেস্টেরল টেস্ট: ত্রিশের পর থেকে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি আরও বাড়ে। তাই এই দু'টি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি

২) ব্লাড প্রেশার: রক্তচাপ ওঠানামা করছে কি না, তা জানা জরুরি।

৩) লিভার ও কিডনি ফাংশন টেস্ট: ফ্যাটি লিভারের সমস্যা হচ্ছে কি না জানতে লিভার ফাংশন টেস্ট জরুরি। তাছাড়া আলট্রাসাউন্ড করা যেতে পারে। কিডনির জন্য কিডনি ফাংশং টেস্ট বা রেনাল ফাংশন টেস্ট করানো জরুরি। এ ছাড়া ইউরিনারি অ্যালবুমিন-ক্রিয়েটিনিন রেশিয়ো (ইউএসিআর) টেস্টও করাতে হবে।

৪০ বছরের পর

১) প্যাপ স্মিয়ার ও এইচপিভি টেস্ট: জরায়ুমুখের ক্যানসারের আশঙ্কা আছে কি না, তা ধরা পড়বে।

২) ম্যামোগ্রাম: চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নারীদের ম্যামোগ্রাম পরীক্ষা এবং স্তনের এমআরআই স্ক্যান করিয়ে নেওয়া খুব জরুরি।

৩) চোখ ও দাঁতের পরীক্ষা: মায়োপিয়া, হাইপারোপিয়া এবং প্রেসবায়োপিয়া পরীক্ষা করানো উচিত। এই তিনটি পরীক্ষার মাধ্যমেই আপনার দৃষ্টিশক্তির মান কেমন, তা যাচাই করা হয়।

৪) হার্টের পরীক্ষা: ইসিজি, ট্রেডমিল টেস্ট, ইকোকার্ডিয়োগ্রাম, কোলেস্টেরল টেস্ট করাতেই হবে। নিয়মিত রক্তের সিরাম, লিপিড পরীক্ষা করাতে হবে। যদি কম বয়সে বাইপাস সার্জারি হয়ে থাকে, তাহলে আবার পরীক্ষা করানো দরকার। বাইপাস করালেও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

৫) হরমোনাল টেস্ট: ত্রিশের পর থেকেই হরমোনের ওঠানামা শুরু হয়। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে হরমোনের কিছু পরীক্ষা করিয়ে রাখা জরুরি।

৬) বোন ডেনসিটি টেস্ট: হাড়ের স্বাস্থ্য কেমন আছে জানতে চল্লিশের পর বোন মিনারেল ডেনসিটি টেস্ট করাতেই হবে।

পুরুষের 'রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন' সমাধানের উপায়

পোস্ট ডেস্ক : যৌনস্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলতে অনেকেই সংকোচবোধ করেন। সেই কারণে অনেক রোগ চাপা থেকে যায়। এমনই একটি রোগ রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশন।

এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে পুরুষের বীর্যপাতের সময় বীর্য লিঙ্গ দিয়ে বের হওয়ার পরিবর্তে মূত্রাশয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, বীর্যপাতের সময় মূত্রাশয়ের স্ফিংটার বন্ধ হয়ে যায়, যাতে বীর্য শুধুমাত্র মূত্রনালী দিয়ে বাইরে বের হতে পারে। রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশনে এই স্ফিংটার সঠিকভাবে বন্ধ হয় না, ফলে বীর্য মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। একে অনেক সময় "শুষ্ক বীর্যপাত"ও বলা হয়, কারণ এই রোগ থাকলে বীর্যপাতের সময় খুব সামান্য বা একেবারেই বীর্য বের হয় না।

উপসর্গ

রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশনের প্রধান উপসর্গ বীর্যপাতের সময় খুব সামান্য বা একেবারেই বীর্য বের না হওয়া। বীর্যপাতের পর প্রস্রাব ঘোলাটে হওয়াও এই রোগের লক্ষণ। এর কারণ হল বীর্য মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে প্রস্রাবের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে প্রস্রাব ঘোলাটে দেখায়। অনেক সময় এই রোগে পুরুষত্বহীনতা না বন্ধ্যত্ব দেখা দিতে পারে। যেহেতু বীর্য লিঙ্গ দিয়ে বের হতে পারে না, তাই এটি প্রাকৃতিক গর্ভধারণ পদ্ধতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশনের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্নায়ুর ক্ষতি। ডায়াবেটিস,

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, স্পাইনাল কর্ডে আঘাত বা অন্য কোনও স্নায়বিক রোগের কারণে মূত্রাশয়ের স্ফিংটারের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে এটি হতে পারে। কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, প্রোস্টেট বৃদ্ধি বা মানসিক অবসাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত কিছু ওষুধ মূত্রাশয়ের স্ফিংটারকে শিথিল করতে পারে। ফলে এই ঘটনা ঘটে।

সমাধানের উপায়

রেট্রোগ্রেড ইজাকুলেশনের চিকিৎসা সাধারণত তখনই প্রয়োজন হয় যখন এটি বন্ধ্যত্বের কারণ হয় বা রোগী এই অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন হন। চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হল বীর্যকে মূত্রাশয়ে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেওয়া বা মূত্রাশয় থেকে বীর্য পুনরুদ্ধার করে প্রজনন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা।

ইমিপ্রামিন, সিউডোএফেড্রিন, এফেড্রিন বা মিডোড্রিন ইত্যাদি ওষুধ মূত্রাশয়ের স্ফিংটারের পেশিগুলিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে, যাতে বীর্য স্বাভাবিক পথে বের হয়। তবে, এই ওষুধগুলি একেবারেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়।

মুখের ভেরত থাকা ব্যাক্টেরিয়ার মাধ্যমেই নির্ণয় করা যাবে অটিজম

পোস্ট ডেস্ক : শিশু আর পাঁচজনের মতো আচরণ করছে না মানেই যে সে অটিস্টিক, বিষয়টি কিন্তু মোটেই তেমন নয়। আবার অটিজমে আক্রান্ত শিশুর আচরণকে কেবল মানসিক কিছু সমস্যা ভেবে এড়িয়েও যান অনেক অভিভাবকই। আচার-আচরণে বা দৌহিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা অটিজমের লক্ষণ কি না, তা ধরতে পারাই জটিল হয়ে পড়ে মাঝেমধ্যে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাবা-মায়েরাও মেনে নিতে পারেন না যে, শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে কিছু সমস্যা রয়েছে। ঠিক সময়ে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় না। অনেক অভিভাবকই মনে করেন, সন্তান বড় হলে এমনি ঠিক হয়ে যাবে। ফলে যত দিনে রোগ ধরা পড়ে, দেরি হয়ে যায় অনেকটাই। অটিজম সঠিকভাবে নির্ণয় করার পদ্ধতি নিয়ে নানা গবেষণা চলছে। যার মধ্যে একটি পদ্ধতি নিয়ে সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ করেছেন গবেষকেরা।

মুখের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে যে সব ব্যাক্টেরিয়া, তাদের চিহ্নিত করলেই নাকি ধরা যাবে অটিজম আছে কি না। তেমনটাই দাবি করেছেন ইউনিভার্সিটি অফ হংকং-এর সাইকোলজি ও ডেন্টাল বিভাগের গবেষকেরা। যুক্তরাষ্ট্র ও হংকং-এর অনেক শিশুর ওপরে পরীক্ষাটি করা হচ্ছে। অটিস্টিক শিশুদের মুখ থেকে নেওয়া নমুনা পরীক্ষা করে ১১ প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়ার খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, যাদের উপস্থিতিই প্রমাণ করবে, শিশু অটিস্টিক কি না।

'জার্নাল অফ ডেন্টিস্ট্রি'-তে এই গবেষণার খবর প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকেরা দাবি করেছেন, এই পদ্ধতিতে অটিজম ৮১ শতাংশ নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। হংকংয়ের অন্তত ৪৯ জন অটিস্টিক শিশুকে এইভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই বিশেষ পদ্ধতিতে অটিজম নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে 'মাইক্রোবায়োম বায়োমার্কার'।

অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের মানসিক সমস্যার পাশাপাশি শারীরিক নানা সমস্যাও দেখা দেয়। যেমন পেটের রোগ সারতে চাইবে না, ঘন ঘন পেটখারাপ হবে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হবে। সে ক্ষেত্রে এমন ধরনের জীবাণুর সংক্রমণ হবে যা দেখেই রোগ ধরা যাবে। গবেষকেরা এই উপায়টিকেই বেছে নিয়েছেন। জানিয়েছেন, শিশুদের যদি নিয়মিত দন্ত পরীক্ষা করা হয়, তাহলে অনেক রোগ চিহ্নিত করা সম্ভব।

অটিজমের কোনো চিকিৎসাপদ্ধতি এখনো অবধি নেই। কোনো শিশুর মধ্যে অটিজমের লক্ষণ প্রকাশ পেলে নির্দিষ্ট কিছু থেরাপি করা হয়, যেমনড় 'অকুপেশনাল থেরাপি', 'স্পিচ থেরাপি', 'স্পেশ্যাল এডুকেটর লার্নিং থেরাপি'।

গবেষকেরা জানাচ্ছেন, গোড়াতেই যদি রোগ ধরা পড়ে, তাহলে তার চিকিৎসা কেমন হতে পারে, সে বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। সেই লক্ষ্যেই এই গবেষণাটি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তারা।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

দেশে সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫০২ জন নিহত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গেল সেপ্টেম্বরে সারা দেশে ৫০৪টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫০২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় অন্তত ৯৬৪ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) প্রকাশিত সড়ক দুর্ঘটনাসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি এ তথ্য জানিয়েছে

প্রতিবেদনে বলা হয়, সেপ্টেম্বর মাসে রেলপথে ৫০টি দুর্ঘটনায় ৪৬ জন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছে। নৌপথে ১৩টি দুর্ঘটনায় নিহত ১৭ জন, আহত ১৫ জন ও তিনজন নিখোঁজ রয়েছেন।

সড়ক, রেল ও নৌপথে সর্বমোট ৫৬৭টি দুর্ঘটনায় ৫৬৫ জন নিহত এবং ৯৮২ জন আহত হয়েছেন। এই সময়ে ১৯১টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৯৯ জন নিহত এবং ১৮৮ জন আহত হয়েছেন। যা মোট দুর্ঘটনার ৩৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ, নিহতের ৩৯ দশমিক ৬৪ ও আহতের ১৯ দশমিক ৫০ শতাংশ।

গেল মাসে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ঢাকা বিভাগে।

১২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১২২ জন নিহত ও ২১৬ জন আহত হয়েছেন। সবচেয়ে কম সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে। এই বিভাগে ২২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৭ জন নিহত ও ৪৭ জন আহত হয়েছেন। বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির দুর্ঘটনা মনিটরিং সেল গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করে এই তথ্য পেয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন পুলিশ সদস্য, ১ জন সেনা সদস্য, ১ জন মুক্তিযোদ্ধা, ১ জন আইনজীবী, ১ জন চিকিৎসক, ১২৬ জন বিভিন্ন পরিবহনের চালক, ১০২ জন পথচারী, ৬৭ জন নারী, ৪৯ জন শিশু, ৫৬ জন শিক্ষার্থী, আটজন পরিবহন শ্রমিক, আটজন শিক্ষক ও সাতজন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন।

হজ নিবন্ধনের সময় বাড়ল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চলতি বছরের হজ নিবন্ধনের সময়সীমা আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ-৩ শাখা থেকে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, ২০২৬ সনের হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি, হজ এজেন্সি, হজ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য বিশেষ বিবেচনায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজযাত্রী নিবন্ধনের সময়সীমা আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হলো। এ সময়ের মধ্যে হজে গমনেচ্ছুদের নিবন্ধন করে তাদের হজ গমন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সৌদি সরকারের ঘোষিত রোডম্যাপ অনুসারে গত ১২ অক্টোবর হজযাত্রী নিবন্ধনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ২৬ মে সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছর বাংলাদেশের হজের কোটা এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন।

ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে ন্যায়বিচারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, তরুণরা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠনে নিয়োজিত। তারা একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলছে, যা তার জনগণ ও শাসনকে কেন্দ্রে রাখে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে আমরা জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করবো, যা হবে ন্যায়বিচার ও জনগণের ক্ষমতায়নের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। সোমবার ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও-এর সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে দেয়া বক্তব্যে অধ্যাপক ইউনূস একথা বলেন।

লিখিত বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, গত বছর বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের শক্তি পুনরুদ্ধার করেছে- গণতন্ত্র, শান্তি ও মানবাধিকারের জন্য। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল তরুণ প্রজন্ম- সাহস ও আশায় ভরা তরুণ-তরুণীরা। তাদের দাবিটা ছিল সহজ, ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরিয়ে দাও। আর ন্যায়, অন্তর্ভুক্তি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ে তোলো। আজ সেই তরুণরাই আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনের কাজে যুক্ত। তারা একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ছে, যেখানে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ।

এসময় প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, বাংলাদেশে আমাদের ছোট ভূমি সত্ত্বেও যা ইতালির প্রায় অর্ধেক, আমরা ১৭ কোটিরও বেশি মানুষকে খাওয়াই এবং মিয়ানমারে সহিংসতার শিকার হয়ে পালিয়ে আসা প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গাকে সহায়তা করি। তিনি বলেন, আমরা চাল উৎপাদনে স্বাবলম্বী হয়েছি, ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। আমরা চাল, শাকসবজি এবং স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে একটি। আমাদের কৃষকরা ফসলের উৎপাদন ২১৪ শতাংশে উন্নীত করেছেন। আমরা ১৩৩টি জলবায়ু-সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছি। আমরা ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ভর্তুকিসহ কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করেছি। আমরা একটি শক্তিশালী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা তৈরি করেছি। আমরা স্ট্যান্টিং কমিয়ে দিচ্ছি। আমরা খাদ্যাভাসে বৈচিত্র্য আনছি। আমরা আমাদের কৃষিকে সবুজ করছি- মাটি, জল এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করছি।

আইএফএডিকে বাংলাদেশের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য সামাজিক ব্যবসা তহবিল গঠনের প্রস্তাব: প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলকে (আইএফএডি) বাংলাদেশের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা, নারী, কৃষক ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারীদের সহায়তার জন্য একটি সামাজিক ব্যবসা তহবিল গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। রোমে ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের ইভেন্টের ফাঁকে আইএফএডি'র প্রেসিডেন্ট আলভারো লারিওর সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান। এসময় অধ্যাপক ইউনূস আইএফএডি প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং কৃষি, সামাজিক ব্যবসা ও প্রযুক্তি খাতে সহযোগিতার সম্ভাবনা যাচাইয়ে একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর অনুরোধ করেন। আইএফএডি প্রেসিডেন্ট আলভারো লারিও বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের সঙ্গে যৌথভাবে সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগে কাজ করার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, বর্তমানে আইএফএডি বাংলাদেশের কৃষিখাতে অর্ধডজনেরও বেশি প্রকল্পে অর্থায়ন করছে।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আমি আপনাদের একটি সামাজিক ব্যবসা তহবিল গঠনের আহ্বান জানাই। এমন তহবিল দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, তরুণ, কৃষক, নারী ও মৎস্য খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা দেবে। তিনি বলেন, আমরা ইতিমধ্যে আম রপ্তানি শুরু করেছি, তবে পরিমাণ এখনো কম। চীন বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ আম ও কাঁঠাল আমদানির আগ্রহ দেখিয়েছে। এসময় প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে বাংলাদেশের জেলেরা এখনো অগভীর পানিতেই সীমাবদ্ধ। আমরা এখনো গভীর সমুদ্রে যেতে সাহস পাই না। আইএফএডি এই খাতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তার মাধ্যমে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরাম জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) আয়োজিত একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফরম, যেখানে বিশ্বের নীতিনির্ধারক, গবেষক ও উদ্যোক্তারা খাদ্য ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে মতবিনিময় করেন। এবারের ইভেন্টটি ১০ থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত রোমে এফএও সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইভেন্টে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা রোববার স্থানীয় সময় বিকাল পাঁচটায় ইতালির রাজধানী রোমে পৌঁছান। সফরসূচি অনুযায়ী অধ্যাপক ইউনূস ফোরামের মূল অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ভাষণ দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এসব বৈঠকে খাদ্যনিরাপত্তা, দারিদ্র্য নিরসন, টেকসই উন্নয়নসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে। ১৫ই অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

দেশের সব জেলায় 'বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত' গঠনের নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের সব জেলায় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠন করা 'আবশ্যক' উল্লেখ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। সোমবার (১৩ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নির্দেশনা দেওয়ার পর মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সব চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেটরা নির্দিষ্ট আমলি এলাকার অপরাধগুলো আমলে গ্রহণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের পাঠানো মামলাগুলোর বিচার করে থাকেন। আমলে গ্রহণের পাশাপাশি একজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের তদন্ত তদারকি, তদন্তে সহায়তা, জামিন শুনানি, রিমান্ড শুনানি, বিভিন্ন বিশেষায়িত আইনের অধীনে সামারি কোর্ট পরিচালনা, অ্যাফিডেভিট সম্পাদনাসহ নানাবিধ কাজ করে থাকেন।

এতে আরও বলা হয়েছে, আমলি আদালতের বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কারণে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা দৈনিক কর্মঘণ্টার মধ্যে তার বিচারিক কাজে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না বলে সব জেলায় পৃথক বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গঠন করা আবশ্যক। এমতাবস্থায়, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিদ্যমান ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মধ্যে কিছু আদালতকে শুধু বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং কিছু আদালতকে শুধু আমলি আদালত হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সব চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশনা দেওয়া হলো।

সেনানিবাসের ভবনকে কারাগার ঘোষণা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে সাময়িকভাবে কারাগার হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে ওই ভবনকে সাবজেল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কারা অনু বিভাগের উপ-সচিব মো. হাফিজ-আল-আসাদের সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং প্রিজনস অ্যাক্ট ১৮৯৪-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঢাকা সেনানিবাসের বাশার রোড সংলগ্ন উত্তর দিকে অবস্থিত 'এমইএস'-এর ৫৪ নম্বর ভবনকে সাময়িকভাবে কারাগার ঘোষণা করা হলো। আরও বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কারা অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, অধিদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী ওই সাবজেল পরিচালিত হবে। সেখানে কারারক্ষীরা দায়িত্ব পালন করবেন। কারাবিধি অনুযায়ী বন্দির ধরন বিবেচনা করে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কারা অধিদপ্তরের ওই সাবজেল পরিচালনা করার পুরোপুরি নির্দেশনা যায়নি। আপাতত ওই ভবনকে সাবজেল হিসেবে তৈরি করা হবে।

কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক মো. জান্নাত উল ফরহাদ বলেন, সেনানিবাসের যে ভবনটি সাব কারাগার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেটি কারা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত হবে। সেখানে কারা নিয়ম অনুযায়ী সবকিছু চলবে। নিরাপত্তার জন্য কারারক্ষীরা দায়িত্ব পালন করবে। তবে সেখানে কি ধরণের বন্দি রাখা হবে সেটি এখনো আমরা জানিনা। সাবজেল ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন হয়েছে। এখন আমাদেরকে যে নির্দেশনা দেওয়া হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আপাতত সাবজেল হিসাবে ওই ভবনে কিছু কাজ করা হবে।

এর আগে ৮ই অক্টোবর বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে গুম-নির্যাতনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দুটি মামলায় এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা একটি মামলায় ২৫ জন সাবেক ও বর্তমান সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ওইদিনই এই তিন মামলায় ট্রাইব্যুনালে ফরমাল চার্জ বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। পরে শনিবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়, ১৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে হেফাজতে নেয়া হয়েছে। তাদের একজন অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন। ধারণা করা হচ্ছে হেফাজতে নেয়া সেনা কর্মকর্তাদের ওই সাবজেলে রাখা হবে। এ জন্য সেনাকর্তৃপক্ষ ও কারাকর্তৃপক্ষ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ওদিকে রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, সেনা কর্মকর্তাদের আটক করা হয়ে থাকলে আইন অনুযায়ী তাদের আদালতে হাজির করতে হবে। তাদের বিচার ট্রাইব্যুনালের আইনে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সেনা কর্মকর্তাদের আটক দেখানো হলে তাদের কোথায় রাখা হবে এমন আলোচনার মধ্যেই সরকার সেনানিবাসের একটি ভবনকে কারাগার ঘোষণা করেছে।

এর আগে ২০০৭-২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ এলাকার দুটি ভবনকে সাব জেল ঘোষণা করেছিল সরকার। গ্রেপ্তারের পর ওই দুই ভবনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে রেখেছিল তৎকালীন সরকার।

বুলগেরিয়ার শ্রম বাজারে বাংলাদেশীদের সম্ভাবনার হাতছানি

পোস্ট ডেস্ক : বুলগেরিয়ার রুস শহরে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের হার দ্রুত বাড়ছে। নতুন আসা কর্মীদের বেশিরভাগই নেপাল ও বাংলাদেশের। শহরটিতে গড় মাসিক বেতন প্রায় ১,৯৮০ লেভা। এই অর্থ বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় এক লাখ ৪০ হাজার টাকা। সেখানে বেকারত্বের হার ৩ শতাংশের কিছু বেশি হলেও, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে শ্রমিকের অভাবে ভুগছেন। রুস অঞ্চলের রিজিওনাল লেবার ইন্সপেক্টরেট জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ইউরোপ বহির্ভূত দেশগুলো থেকে কর্মী নিয়োগের জন্য ২৪৬টি আনুষ্ঠানিক আবেদন জমা পড়েছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন নোভিনিটে।

রুসের শ্রম পরিদর্শন বিভাগের পরিচালক ইরেনা নিকোলায়েভা জানান, বিদেশি কর্মীদের বেশিরভাগ কাজ করছেন আসবাবপত্র, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও বস্ত্র শিল্পে। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় দলটি এসেছে নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে। এছাড়া উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ইউক্রেনীয় কর্মীও আছেন, যা সরাসরি ইউক্রেন যুদ্ধের ফল। টেক্সটাইল ও লেদার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য মিগলেনা খ্রিস্টোভা বলেন, শ্রমিক সংকট এখন শুধু উৎপাদন খাতেই নয়, আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পশুপালনের জন্যও কর্মী খুঁজে পাচ্ছি না। বুলগেরিয়ানরা ক্রমেই অফিসকেন্দ্রিক চাকরি পছন্দ করছে এবং শারীরিক পরিশ্রম এড়িয়ে চলছে। ফলে আমাদের ব্যবসা সচল রাখতে তৃতীয় দেশের কর্মী নিয়োগই একমাত্র উপায়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, স্থানীয় ও বিদেশি শ্রমিক উভয়েই সমান মজুরি পান। লেবার ইন্সপেক্টরেটের নিয়ম অনুযায়ী, বেতনে কোনো বৈষম্য করা যায় না এবং সামাজিক ডাম্পিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিকোলায়েভা বলেন, আমাদের নিয়মিত পরিদর্শনে দেখা গেছে- একই কাজের জন্য বিদেশি কর্মীরা স্থানীয়দের সমান মজুরি পাচ্ছেন। আইন খুব স্পষ্ট- কোনো তৃতীয় দেশের কর্মীকে কম সুবিধায় নিয়োগ দেয়া যাবে না। এ পর্যন্ত বিদেশি শ্রমিকদের কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

তবে নিকোলায়েভা মনে করেন, ভাষাগত বাধা ও বুলগেরীয় শ্রম আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা এর একটি কারণ হতে পারে। তিনি বলেন, তারা এখনো নিজেদের অধিকার সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নয়, তবে আমরা অভিযোগ গ্রহণের পাশাপাশি অনুবাদ সহায়তাও দিতে প্রস্তুত। রুসে অবৈধ নিয়োগের ঘটনা খুবই বিরল। কারণ ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া জটিল ও কঠোর।

গত বছরে মাত্র কয়েকটি অবৈধ নিয়োগের ঘটনা ধরা পড়ে। আর ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত এমন কোনো আইন লঙ্ঘনের তথ্য পাওয়া যায়নি। বর্তমানে বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের কর্মীদের একটি অংশ রুস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে অস্থায়ীভাবে রাখা হয়েছে। তারা তাদের কর্মসংস্থানের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছেন। নিকোলায়েভা বলেন, আমরা আশা করছি খুব শিগগিরই তাদের নথিপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং নিয়োগের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাওয়া যাবে।

মিসরে বিশ্ব নেতাদের উপস্থিতিতে গাজা শান্তিচুক্তি সই

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতার উপস্থিতিতে হামাস-ইসরাইল শান্তি পরিকল্পনা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (১৩ অক্টোবর) মিসরে শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তিনি।

এই নথিতে ট্রাম্প ছাড়াও মিসরীয় প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান এবং কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানিসহ অন্যান্য বিশ্বনেতারা স্বাক্ষর করেছেন।

শান্তি সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় মিসরের উপকূলীয় শহর শারম আল-শেখে। সম্মেলনে প্রায় ৩৫ জন বিশ্বনেতা অংশ নেন। গাজায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে এ চুক্তি সই হয়।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প বলেন, ‘আজ আমরা শুধু এক যুদ্ধের অবসান ঘটালাম না, মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এক নতুন ইতিহাস রচনা করলাম। এটি সবচেয়ে বড় চুক্তি, যা শান্তির নতুন ভোর এনে দেবে।

এদিকে, স্বাক্ষরিত চুক্তিটির বিস্তারিত তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে চুক্তি সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘এটি টিকে থাকবেই’।

এবার দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

পোস্ট ডেস্ক : জেন-জি তথা তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভে এবার দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা। সোমবার বিরোধী দলীয় প্রধান ও অন্য কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এতে বলা হয়েছে, এ নিয়ে এক সপ্তাহে বিশ্বে জেন-জি বিক্ষোভে দুই দেশের সরকার পতন হয়েছে। সোমবার মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্তানানারিভোয় হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জড়ো হয়ে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবি জানান। এখনই প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করতে হবে বলে স্লোগান দিতে থাকেন। এর আগে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নেপালেও তুমুল আন্দোলন করেন জেন-জি প্রজন্ম। তাদের আন্দোলনেও পদ ছাড়তে বাধ্য হন প্রধামন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি।

মাদাগাস্কারের বিরোধী দলীয় নেতা সিতেনি রান্দ্রিয়ানাসোলোনিয়াই বলেন, সেনাবাহিনী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দিলে রোববার মাদাগাস্কার ছাড়েন প্রেসিডেন্ট। এর আগে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে বলা হয়, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭ টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন রাজোয়েলিনা। একটি সূত্র জানিয়েছে, রাজোয়েলিনা ফরাসি এক সামরিক বিমানে করে দেশ ছেড়েছেন। ওই সূত্রের দাবি, রোববার ফরাসি আর্মির এক বিমান মাদাগাস্কারের সেইন্ট ম্যারি বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এর পাঁচ মিনিট পর একটি হেলিকপ্টার রাজোয়েলিনাকে কাসায় নিয়ে যায়।

ক্যাপসাট নামের সশস্ত্র এলিট ইউনিটের সহায়তায় ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন ক্ষমতাচ্যুত ওই প্রেসিডেন্ট। তবে সম্প্রতি এই বাহিনী তাকে সমর্থন দেয়া বন্ধ করে দেয়। এতে প্রথমে অত্মগোপনে চলে যান রাজোয়েলিনা। এর মধ্যেই তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামেন দেশটির জেনজিরা। বিক্ষোভ দমনে ক্যাপসাটকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদের আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে সশস্ত্র এই বাহিনী। পাশাপাশি দেশের সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগেরও ঘোষণা দিয়েছে তারা।

দেশটির সংসদীয় একটি দলও জেনজিদের বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়েছে। সিনেটের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জনরোষের কেন্দ্রে থাকা সিনেটের সভাপতিকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এবং আন্দ্রে ন্দ্রেমাঞ্জারিকে অস্থায়ীভাবে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের অবর্তমানে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত দেশের শাসন ভার সিনেট প্রধানের হাতে থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

মেলোনিকে ধমূপান ছাড়ার অনুরোধ

পোস্ট ডেস্ক : ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিও মেলোনিকে ধূমপান ছাড়ার অনুরোধ করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়্যিপ এরদোগান। এ নিয়ে হাস্যরসাত্মক বাক্য বিনিময় হয় এদোগান, মেলোনি ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রনের মধ্যে। সোমাবার মিশরের শারম আল শেখে প্রায় ২০ টি দেশের রাষ্ট্রনেতারা মধ্যপ্রাচ্য শান্তির উপায় খুঁজতে একত্রিত হন। সেখানেই মেলোনিকে পেয়ে তাকে ধূমপান ছাড়ার অনুরোধ করেন এরদোগান। মেলোনিকে তিনি বলেন যে, তিনি তাকে ধূমপান ছাড়ানোর উপায় খুঁজে বের দেবেন।

বার্তা সংস্থা ইহলাসে সম্প্রচারিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, মেলোনিকে এরদোগান বলেন, ‘আমি দেখলাম আপনি প্লেন থেকে নামছেন। আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছো। কিন্তু আপনাকে ধূমপান ছাড়তে হবে।’ এ সময় পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন। তিনি দ্রুত এরদোগানের কথার ভিতর ঢুকে পড়েন এবং হাসতে হাসতে বলেন, ‘এটা অসম্ভব!’ মেলনি সতর্ক করে বলেন, ধূমপান ছাড়লে তিনি কম সামাজিক হতে পারেন।

জবাবে বলেন, ‘আমি জানি, আমি জানি। আমি কাউকে মারতে চাই না।’

একাধিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি তার এক বইতে স্বীকার করেছেন, ধূমপান বিশ্বনেতাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ওদিকে এরদোগান তুরস্ককে ধূমপানমুক্ত ভবিষ্যৎ দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। নতুন জাতীয় ‘স্মোক ফ্রি তুর্কি’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আঙ্কারা ২০২৪-২০২৮ সালের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করছে, যা সচেতনতা বৃদ্ধির, ধূমপান ত্যাগে সহায়তা দেওয়ার এবং যুব সমাজকে তামাক ধূমপান থেকে রক্ষা করার উপর ফোকাস করবে।

সমালোচনার মুখে নোবেলজয়ী মাচাদো

পোস্ট ডেস্ক : ভেনেজুয়েলার গণতন্ত্রপন্থি কর্মী মারিয়া করিনা মাচাদোকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার পর বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচকরা জোর দিয়ে বলছেন, তিনি ইসরাইল এবং গাজার বোমাবর্ষণের সমর্থন দিয়েছিলেন। তার দেশের সরকারকে উৎখাত করার জন্য বিদেশি হস্তক্ষেপও তিনি আহ্বান করেছিলেন। বিশেষ করে গাজায় বোমা হামলা নিয়ে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ যেখানে নিন্দা জানিয়েছে। সেখানে এই হামলায় সমর্থন দিয়েছেন মাচাদো। তিনি সমর্থন দিয়েছেন ইসরাইলকেও। তাকে শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার দেয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হোয়াইট হাউস এই পদক দেয়ার সমালোচনা করেছে।

তারা বলেছে যে, এতে ‘শান্তির ওপরে রাজনীতিকে স্থান দেয়া হয়েছে।’ পরে মাচাদো তার নোবেল ট্রাম্পকে উৎসর্গ করেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টও তাতে খুশি হওয়ার কথা জানান। ওদিকে সমালোচকরা মাচাদোর পুরনো পোস্টগুলো শেয়ার করছেন। তাতে তিনি ইসরাইল ও বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এগুলি তুলে ধরে তাকে গাজার ‘হত্যাযজ্ঞ’ সমর্থনের দায়ে আঙ্গুলে তোলা হচ্ছে। তিনি ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর হামাসের হঠাৎ হামলার পর ইসরাইলের প্রতি সংহতি ব্যক্ত করেছিলেন। তবে তিনি কখনোও স্পষ্টভাবে ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুকে সমর্থন করেননি- এমন দাবি আছে। তবু বছরের পর বছর ধরে তার পোস্টগুলো দেখায় তিনি নেতানিয়াহুর পক্ষ নিয়েছিলেন। সমালোচকদের নজরে আসা পোস্টগুলোর একটিতে তিনি বলেছেন, ‘ভেনেজুয়েলার সংগ্রাম হল ইসরাইলের সংগ্রাম।’ দুই বছর পর তিনি ইসরাইলকে ‘স্বাধীনতার প্রকৃত বন্ধু’ বলে অভিহিত করেন। যদি তিনি ক্ষমতায় আসতেন, তিনি ইসরাইলে ভেনেজুয়েলার দূতাবাস স্থানান্তর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। নরওয়ের আইনপ্রণেতা বিজর্নার মক্সনেস উল্লেখ করেন যে, মাচাদো ২০২০ সালে ইসরাইলের লিকুদ পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার নথি স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি বলেন- লিকুদ পার্টিই গাজার ‘হত্যাযজ্ঞের’ জন্য দায়ী এবং এজন্যই এই পুরস্কার নোবেলের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমেরিকার কাউন্সিল অন আমেরিকান- ইসলামিক রিলেশনস (কেয়ার) নামের একটি মুসলিম নাগরিক অধিকার সংগঠনও এই

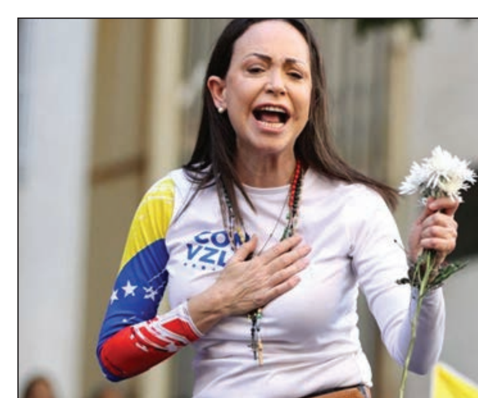

‘অনৈতিক সিদ্ধান্ত’কে কড়া সমালোচনা করেছে। সংস্থাটি অনলাইন পোস্টে বলেছে নোবেল কমিটিকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত। কারণ এতে কমিটির সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তারা আরও বলেছে, নোবেল শান্তি পুরস্কার কমিটিকে এমন কোনো ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত যিনি নৈতিক ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করেছেন এবং সকল মানুষের জন্য ন্যায়ের পক্ষে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন- যেমন তারা ছাত্র বা সাংবাদিক বা কর্মীরা, চিকিৎসা পেশাজীবী যারা গাজার হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিজেদের জীবন ও পেশা ঝুঁকির মুখে রেখেছেন। মাচাদো বিদেশি হস্তক্ষেপ চাওয়ার জন্যও প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়েছেন। তার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় তিনি বিদেশিদের সাহায্য চাইতে চিঠি লিখেছিলেন বলে অভিযোগ আছে। ২০১৮ সালে তিনি ইসরাইল ও আর্জেন্টিনার প্রতি ভেনেজুয়েলার শাসনব্যবস্থা পাল্টাতে সহায়তা চাওয়ার একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তিনি অনলাইনে চিঠির একটি কপি শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘আজ আমি আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট এবং ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি পাঠাচ্ছি, তাতে তাদের শক্তি ও প্রভাব ব্যবহার করে অপরাধী ভেনেজুয়েলার শাসনব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে বলছি– যা মাদকদ্রব্য পরিবহন ও সন্ত্রাসবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

যুক্তরাজ্যে ওয়ার্ক পারমিট ৮২ পেশায়

ব্রিটেনের নতুন অভিবাসন প্রকল্পের অধীনে অস্থায়ী কাজের ভিসার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শ্রমিক ঘাটতি মোকাবিলায় মাঝারি-দক্ষ ৮২টি পেশার তালিকা ইতোমধ্যে তারা প্রকাশ করেছে ।

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে অবৈধ পথে নৌকায় অভিবাসী আগমন নিয়ে দেশটির ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। মতামত জরিপে রিফর্ম ইউকের চেয়ে লেবার পার্টির পিছিয়ে থাকার কারণে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারও চাপে পড়েছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, মূলত ভোটারদের মন জয়ের লক্ষ্যেই অভিবাসনের বিষয়ে আরও কঠোর অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করছেন স্টারমার।

পাশাপাশি মন্থর অর্থনীতি এবং কিছু খাতে কর্মী ঘাটতি দেশটিতে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্রিটেনে যেসব কাজে অস্থায়ী ঘাটতি রয়েছে, সেই তালিকার ৮২টি পেশার সুপারিশ করেছে অভিবাসন বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি (এমএসি)। প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় যোগ্যতায় ছাড় দিয়ে এসব চাকুরিতে বিদেশি কর্মীদের যুক্তরাজ্যে সীমিত প্রবেশাধিকার প্রদান করার সুপারিশ করা হয়েছে।

কমিটি বলেছে, এমএসি যেসব পেশার সুপারিশ করবে, সেগুলোতে অভিবাসী শ্রমের প্রয়োজনীয়তা কমানো এবং স্থানীয় কর্মীদের সর্বাধিক ব্যবহারে গৃহীত পরিকল্পনাও উপস্থাপন করতে হবে।

আবেদনকারীদের ইংরেজি ভাষায় ন্যূনতম দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ এবং নিয়োগকর্তাদের স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগের পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় একই ধরনের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। এসব দেশে স্বাস্থ্যসেবা, প্রকৌশল এবং দক্ষ বাণিজ্যে শ্রমঘাটতি পূরণের জন্য ভিসা প্রকল্প কার্যকর রয়েছে।

লন্ডনের মেয়র সাদিক খান যুক্তরাজ্য সরকারের নতুন অভিবাসন নীতিমালা স্থগিতের আহ্বান জানিয়েছেন। ৯ অক্টোবর লন্ডন অ্যাসেম্বলিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাদিক খান বলেন, এই পরিবর্তনগুলো টিএফএল কর্মীদের "অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তায়" ফেলে দিয়েছে। তিনি জানান, ডেপুটি মেয়র ফর ট্রান্সপোর্ট সেব ড্যান্স মাইগ্রেশন মন্ত্রীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন এই নিয়মগুলো সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে এবং টিএফএল কর্মীদের অবিলম্বে সুরক্ষা দিতে। মেয়রের ভাষায়, সরকার "গোলপোস্ট সরাচ্ছে" এবং এর ফলে টিএফএল-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

গ্রীন পার্টির লন্ডন অ্যাসেম্বলি নেত্রী ক্যারোলিন রাসেল জানান, তিনি এমন কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন, যারা উদ্বেগের কারণে ঘুমাতে পারছেন না। এক নারী কর্মীর উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "তিনি প্রথম সন্তানসম্ভবা, তার আনন্দিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন তিনি ভীত তার সন্তানের জন্মের আগেই হয়তো তাকে দেশ ছাড়তে হবে।" রাসেল এই পরিস্থিতিকে "সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি এক নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা" বলে উল্লেখ করেন।

আরএমটি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এডি ডেম্পসি মেয়রের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "পরিষ্কার ভিসা চুক্তির অধীনে নিয়োগ পাওয়া কর্মীরা এখন অপ্রয়োজনীয় অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। তারা প্রতিদিন লন্ডনকে সচল রাখছেন এমন কর্মীদের সঙ্গে এ আচরণ অন্যায়।" তিনি আরও জানান, লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে কর্মরত আরএমটি-র অন্তত ৬৩ জন সদস্যের বিরুদ্ধে দেশ ছাড়ার নির্দেশ আসতে পারে, যাদের মধ্যে কয়েকজনকে নভেম্বরের মধ্যেই যুক্তরাজ্য ছাড়তে হতে পারে।

নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে : ইউনূস

ভণ্ডুল মার্কা নির্বাচন করলাম, এই নির্বাচনের তো কোনো দরকার নেই। কাজেই জুলাই সনদের ভিত্তিতেই যেন নির্বাচনটা হয়।'

জাতীয় নির্বাচন পেছানোর কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।

প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'আপনার প্রতি আমাদের সমর্থন সীমাহীন নয়, এর সীমারেখা আছে। আপনার প্রতি আমাদের সমর্থন কন্ডিশনাল, আপনি এটা উপলব্ধি করুন।'

সালাহউদ্দিন বলেন, 'আমরা চাই, আপনার সঙ্গে প্রতিরক্ষার বাহিনীর সম্পর্কের অবনতি না হোক, রাষ্ট্রের ব্যালান্স রাখতে হবে। আমরা নির্বাচনকে সামনে রেখে কোনো ঝুঁকির মধ্যে পড়তে চাই না, আমরা এটা মোকাবেলা করতে পারব না।

অভিনেত্রী মুনিবা শাহকে গুলি করে হত্যা

গুলি ছোড়া হয়। গুলিতে মুনিবা শাহ নিহত হন এবং রিকশাচালক আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ও ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে বুলেটের খোলসসহ গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহ করেছে। প্রাথমিকভাবে হামলার পেছনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট না হলেও, এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

তদন্তকারীরা হামলার কারণ উদঘাটনে কাজ শুরু করেছেন। তবে সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন থেকে

জাতিসংঘের একমাত্র সর্ব-মহিলা পুলিশ ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছিল।

জাতিসংঘের নথি সূত্রে জানা যায়, কঙ্গো, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র এবং দক্ষিণ সুদানের বিভিন্ন মিশনে ধাপে ধাপে সদস্যসংখ্যা কমানো ও প্রত্যাবাসনের পরিকল্পনা উল্লেখ করা রয়েছে। ওই নথি অনুযায়ী, বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যাদের পুরো কনটিনজেন্ট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে ক্যামেরুন, সেনেগাল ও মিসরের মতো দেশের কনটিনজেন্ট আংশিকভাবে হ্রাস করা হবে।

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ পুলিশ সূত্র জানায়, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে চলমান অর্থ সংকটের কারণেই এই সদস্যসংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের একজন অতিরিক্ত ডিআইজি নিশ্চিত করেছেন, জাতিসংঘের বাজেট সংকোচন ও সংস্থার জনবল কমানোর নীতির কারণে বাংলাদেশের এফপিইউ ইউনিটকে নভেম্বরের মাঝামাঝি দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, 'কঙ্গোতে জাতিসংঘ মিশনের পুলিশ কমিশনার আমাদের ইউনিট কমান্ডারকে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছেন। এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি পাইনি।

বাংলাদেশের এফপিইউ সব সময় ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করেছে, তাই এই সিদ্ধান্তটি বেশ হতাশাজনক।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী পুলিশ সুপার (মিডিয়া) শাহাদত হোসেন বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তবে পাঁচ বছর আগে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করা পুলিশের এক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের কূটনৈতিক দুর্বলতাকেই প্রকাশ করছে।

তিনি বলেন, 'জাতিসংঘ সাধারণত সদস্যসংখ্যা কমালে তা সব দেশের ক্ষেত্রেই আংশিকভাবে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু এবার পুরো বাংলাদেশ এফপিইউকে নভেম্বরের মধ্যে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এটি পুলিশের জন্য যেমন হতাশার, তেমনি জাতির জন্যও। সরকারের উচিত ছিল জাতিসংঘের সঙ্গে আলোচনায় যাওয়া।'

সূত্র জানায়, ২০ অক্টোবরের মধ্যে ১৬২ জন সদস্যকে প্রত্যাবাসন করা হবে, আর বাকি ১৮ জন প্রশাসনিক ও লজিস্টিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে নভেম্বরের মধ্যভাগে ফিরবেন।

বর্তমান এই দলটি আগস্টে কঙ্গো পৌঁছে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যক্রম শুরু করে। মাত্র এক মাস পরই জাতিসংঘ তাদের ফেরার নির্দেশ দিয়েছে।

২০০৫ সাল থেকে কঙ্গোতে বাংলাদেশ পুলিশের নারী এফপিইউ ইউনিট দায়িত্ব পালন করছে। চলতি বছরের আগস্টে ওই নারী ইউনিটের মেডেল প্যারেডে জাতিসংঘ মহাসচিবের কঙ্গো বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানায়, এটি ছিল জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বিরল এক স্বীকৃতি, যা ইউনিটটির প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ করে।

সিলেটের ১৯ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের ঢাকায় তলব

কেন্দ্রীয় টিম প্রাথমিক খসড়া তালিকা চূড়ান্ত করবে। বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট-৪ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী মিফতাহ সিদ্দিকী বলেন, এটি দলের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। এখানে বিভাগের সব সম্ভাব্য প্রার্থীই অংশ নেবেন। তিনি বলেন, দল বড়, তাই মনোনয়নপ্রত্যাশীও বেশি। তবে এতে কোনো বিভাজন হবে না। ধানের শীষের পক্ষে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।

সিলেট জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আব্দুল আহাদ খান জামাল জানান, দলের পক্ষ থেকে আমাকে বৈঠকের বিষয়ে জানানো হয়েছে, আমি সেখানে অংশ নেব।

কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, প্রার্থী নির্ধারণে ডিজিটাল ডাটাবেজ ও অনলাইন স্ক্রুটিনি ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। প্রার্থীদের অতীত কার্যক্রম, ভোটার সংযোগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অবস্থান এবং সাংগঠনিক রিপোর্ট যাচাইয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে বিএনপি। এভাবে একটি স্বচ্ছ ও তথ্যভিত্তিক মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে চায় দলটি।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সিলেটের এক নেতা জানান, দলের নির্দেশনায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে- প্রতিটি আসনে কেবল একজন প্রার্থীই চূড়ান্ত মনোনয়ন পাবেন। আগ্রহীদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতিতেও সক্রিয় থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে বিদ্রোহী প্রার্থিতা ঠেকাতে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন তারেক রহমান।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন, প্রযুক্তিনির্ভর ও যাচাইকৃত প্রার্থী বাছাইয়ের মাধ্যমে আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি শক্তিশালীভাবে মাঠে নামবে।

জানা গেছে, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিলেট ও খুলনা বিভাগ, নজরুল ইসলাম খান রাজশাহী ও রংপুর, ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন কুমিল্লা ও বরিশাল এবং সালাহউদ্দিন আহমেদ ময়মনসিংহ বিভাগের দায়িত্বে থেকে প্রার্থী চূড়ান্তের প্রক্রিয়া তদারকি করছেন।

ঢাকায় পোশাক কারখানায় আগুনে পুড়ে

এবং পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। আগুন লাগার কারণ অনুসন্ধানসহ দায়ীদের চিহ্নিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।

সূত্র জানায়, মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। পরিস্থিতি বিবেচনায় একপর্যায়ে মোট ১২টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তাদের সহযোগিতায় সেনাবাহিনী, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসারসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটকে তৎপর থাকতে দেখা যায়। এ সময় ভেতরে আটকা পড়া গার্মেন্টকর্মীদের স্বজনদের ভিড় বাড়তে থাকে। নিখোঁজ স্বজনের আইডি কার্ড ও ছবি বুকে নিয়ে তাদের আহাজারি করতে দেখা যায়। স্বজনদের বুকফাটা আর্তনাদে রূপনগর এলাকার পরিবেশ মুহূর্তেই ভারী হয়ে ওঠে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, পোশাক কারখানাটির আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। ১৬টি লাশ পোশাক কারখানার বিভিন্ন ফ্লোর থেকে পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, কেমিক্যালের গ্যাস ও ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হয়ে তাদের বেশির ভাগেরই মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, লাশগুলোর এমন অবস্থা, যা ডিএনএ টেস্ট ছাড়া পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও

গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

তিনি বলেন, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছতার সাথে ফৌজদারি মামলা পরিচালনার জন্য সেনাবাহিনীর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আটক এই কর্মকর্তাদের দ্রুত একটি উপযুক্ত বেসামরিক আদালতে উপস্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক আইনে ন্যায়বিচারের কঠোর মানদণ্ডের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে, তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা দেখানোর আহ্বান জানাচ্ছি আমি। এসব স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার ভিকটিম ও সাক্ষীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

গত বছর ছাত্রদের নেতৃত্বে বিক্ষোভের সময় যারা মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত তাদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করেই জবাবদিহির আওতায় আনার সুপারিশ করা হয়েছিল জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টে। হাইকমিশনার বিপুলসংখ্যক মামলার নিষ্পত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এর মধ্যে কিছু মামলা আগের প্রশাসনের সময় করা। তিনি বলেছেন, প্রতিটি মামলায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ ও ন্যায্য নিষ্পত্তি এবং নির্বিচারে আটক থাকা ব্যক্তির মুক্তি গুরুত্বপূর্ণ।

হাইকমিশনার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন, অভিযোগের গুরুত্ব যা-ই হোক না কেন তারা যেন আদালতে চলমান কোনো মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় না দেন। ব্যক্তিগত জবাবদিহি নিশ্চিত করা ছাড়াও বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো পথ হলো সত্য বলা, ক্ষতিপূরণ, নিরাময় ও ন্যায়বিচারের একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও এ ধরনের নিপীড়ন যেন আর না ঘটে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আমি এখনকার উদ্বেগগুলোকে আন্তর্জাতিক আইনের নিরিখে মোকাবেলার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি।

সরকারের ঘরে বাহিরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের খেলা

উপদেষ্টাদের কেউ কেউ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাদের কেউ কেউ সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন। তাদের কার্যক্রমে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এমন গুরুতর অভিযোগ তুলেছে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া দলগুলো। বিশেষ করে জামায়াত এবং এনসিপি'র পক্ষ থেকে এই অভিযোগ উঠায় তোলপাড় চলছে। কিছু কিছু উপদেষ্টা সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন, এনসিপি'র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের এই বক্তব্য দেয়ার পর থেকে নানা আলোচনা চলছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। নাহিদ নিজেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। নাহিদ বলেছেন, উপদেষ্টাদের কারা সেফ এক্সিট খুঁজছেন তাদের নামও প্রয়োজনে প্রকাশ করে দেবেন। তার এই বক্তব্য প্রচারের পর সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টাও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সর্বশেষ জামায়াত নেতা ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের উপদেষ্টাদের নিয়ে বিস্ফোরক বক্তব্য দিয়েছেন। গত মঙ্গলবার তিনি বলেছেন, সরকারের কোনো কোনো উপদেষ্টা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তারা নীলনকশার নির্বাচনের চেষ্টা করছে, তাদের নাম আছে, তাদের কণ্ঠ রেকর্ড আছে। তারা মিটিংয়ে কী আলোচনা করেন তার খবরও আমাদের কাছে আছে। তিনি বলেন, আমরা সময় দিচ্ছি সংশোধন হওয়ার। সংশোধন না হলে তাদের নাম জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিবো। ওদিকে বিএনপি'র সর্বশেষ স্থায়ী কমিটির বৈঠকেও কয়েকজন উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

উপদেষ্টাদের নিয়ে প্রধান দলগুলোর এমন মন্তব্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উপদেষ্টাদের কারা কি ধরনের ষড়যন্ত্র করছেন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন অনেকে। যদিও এ পর্যন্ত দলগুলোর পক্ষ থেকে কোনো উপদেষ্টার নাম বলা হয়নি। জামায়াত নেতা তাহের অবশ্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছের কয়েকজনের দিকে ইঙ্গিত করে অভিযোগ তোলেন।

অনেকে বলছেন, অভিযোগ তোলা দলগুলোই সরকার গঠনে ভূমিকা রেখেছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় তারা সহায়তা করছে। এই অবস্থায় তারাই আবার সরকারের উপদেষ্টাদের নিয়ে প্রশ্ন তোলায় ধূম্রজাল তৈরি হয়েছে।

গত ৪ঠা অক্টোবর একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এনসিপি'র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'উপদেষ্টাদের অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে ফেলেছেন, তারা নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন। পরে এক প্রতিক্রিয়ায় উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান বক্তব্যের স্বপক্ষে নাহিদ ইসলামকে তথ্য প্রমাণ তুলে ধরার আহ্বান জানান। নাহিদ ইসলামের মন্তব্যের সূত্র ধরে প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেন এনসিপি'র উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তিনি বলেন, কিছু উপদেষ্টার মাঝে আমরা এই আচরণ দেখতে পাচ্ছি যে, তারা এখন কোনোভাবে দায়সারা দায়িত্বটা পালন করে নির্বাচনের মধ্যদিয়ে এক্সিট নিতে পারলেই হলো। দেশে থাকুন আর দেশের বাইরে থাকুন; এই দায়সারা দায়িত্ব নেয়ার জন্য অভ্যুত্থান-পরবর্তী একটি সরকার কাজ করতে পারে না।

ওদিকে সোমবার অনুষ্ঠিত বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির বৈঠকেও কয়েকজন উপদেষ্টার কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কিছু উপদেষ্টার বক্তব্য, তৎপরতা এবং কার্যক্রমে 'সরকারের নিরপেক্ষতা' ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে মত দেন স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল-পদায়ন নিয়ে কিছু উপদেষ্টা পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন বলেও অভিযোগ করা হয় বৈঠকে।

গাজার ৮০ শতাংশেরও বেশি ভবন ধ্বংস

ধ্বংসাবশেষের নিচ থেকে প্রায়ই লাশ পাওয়া যাচ্ছে। এসব লাশের পরিচয় শনাক্ত এবং সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ হিসাব অনুযায়ী, গাজা উপত্যকাকে আবারও বসবাসযোগ্য করে তোলার জন্য কমপক্ষে ৭০ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হবে। এদিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রেইয়েসুস বলেছেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরের পর থেকে সেখানে স্বাস্থ্যসেবাবিষয়ক কার্যক্রম বাড়িয়ে দিয়েছে ডব্লিউএইচও।

ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করল যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, কাতার, তুরস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও আঞ্চলিক নেতারা গাজায় যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে সোমবার একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এটিকে 'মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি অসাধারণ দিন' আখ্যা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন ট্রাম্প। ইসরাইল ও হামাসের জিম্মি ও বন্দি বিনিময়ের কয়েক ঘণ্টা পর ঘোষণাপত্রটি স্বাক্ষর হয়।

যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, কাতার ও তুরস্কের নেতারা গাজা চুক্তির জিম্মাদার হিসেবে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। শার্ম আল-শেখের রিসোর্টে ট্রাম্প বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বলেন, এটি বিশ্বের ও মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি অসাধারণ দিন। ট্রাম্প স্বাক্ষর করার আগে দু'বার 'এটি টিকে থাকবে' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, নথিতে নিয়ম-কানুন ও আরো অনেক কিছু স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। গাজা যুদ্ধের অবসানে ট্রাম্পের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গতকাল হামাস উপত্যকায় দুই বছর ধরে তাদের কাছে জিম্মি থাকা ইসরাইলিদের সর্বশেষ ২০ জনকে জীবিত অবস্থায় ফেরত দিয়েছে। ইসরাইলের কারা বিভাগ জানিয়েছে, এর বিনিময়ে ইসরাইল তাদের কারাগারে থাকা ১ হাজার ৯৬৮ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে।

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য 'ধ্বংস' হয়ে যাবে : চলমান শান্তি প্রক্রিয়া ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে না হলে মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যাবে বলে সতর্ক করেছেন জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ। মিসরের শার্ম আল-শেখে, এই অঞ্চলের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া ২০-দফা শান্তি পরিকল্পনার ওপর একটি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে, বিবিসি প্যানোরামার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এই কথা বলেন। এমন একটি দিনে এই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যেদিন হামাস গাজায় আটক শেষ জীবিত ইসরাইলি জিম্মিদের ইসরাইলের হাতে আটক ফিলিস্তিনি বন্দিদের বিনিময়ে মুক্তি দিয়েছে।

বাদশাহ আবদুল্লাহ বলেন, 'যদি আমরা এই সমস্যার সমাধান না করি, যদি আমরা ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের নাগরিকদের জন্য একটি ভবিষ্যৎ এবং আরব ও মুসলিম বিশ্ব এবং ইসরাইলের মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে না পাই, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।' তিনিহ বলেন, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টা অতীতেও দেখা গেছে। তার মতে, একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান খোঁজার মাধ্যমে- ইসরাইলের পাশাপাশি পশ্চিম তীর এবং গাজায় একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন-ই এই পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান। 'আমি আশা করি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা পরিস্থিতি ঠিক করতে পারব, কারণ যদি আমরা এর সমাধান না করি, তাহলে আমাদেরকে আবারও এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে,' বলেন বাদশাহ আবদুল্লাহ।

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে আবারো

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবেই উল্লেখ করে বলেছেন, আগামী নির্বাচন জুলাই জাতীয় সনদেরই অংশ।

জুলাই সনদ নিয়ে মঙ্গলবার রাত থেকেই নানা আলোচনা ছিল। বলা হচ্ছিল জাতীয় নাগরিক পার্টি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত না হলে সই করবে না বলে কমিশন সংশ্লিষ্টদের বার্তা দেয়। এছাড়া আরও দু'-একটি দলের পক্ষ থেকেও এমন বার্তা দেয়া হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জরুরি বৈঠক ডাকে। এদিন সকালে ইতালি সফর শেষে দেশে ফিরেন প্রধান উপদেষ্টা ও কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দেশে ফিরেই তিনি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন।

কমিশনের সূত্র জানায়, মঙ্গলবার দলগুলোর কাছে জুলাই সনদের চূড়ান্ত অনুলিপি পাঠানো হলেও সেখানে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বা উপায় নিয়ে কোনো সুপারিশ রাখা হয়নি। এ কারণে জামায়াত-এনসিপিসহ কয়েকটি দল সই করা নিয়ে দলীয়ভাবে নতুন করে আলোচনা শুরু করে।

এনসিপি'র সঙ্গে মঙ্গলবার রাতে কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। সেখানে এনসিপি জানায় 'সংবিধান আদেশ' জারি করে সংস্কার প্রক্রিয়া না এগোলে তারা সনদে সই করবে না। দলটির এক নেতা বলেন, 'জুলাই ঘোষণাপত্রে ছাড় দিয়েছিলাম, এবার ছাড়ের সুযোগ নেই। বিশেষ করে সংবিধান সংস্কার নিয়ে নতুন করে আলোচনা জরুরি।'

বাম ও ইসলামপন্থি দলের পাশাপাশি বিএনপিও সনদের অঙ্গীকার অংশে একটি ধারা যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিল, যা কমিশন গ্রহণ করেনি।

৩১শে জুলাই সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে মূল আলোচনা শেষ হয়। পরে কমিশন দলগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করে। সেখানে গণভোটের মাধ্যমে সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য হলেও ভোটের সময়, প্রক্রিয়া ও কাঠামো নিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি'র অবস্থান এক হয়নি।

বৈঠক শেষে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর করতে বিএনপি প্রস্তুত। আমরা আগামী ১৭ তারিখ বিকাল ৪টায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত আছি। আশা করি, যেভাবে নোট অব ডিসেন্ট-এর বিষয়ে দলগুলো একমত হয়েছি সেভাবে আমরা স্বাক্ষর করি। তাহলে আমরা বিশ্বের কাছে নজির স্থাপন করতে পারবো।

সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বুধবার ঐকমত্য কমিশনে কেন ডাকা হয়েছে এনসিপি নেতা আখতার হোসেন বক্তব্য দেয়ার আগ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারলাম জুলাই সনদ নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘ সফরে আখতারকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে হয়তো তিনি প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। এখন বুঝতে পারছি- আমরা সারারাত যা করলাম এখন সকালে তার রিপিটেশন। সেটা করা মনে হয় উচিত হবে না। আমাদের অবশ্যই আপনার প্রতিশ্রুত সময় ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন করতে হবে। যার কোনো বিকল্প নেই এই জাতির সামনে।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় হলো- দেশে এমন একটি পরিবেশ বজায় রাখতে হবে যেন পতিত স্বৈরাচার আর কখনো সুযোগ নিতে না পারে। দীর্ঘদিন অনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকলে যে ধরনের সমস্যার উৎপত্তি হয় এখন সে ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। সেজন্য আমরা বারবার বলে আসছিলাম- একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। তা না হলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভ্যুত্থান পরবর্তীতে সেসব সমস্যার উৎপত্তি হয় সেগুলো আমাদের দেশে হবে। আরও বিলম্ব হলে আরও বেশি সমস্যা তৈরি হবে।

সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, নোট অব ডিসেন্ট যেগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলোর বিষয়ে স্বাধীনতা তো দিয়েছেন আপনারাই। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রথম থেকেই বলে আসছিলেন, রাজনৈতিক দলগুলো যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হতে পারবে সেগুলো সংকলিত হয়ে একটা জাতীয় সনদ হবে। এবং সেই জাতীয় সনদটা পরবর্তী পার্লামেন্টে বাস্তবায়িত হবে। আর যেগুলো এর সরকারের হাতে থাকবে সেগুলো অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে, ইতিমধ্যে হচ্ছে। তিনি বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ যেভাবে হয়েছে সেভাবে আমরা স্বাক্ষর করি। গণভোট আগে না পরে সেটা তো জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয় নয়। এটা আলাদাভাবে কথা বলতে পারেন।

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, আমরা ১৭ তারিখের জুলাই সনদে স্বাক্ষরের আয়োজনে আমরা দাওয়াত পেয়েছি। যে সমস্ত বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি, এবং এনসিসি সিদ্ধান্ত দিয়েছে, সে সমস্ত বিষয়গুলোকে এক করে একটা প্যাকেজের উপরে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপি শুরুতে গণভোটের বিষয়ে দ্বিমত করেছিল। এখন তারাও গণভোটে একমত হয়েছে। এখন গণভোট কখন হবে এ নিয়ে আমাদের মধ্যে আবার দ্বিমত হয়েছে। আমরা বলেছি, গণভোট একটি আলাদা বিষয়।

তিনি বলেন, গণভোটে এমন কিছু দিক আছে, যেগুলো যদি হ্যাঁ-না ভোটে হ্যাঁ হয়, তাহলে তার ভিত্তিতে নির্বাচনের ক্যারেক্টারে কিছু পরিবর্তন হবে। নির্বাচনের আগেই এই সিদ্ধান্ত জনগণের কাছে পৌঁছাতে হবে, এবং সেই সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় নির্বাচনে উচ্চ কক্ষে ভোট হবে। যদি এটা নির্বাচনের দিনেই হয়, তাহলে উচ্চ কক্ষ নির্বাচনের দিন পর্যন্ত আর পাশ হলো না। হ্যাঁ না-এর জন্য অপেক্ষা থেকে গেল।

তাহের বলেন, হ্যাঁ-না-এর ক্ষেত্রে তাহলে যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে তাহলে কী উচ্চ কক্ষের জন্য আবার নির্বাচন হবে? কেউ কেউ বলছেন, নিম্ন কক্ষে আমরা যে ভোট পাবো, যদি হ্যাঁ না তে জয় হয় সেই অনুপাতে আমরা উচ্চ কক্ষকে গ্রহণ করে নেবো, এবং সেভাবে ডিস্ট্রিবিউশন করে নেবো। যেদিন ভোট হবে সেদিন পর্যন্ত উচ্চ কক্ষ নেই। কিন্তু আপনি উচ্চ কক্ষের ভোট দিচ্ছেন। নাই যেটা, সেটা নিয়ে ভোট হয় কীভাবে? সাংবিধানিকভাবে এখানে জটিলতা তৈরি হতে পারে। তাছাড়া, একইদিন যদি ভোট হয়, তাহলে বিএনপি'র লোকজন মরিয়া হয়ে যাবেন ভোট বাড়ানোর জন্য। জামায়াতে ইসলামী বা অন্য দলের লোকরা তাদের স্ব স্ব মার্কায় ভোট দেয়ার জন্য মরিয়া হবেন। ঐকমত্য কমিশনের ব্যালট আছে কি নাই তা আর কারও মাথায় থাকবে না। ভোট কাস্টিং হ্যাঁ না ভোটে একেবারেই অপ্রতুল থাকবে। সেজন্য আমরা বলেছি, গণভোট আগে হতে হবে। নভেম্বরে হওয়ার কথা আমরা বলেছি।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেন, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন কীভাবে এবং নোট অব ডিসেন্ট নিয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় এতে স্বাক্ষরের বিষয়টি বিবেচনাধীন।

তিনি বলেন, জুলাই সনদ গঠনে এনসিপি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। আমরা ঐকমত্য তৈরিতে কাজ করেছি। আমরা সনদের আইনি ভিত্তি এবং তার অধীনে জাতীয় নির্বাচন চেয়েছিলাম।

তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে কোনো পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আদেশ, গণভোট এবং সংসদকে সাংবিধানিক ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু সনদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়নি। নোট অব ডিসেন্ট বাস্তবায়ন কীভাবে তাও খোলাসা করা হয়নি। আদেশটা কেমন হবে, তাও খোলাসা নয়। এটি প্রধান উপদেষ্টার জারিকৃত আদেশ হতে হবে। গণভোটের প্রশ্নেও অস্পষ্টতা রয়েছে।

জুলাই সনদকে টেকসই করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, শেষ মুহূর্তে শঙ্কা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া খোলাসা না করে জুলাই সনদ টেকসই করা সম্ভব কিনা। অস্পষ্টতা থাকলে অর্জন অনিশ্চিত থেকে যাবে। জনগণকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া স্পষ্ট করে দেখাতে হবে। এরপর সিদ্ধান্ত নিবো স্বাক্ষর করবো কিনা।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো

শরীর চর্চায় নিজেদের অভ্যস্থ করে তুলেছেন।

শুধু দৌড়ে অংশগ্রহণ আর ফান্ডরেইজিংয়ের মধ্যেই মুসলিম চ্যারিটি রানের কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই চ্যারিটি রানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে শতাধিক রানার পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেছেন ।

১২তম চ্যারিটি রান উপলক্ষে সকাল ৯টা থেকেই ছেলে বুড়ো যুবা বিভিন্ন বয়সের মানুষ ভিক্টোরিয়ো পার্ক অভিমুখে ছুটে আসতে থাকেন । অল্প কিছুক্ষনের মধ্যে এক বিশাল সমবেশে রূপ নেয়।

সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয় ওয়ার্ম-আপ সেশন । চলে প্রায় একঘন্টা সময়। ঘড়ির কাটা যখন সকাল সাড়ে ১০টায় তখনই বেজেওঠে হুইসেল । শুরু হয় ৫ কিলোমিটার দৌড়। প্রথমে শিশুদের দৌড় শুরু হয় । এরপর পর্যায়ক্রমে বয়স অনুপাতে অন্য গ্রুপগুলো দৌড়াতে শুরু করে।

মাত্র ২০ মিনিট ৫ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে ৫ কিলোমিটার দৌড় সম্পন্ন করে ফিনিশিং লাইনে ফিরে এসে এবার সেরা দৌড়বিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন ৩১-৪৫ বয়স ক্যাটাগরিতে আব্দুল্লাহ কিজিথো। এরপর অন্যান্য বয়স ক্যাটাগরিতে বিজয়ীরা একে একে ফিনিশিং লাইনে ফিরে আসতে থাকেন । বিজয়ীদের গলায় মেডেল পরিয়ে অভিবাদন জানান অতিথিরা।

দৌড় শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি টাওয়ার হ্যামেলটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান । ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদের সঞ্চালনায় পুরস্কার বিতরণী পর্বে বক্তব্য রাখেন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ, ট্রেজারার সৈয়দ তুহেল আহমদ ও সিনিয়র ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক। চ্যারিটি রান আয়োজনে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের ফান্ডরেইজিং ম্যানেজার তজম্মুল আলী।

উল্লেখ্য, এবারের চ্যারিটি রানে পার্টনার ও স্পনসর ছিলো আমানাহফাই, লন্ডন ম্যারাথন, হিউম্যান আপিল, সুন্নাহ মাস্ক, সরকার সলিসিটর্স, কুরআন বাউন্ড, গ্লোবাল এহসান রিলিফ, এম.এ.টি.ডাব্লিউ প্রজেক্ট, মুসলিম হেল্প ইউকে, সালাম চ্যারিটি, আগোশ ইউকে, হিউম্যান রিলিফ ফাউন্ডেশন, জিআরটি ইউকে, মুসলিম চ্যারিটি, আল খায়ের ফাউন্ডেশন, হেল্প ইয়াতীম ও মুসলিম এইড।

লন্ডনে ঝাঁকালো আয়োজনে রেস্তোরাঁ

অনুষ্ঠিত হয় কারি লাইফ ম্যাগাজিনের বার্ষিক আয়োজন- 'কারি লাইফ এওয়ার্ড এন্ড গালা ডিনার'। এটি ছিলো এই আয়োজনের ১৬তম আসর। সেখানে সাড়া জাগানো রেস্টুরেন্ট রেড ফোর্টের উদ্যোক্তা আমিন আলীকে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' তুলে দিয়ে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। ব্রিটিশ কারি ইন্ডাস্ট্রি তথা উপমহাদেশীয় রেস্তোরাঁ খাতের বৈচিত্র ও আধুনিকায়ন এবং এটিকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে অগ্রগামী ভূমিকার স্বীকৃতি এই বিশেষ সম্মাননা।

সিলেটের নবীগঞ্জের জালালপুর গ্রামের সন্তান আমিন আলী যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান ১৯৭২ সালে। ১৯৮৩ সালে তিনি লন্ডনের অভিজাত সোহো এলাকায় চালু করেন রেড ফোর্ট রেস্টুরেন্ট। অসাধারণ খাবার ও সেবার কারণে দ্রুত এটি ব্রিটিশ রাজনীতিক, খ্যাতনামা তারকা এবং বিশিষ্টজনদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বিশেষ করে রেড ফোর্ট রেস্টুরেন্টে লেবার দলের রাজনীতিকদের আনাগোনা এত বেশি ছিলো যে এটি 'লেবার্স ডেন' (লেবারের ঘাঁটি) হিসেবে পরিচিতি পায়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, গর্ডন ব্রাউন ও থেরেসা মে সহ বহু মন্ত্রী-এমপি রেড ফোর্টে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। করতেন পারিবারিক ও রাজনৈতিক নানা আয়োজন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার তাঁর মেয়ের ১৯তম জন্মদিন উদযাপন করেন এই রেস্তোরাঁয়।

রেড ফোর্টের খ্যাতনামা অতিথিদের তালিকা বিশাল। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম স্মরণ করা যাক- অ্যাপল এর প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শ্যারন অসবর্ণ ও রোস কেম্প, সাড়া জাগানো রক ব্যান্ড 'বোন জোভি' ও 'লিঙ্কিন পার্ক', পপ তারকা টিনা টার্নার ও হলিউড তারকা ব্রুস উইলিস প্রমুখ। অনন্য খাবার ও সেবার পাশাপাশি অতিথিদের গোপনীয়তার সুরক্ষায় আমিন আলীর নৈতিক দৃঢ়তার কারণেই রেড ফোর্ট হয়ে উঠেছিলো এত এত সেলিব্রেটি ও প্রভাবশালীদের পছন্দের স্থান।

কিংবদন্তী রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি পেলেও আমিন আলী মূলত ছিলেন আপাদমস্তক সমাজসেবক এবং অন্তপ্রাণ বাংলাদেশি। রাজনীতি সচেতন আমিন আলী বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনসহ যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সক্রিয়, অগ্রগামী এবং নিবেদিত।

ব্রিটিশ মূলধারায় আমিন আলীর যোগাযোগ, সম্মান ও প্রভাব বুঝার জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৯৪ সালে যুক্তরাজ্যে প্রথম 'বাংলাদেশ উৎসব' পালিত হয়। ওই উৎসবে স্পন্সর ছিলো লন্ডনের বিখ্যাত সংবাদপত্র ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড। শুধু তাই নয়; পত্রিকাটি সেন্টার পেইজের দুই পাতা জুড়ে ওই উৎসবের সংবাদ ও ছবি ছাপে।

আমিন আলী এভাবেই ব্রিটিশ সরকারের কেন্দ্রে নিজের যোগাযোগকেও সবসময় বাংলাদেশিদের কল্যাণে কাজে লাগিয়েছেন। সে কারণেই অনুষ্ঠানে দেয়া ভিডিও বার্তায় সাবেক ব্রিটিশ মন্ত্রী কীথ ভাজ আমিন আলীকে অত্যন্ত কাছের বন্ধু উল্লেখ করে বলেন, 'কারি কিংবদন্তী আমিন আলী ছিলেন যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের বাস্তবিক হাইকমিশনার, প্রকৃত প্রতিনিধি'।

নানা স্বাস্থ্য জটিলতায় আমিন আলী বহুদিন যাবত অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাঁর রেড ফোর্টও বন্ধ হয়ে গেছে বছর পাঁচেক আগে। কিন্তু আমিন আলীর অবদান এবং তাঁর গৌরবময় নাম এখনো যুক্তরাজ্যের কারি শিল্পে এক অনন্য প্রতীক হয়ে আছে।

লন্ডন ম্যারিয়ট হোটেলের ওয়েস্টমিন্সটার বলরুমে অনুষ্ঠিত হয় এবারের 'কারি লাইফ এওয়ার্ড'। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন আইটিএন-এর প্রভাবশালী নিউজ প্রেজেন্টার নিনা হোসাইন।

'কারি লাইফ' ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা সূচনা বক্তব্যে বলেন, "নানা চ্যালেঞ্জ স্বত্বেও যুক্তরাজ্যের কারি শিল্পে সফলতার গল্পও অনেক। কারি শিল্প সংশ্লিষ্টদের মূখপাত্র হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে কারি লাইফ ম্যাগাজিন। যার ধারাবাহিকতায় কারি শিল্পের সাফল্য উদযাপনে কারি লাইফ এওয়ার্ডের এই ১৬তম আয়োজন। তিনি বলেন, উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, সরকারী করারোপ এবং কর্মী সংকটসহ রেস্তোরাঁ সেক্টরের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারি লাইফ ম্যাগাজিন ইন্ডাস্ট্রির কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে।"

কারি লাইফ ম্যাগাজিনের সম্পাদক সৈয়দ বেলাল আহমেদ বলেন, "এই এওয়ার্ড আয়োজনের অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো সফলতার গল্পগুলোকে তুলে ধরা, পুরষ্কৃত করা। কারি কিংবদন্তি আমিন আলীর গল্প অনেককে অনুপ্রাণিত করবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রেস্তোরাঁ পরিচালনা কেবল ব্যবসা নয়; এর মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার সম্ভব। আমিন আলী সেটি দেখিয়ে দিয়েছেন।"

এবারের আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের পার্লামেন্টারি আন্ডার সেক্রেটারি ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপমন্ত্রী স্টেফানি পিকক এমপি।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিজের (সিবিআই) সাবেক প্রেসিডেন্ট, কোবরা বিয়ারের প্রতিষ্ঠাতা এবং হাউস অব লর্ডসের সদস্য লর্ড করন বিলিমোরিয়া, সাবেক কমিউনিটিজ অ্যান্ড লোকাল গভর্মেন্ট বিষয়ক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য রুশনারা আলী, ওয়েন্ডি মোর্টন এমপি, মাইক উড এমপি, বেন ওবেজি জেকটি এমপি প্রমূখ।

অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন।

লর্ড কারেন বিলিমোরিয়া বলেন, "কারি লাইফ এওয়ার্ড যুক্তরাজ্যের কারি শিল্পের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন। এই শিল্প ব্রিটিশ অর্থনীতিতে অসাধারণ অবদান রাখছে এবং অগণিত মানুষকে কর্মসংস্থান দিচ্ছে। কারি লাইফ ম্যাগাজিন দীর্ঘদিন ধরে এই শিল্পের সাফল্যের পেছনে এক অনন্য সহযাত্রী। তাদের সংবাদ, তথ্য ও দিকনির্দেশনা রেস্তোরাঁগুলোকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে চলেছে। আমি সকল বিজয়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।"

শুধু অতিথিদের কথায় নয়; পুরস্কার বিজয়ীদের প্রতিক্রিয়ায়ও বুঝা গেলো কারি লাইফ এওয়ার্ডের মর্যাদার বিশেষত্ব। অরপিংটনের বোম্বে রেস্টুরেন্টের শাজাহান মিয়া বলেন, "আমরা গর্বিত যে কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ড আমাদের কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অন্য যে কোনো পুরস্কারের চেয়ে এটি আলাদা, কারণ কারি লাইফ পরিবার সব সময় আমাদের পাশে থেকেছে এবং তাদের ম্যাগাজিনের মাধ্যমে কারি শিল্পকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে।"

'বেস্ট শেফ অব দ্য ইয়ার' বিজয়ী টেইস্ট অব নওয়াবের স্বাত্তাধিকারী আব্দুল রহমান বলেন, "কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ড শুধু সম্মান নয়, এটি এক ঐতিহ্য। এই আয়োজন কারি শিল্পের মান ও মর্যাদা ধরে রেখেছে। অন্য পুরস্কারের থেকে এটি আলাদা, কারণ এটি শিল্পের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে।"

বেস্ট রেস্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ার বিজয়ী জিলানি ম্যাজিস্টিকের কর্ণধার নাসির জিলানী বলেন, "কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ড সত্যিই বিশেষ-এটি আমাদের পরিশ্রমের প্রকৃত স্বীকৃতি। কারণ এটি রেস্তোরাঁর বাস্তব অবদান ও গ্রাহকের ভালোবাসাকে মূল্যায়ন করে। এই পুরস্কার পুরো কারি শিল্পের গর্ব।"

যুক্তরাজ্যে রেস্তোরাঁ খাতে বাংলাদেশিদের অবদানকে মূলধারায় তুলে ধরার পাশাপাশি কারি শিল্পে নিবেদিতদের উৎসাহিত করতে ২০০৩ সালে 'কারি লাইফ ম্যাগাজিন' চালু করেন দুই সহোদর সৈয়দ নাহাস পাশা এবং সৈয়দ বেলাল আহমদ। কারি লাইফ ম্যাগাজিনের উদ্যোগে ২০০৯ সালে চালু করেন কারি লাইফ এওয়ার্ডস ও গালা ডিনার। গ্রাহকদের ভোট এবং কঠোর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিজয়ীদের নির্বাচন করা হয়। এটি ব্রিটিশ কারি শিল্পের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার। এই পুরস্কার জয় সংশ্লিষ্ট রেস্টুরেন্টের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা প্রতিষ্ঠা, বিক্রি বৃদ্ধি এবং বাজারে সুনাম বাড়াতে সাহায্য করে।

এবার সবচেয়ে আকর্ষণীয় 'বেস্ট নিউকামার অব দ্য ইয়ার' ক্যাটাগরিতে এওয়ার্ড জিতে নিয়েছে লন্ডনের অদূরে কেন্টের সোয়ানলী এলাকায় অবস্থিত রেস্তোরাঁ 'দ্য বোম্বে'। মাত্র ৬ মাস আগে চালু হওয়া রেস্টুরেন্টটি খাবারের উন্নত মান ও চমৎকার পরিবেশনার পাশাপাশি রেস্তোরাঁর চোখ ধাঁধালো সাজ-সজ্জা কারণে ইতিমধ্যে স্থানীয়দের মাঝে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

'কারি লাইফ এডিটর্স চয়েস রেস্টুরেন্টস' তালিকায় এওয়ার্ড জিতেছে কোলচেস্টারের কেলভেডন স্পাইস, লেস্টারের হোয়াট অ্যা শট, কেন্টের স্ট্রুড এলাকার নাজ'স রসই, ফ্রোডশামের হেলসবি এলাকার জুনুন রেস্টুরেন্ট ও কার্ডিফের রিওবিনা এলাকার যুবরাজ রিওবিনা।

'বেস্ট রেস্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ার' ক্যাটাগরিতে এবার কারি লাইফ এওয়ার্ড জিতে নিয়েছে, ব্রাইটনের জুমুন রেস্টুরেন্ট, অরপিংটনের দ্য বোম্বে রেস্টুরেন্ট, উইনচেস্টারের রিমঝিম রেস্টুরেন্ট, লিমিংটনের রিভাজ লিমিংটন, নিটউন অ্যাবোট এলাকার ইস্টার্ন আই, মাইনহেডের অ্যালকোম্বি এলাকার অ্যালকোম্বি তান্দুরি, রাগবির ব্রেটফোর্ড এলাকার দ্য কুইন্স হেড, কিমবোল্টন এলাকার কিমবোল্টন স্পাইস, সাডব্যারি নর্থ স্ট্রীটের জিলানি ম্যাজেস্টিক, ডরসেটের ব্রিডপোর্ট এলাকার দ্য সুন্দরবন, স্কটল্যান্ডের মিডলোথিয়ানের লোনহেড এলাকার দ্য রাঁধুনি, চেশায়ারের কংলেটন এলাকার ইস্ট ৩৬০ রেস্টুরেন্ট, ব্রাডফোর্ড স্টিকার লেইনের ইন্টারন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট, নিউয়ার্কের নর্থ মাস্ক্যাম এলাকার আশিয়ানা ইন্ডিয়ান এন্ড বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট, লিডসের হ্যালটন এলাকার সেলবি রোড়ের স্পাইস হাউজ, এসেক্স এলাকার কোলচেস্টারের রিম ঝিম স্পাইস, ডারবিশায়ারের গ্লোচোপ এলাকার রুচি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট, ওয়ালচারের অ্যালড্রিজ এলাকার অরা ইন্ডিয়ান কুইজিন, স্টাফোর্ডশায়ারের লীক এলাকার চেন্নাই ইন্ডিয়ান কুইজিন এবং বার্মিংহামের ব্রিস্টল রোড সাউথে অবস্থিত সাফ্রন লাউঞ্জ।

এ বছর 'বেস্ট কারি শেফ অব দ্য ইয়ার' ক্যাটাগরিতে কারি লাইফ এওয়ার্ড জিতেছে- উলভারহেম্পটনের ঊমবোর্ন এলাকার ঊমবোর্ন তান্দুরি, ওয়ারউইকশায়ারের লেমিংটন স্পা এলাকার বোম্বে রেস্টুরেন্ট, স্কটল্যান্ডের মিডলোথিয়ানের ডালকিইথ এলাকার ইতিহাস রেস্টুরেন্ট, রোচেস্টারের নাজ'স রসই, রিকম্যান্সওয়ার্থ ক্রক্সলি গ্রীন বোম্বে কিচেন, বার্কশায়ারের নিউব্যারি এলাকার কারি কেইভ, স্ট্রোক-অন-ট্রেন্টের লংটন এলাকার আলি'স কিচেন, টেলফোর্ড এলাকার ভিলেজ স্পাইস টেইকওয়ে এবং লন্ডনের মাশওয়েল হিল এলাকার টেইস্ট অব নওয়াব।

'বেস্ট টেইকওয়ে অব দ্য ইয়ার' ক্যাটাগরিতে এওয়ার্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে এবার জায়গা করে নিয়েছে- নিউপোর্টের কার্লিয়ন এলাকার দ্য হাংরি এলিফ্যান্ট, রাগবির বিল্টন রোডের ইন্ডিয়ান কুইন টেইকওয়ে এবং স্ট্রোক-অন-ট্রেন্টের ব্লাইথ ব্রিজ এলাকার আলী'স স্পাইস।

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতা নিয়ে

বিক্ষোভে রূপ নেয়। নিরাপত্তা বাহিনীর দমনপীড়নে অন্তত ৭৩ জন নিহত, সংসদ ভবন ও সরকারি কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত সরকারের পতন ঘটে।

এরপর ৭৩ বছর বয়সী সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

তবে এখন এই সিদ্ধান্তগুলোর সংবিধানসম্মত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সুপ্রিম কোর্টের তথ্য কর্মকর্তা নিরাজন পান্ডে জানান, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও নিম্নকক্ষ বিলুপ্তি সংবিধানবিরোধী বলে মোট ১১টি রিট আবেদন দায়ের হয়েছে।'

তিনি বলেন, আবেদনগুলো নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলছে, এরপর শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হবে। সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরদিন আটটি রাজনৈতিক দলের নেতা যৌথ বিবৃতি দিয়ে সংসদ পুনর্বহালের দাবি জানান।

আইনজীবী দিনেশ ত্রিপাঠি বলেন, 'সংবিধানে এমন পরিস্থিতির কথা কল্পনা করা হয়নি। এটি একটি চ্যালেঞ্জ, তবে আদালতই সিদ্ধান্ত দেবে।'

সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি, যিনি চারবার দেশটির নেতৃত্ব দিয়েছেন, এই মাসের শুরুতে এক সমাবেশে সংসদ পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে বলেন, 'সংসদ অসাংবিধানিকভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।' বিক্ষোভের সময় আগুনে সুপ্রিম কোর্ট ভবনের কিছু অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আদালত মঙ্গলবার থেকে পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু করেছে, তবে অনেক বিভাগ এখনো অস্থায়ী তাঁবুর নিচে কাজ করছে।

কোরআন তিলাওয়াতকারীর দশ মহিমা

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

কোরআন তিলাওয়াত মুমিনের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যা তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সংবলিত কিতাব, যা সামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।’ (সুরা : ঝুমার, আয়াত : ২৩)

নিম্নে কোরআন তিলাওয়াতকারীর বিশেষ ১০ মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হলোঃ

সমাজের সর্বশেষ্ঠ মানুষ

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আছে।

সব শ্রেণি-পেশার লোকদের চেয়ে কোরআন শিক্ষা গ্রহণকারী ও শিক্ষা দানকারীরা সর্বশেষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরিগণিত। উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে নিজে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।’ (বুখারি, হাদিস : ৫০২৭)

কোরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতম

রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময় সাহাবায়ে কেরামকে নানা উদাহরণের মাধ্যমে দ্বিন শিক্ষা দিতেন। যেমন তিনি অন্য মুমিনের চেয়ে কোরআন তিলাওয়াতকারী মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সময় শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে মুমিন কোরআন তিলাওয়াত করে, সে হলো উত্রুজ্জা ফলের (কমলালেবুর) মতো। ফলটি সুগন্ধিযুক্ত এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মুমিন কোরআন তিলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ হলো খেজুরের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই, কিন্তু সুস্বাদু। আর যে মুনাফিক কোরআন তিলাওয়াত করে, সে হলো রায়হানা (লতানো) ফুলের ন্যায়, যা সুগন্ধিযুক্ত, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। যে মুনাফিক কোরআন তিলাওয়াত করে না, সে হলো মাকাল (লতানো লেবুজাতীয় তিক্ত) ফলের ন্যায়। যার ঘ্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত।’ (বুখারি, হাদিস : ৫৪২৭)

কোরআন তিলাওয়াতকারীর দুনিয়াবি মর্যাদা

কোরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তির মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে বৃদ্ধি পায়। নাফে বিন আব্দুল হারিস (রা.) উসফান নামক স্থানে উমর (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গেলেন।

ওমর (রা.) তাঁকে কর্মকর্তা হিসেবে মক্কায় নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তিনি নাফেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মক্কা ও তায়েফের উপত্যকাবাসীদের জন্য কাকে তোমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছ? তিনি বলেন, ইবনু আবজাকে। উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কোন ইবনু আবজা? তিনি বলেন, আমাদের

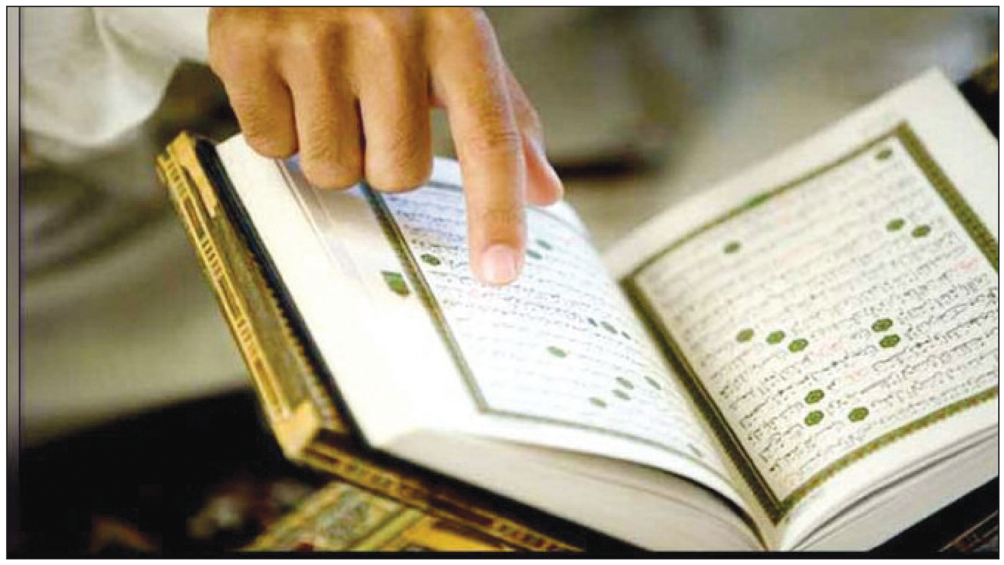

আজাদকৃত গোলামদের একজন। উমর (রা.) বললেন, ‘তুমি একজন ক্রীতদাসকে তাদের জন্য তোমার স্থলাভিষিক্ত করেছ?’ নাফে বলেন, ‘তিনি মহান আল্লাহর কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম, ফারায়েজ শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ বিচারক।’ তখন উমর (রা.) বললেন, তোমাদের নবী (সা.) যথার্থই বলেছেন, ‘এই কিতাবের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং কোরআন পরিত্যাগকারীদের অবনত করেন।’ (ইবনু মাজাহ, হাদিস : ২১৮)

উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ প্রেরিত কোরআনের ওপর ঈমান ও আমলের বদৌলতে মানুষ উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর কোরআনবিমুখ হলে মানুষ উভয় জগতে হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

আসমান ও জমিনে উচ্চ সম্মান অর্জন

কোরআন নিঃসন্দেহে ইহকাল ও পরকালে উচ্চ সম্মান অর্জনের সোপান। ফলে কোরআন তিলাওয়াতকারীর সুনাম আসমানে ও জমিনে ছড়িয়ে পড়ে। রাসুল (সা.) বলেন, ‘কোরআন তিলাওয়াতকে তুমি আবশ্যক করে নাও। কেননা এটি তোমার জন্য জমিনে আলোকবর্তিকা ও আসমানে ধনভাণ্ডারস্বরূপ।’ (সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস : ৩৬১)

গাফেলদের তালিকা থেকে মুক্তি

নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াতে ঈমান মজবুত হয়। অন্তরের মরিচা বিদূরিত হয়। এমনকি উদাসীনতার কুহক থেকে মুক্ত হয়ে সোচ্চার ও শক্তিশালী মুমিনে রূপান্তরিত হওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘...আর যে ব্যক্তি রাতে ১০০ আয়াত তিলাওয়াত করবে, গাফেলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না অথবা তার নাম বিনয়ীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।’ (সহিহ ইবনু খুজায়মাহ, হাদিস : ১১৪২)

তিলাওয়াতকারীর পাপ নেকিতে পরিবর্তিত হয়

পৃথিবীর বুকে এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যা পাঠ করলে পাপ ক্ষমা করা হয় এবং তাদের কৃত পাপ নেকিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কোরআন মাজিদ তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তাকে সব গুনাহ থেকে মুক্ত করবেন। কেননা আল্লাহকে স্মরণের অন্যতম মাধ্যম হলো কোরআন নিয়ে আলোচনা করা। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যখন কোনো জনসমষ্টি আল্লাহকে স্মরণের উদ্দেশ্যে একত্র হয়, অতঃপর পৃথক হয়, তখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা পাপ থেকে ক্ষমাকৃত অবস্থায় দণ্ডায়মান হও। কেননা তোমাদের পাপকে পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।’ (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ১২৪৭৬)

ঈমানি জ্যোতির বিকিরণ

জুমার দিন সুরা কাহফ তিলাওয়াত করলে এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার ঈমান শাণিত থাকে এবং এ সময়ের সব ফিতনা থেকে আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি জুমার দিন সুরা কাহফ তিলাওয়াত করে, তার ঈমানি জ্যোতির বিকিরণ থাকবে এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত।’ (মুসতাদরাক হাকেম, হাদিস : ৩৩৯২; সহিহুত তারগিব, হাদিস : ৭৩৬)

কোরআনের ধারক জাহান্নামে যাবে না

কোরআনের ধারক-পাঠক জাহান্নামে দগ্ধীভূত হবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমরা কোরআন পাঠ করো। আর বাড়িতে সংরক্ষিত কোরআন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে। কেননা আল্লাহ ওই অন্তরকে কখনো শাস্তি দেবেন না, যা কোরআনের সংরক্ষক।’ (দারেমি, হাদিস : ৩৩১৯)

সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের মর্যাদা লাভ

দক্ষ তিলাওয়াতকারী ও অদক্ষ তিলাওয়াতকারীর ভিন্ন ভিন্ন ফজিলত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কোরআনে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করে, কিন্তু আটকে যায় এবং তার জন্য তিলাওয়াত কষ্টকর হয়, তবে তার জন্য দ্বিগুণ নেকি আছে।’ (বুখারি, হাদিস : ৪৯৩৭)

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, যারা দক্ষতার সঙ্গে কোরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম তারা আমল লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত ফেরেশতাদের সঙ্গে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করবে।

জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ

কোরআন মাজিদ তিলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা আছে। কোরআনের পাঠক আয়াত মুখস্থ রাখার সংখ্যা বরাবর জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কোরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কোরআন তিলাওয়াত করো এবং ওপরে উঠতে থাকো। দুনিয়ায় তুমি যেভাবে ধীরে-সুস্থে তিলাওয়াত করতে, সেভাবে তিলাওয়াত করো। কেননা তিলাওয়াতের শেষ আয়াত সংখ্যায় জান্নাতে তোমার বাসস্থান হবে।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ১৪৬৪; তিরমিজি, হাদিস : ২৯১৪)

দেনমোহর পরিশোধ না করলে স্ত্রীর সঙ্গে থাকা জায়েজ?

পোস্ট ডেস্ক : শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামীর জিম্মায় একটি যৌক্তিক বিনিময় নির্ধারিত হয়, যাকে ফিকহের পরিভাষায় মোহর বলে।

মোহর আদায় করা স্বামীর অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। বিয়েতে নারীর জন্য মোহরের অধিকার নির্ধারণ এবং তাতে নারীর পূর্ণ মালিকানা প্রদান ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এটা ঠিক যে, একজন নারী মোহর বাবদ যে সম্পদ লাভ করেন তা দাম্পত্য জীবনে তার নিঃস্বার্থ সেবার প্রকৃত বিনিময় হতে পারে না। তবে তা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে হৃদ্যতা ও ভালবাসা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

মোহরের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। এটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে পুরুষের ইচ্ছা ও সঙ্গতির উপর। তাই সামর্থ্যবান পুরুষ যদি নিজের স্ত্রীকে কয়েক লক্ষ টাকাও মোহর হিসেবে প্রদান করেন তাতে কোনো বাধা নেই।

কুরআন মজীদ থেকে মোহর বাবদ ‘প্রভূত সম্পদ’ দেওয়ার বৈধতা পাওয়া যায়। (সুরা নিসা : ২০)

বিয়ের আকদ ও মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সম্মতি অপরিহার্য। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক মুসলমান এই ফরজ আদায়ের বিষয়ে চরম উদাসীন।

বিয়ের সময় বৈধ-অবৈধ উৎসব-আয়োজন ও অপ্রয়োজনীয় ধুমধাম করে লাখ লাখ টাকা অপচয় করলেও মোহর আদায়ে চরম অবহেলা করা হয়!

মোর কখন আদায় করবে

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহর আদায় করে দেওয়া উচিত। তবে যদি অনিবার্য কারণে ওই সময় তা আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে কখন আদায় করা হবে তার মেয়াদ নির্ধারিত করে নিতে হবে।

কিন্তু এভাবে পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ না করে শুধু মৌখিকভাবে বা কাগজে-কলমে মোহর নির্ধারণ করে সারা জীবন আদায় না করা, বা স্ত্রীর কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া, কিংবা আদায় না করে স্ত্রীর দেনা কাঁধে নিয়ে মৃত্যুবরণ করা শুধু যে ইসলামের বিধানে কঠিন অন্যায় তা-ই নয়; নিতান্ত হীন ও কাপুরুষোচিত কাজও বটে।

যৌথ শিক্ষা ব্যবস্থায় সহপাঠীদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ও যোগাযোগের সীমারেখা কতটুকু

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাসম্ভব আকদের সময়ই মোহর পরিশোধ করার, অন্তত কিছু অংশ আদায় করার তাকিদ করেছেন। এক সাহাবি বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করলে নবীজী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মোহর আদায় করার জন্য তোমার কাছে কী আছে?’ তিনি কিছুই নেই জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘যাও একটি লোহার আংটি হলেও জোগাড় কর!’ (বুখারি)

এ থেকে মোহরের গুরুত্ব ও নগদ আদায়ের তাগিদ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। দেনমোহর পরিশোধ না করলে স্ত্রীর সঙ্গে থাকা জায়েজ?

কুরআন অবমাননার শাস্তি

ইবরাহীম আল খলীল

মানব জাতির হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। তাতে রয়েছে মানব জীবনের সব সমস্যার সমাধান। কুরআন হলো পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থা। যা আলোর পথ দেখায়। ভালোর পথ দেখায়। একজন মুমিনের জন্য এ কুরআনের প্রতিটি বিধান যেমন মানা জরুরি, তেমনিভাবে তার প্রতি সম্মান জানানোও জরুরি। কারণ তা মহান আল্লাহতায়ালার বাণী। এই কুরআনের অবমাননা বা অসম্মান করার সাধ্য কারও নেই।

কুরআন অবমাননাকারীদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগ ও ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহতায়ালা। এরশাদ হয়েছে, ‘দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী মহাপাপীর, যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে (নিজ মতবাদের ওপর) অটল থাকে। যেন সে তা শোনেইনি। সুতরাং ওকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।’ (সূরা জাসিয়া, আয়াত : ৭-৮।)

কেউ কুরআনের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে বা অন্য যে কোনোভাবে কুরআন অবমাননা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। ইসলামি শরিয়তের ভাষায় তাকে মুরতাদ বলা হবে। এজন্য কারও কুরআন অবমাননার মতো জঘন্য অপরাধের কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে দুশমনিতে লিপ্ত হয় এবং পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির পাঁয়তারা করে, তাদের শাস্তি শুধু মৃত্যুদণ্ড, শূলবিদ্ধ করে হত্যা কিংবা হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা অথবা নির্বাসিত করা (কারাগারে নিক্ষেপ করা)। এ তো হলো তাদের পার্থিব অপমান। আর পরকালেও তাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা মায়েদা ৩৩।)

কুরআন অবমাননা করা মানে আল্লাহকে অবমাননা করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কুরআনকে অবননা করল দুনিয়াতে এবং আখেরাতে তার জন্য রয়েছে দুঃসংবাদ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন, আমিন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৭.১০.২৫ শুক্রবার	6:12	7:25	01:45	4:12	6:13	7:45
১৮.১০.২৫ শনিবার	6:14	7:29	01:30	4:10	6:11	7:45
১৯.১০.২৫ রবিবার	6:16	7:31	01:30	4:08	6:09	7:45
২০.১০.২৫ সোমবার	6:18	7:32	01:30	4:06	6:07	7:45
২১.১০.২৫ মঙ্গলবার	6:18	7:34	01:30	4:04	6:04	7:45
২২.১০.২৫ বুধবার	6:10	7:36	01:30	4:02	6:02	7:45
২৩.১০.২৫ বৃহস্পতিবার	6:21	7:37	01:30	4:00	6:00	7:45

নামায শুষ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

ব্রাজিলের বিপক্ষে জাপানের ঐতিহাসিক জয়

পোস্ট ডেস্ক : প্রীতি ম্যাচে জাপানের মাঠে শুরুটা দারুণ করে ব্রাজিল। বিরতির আগেই দুই গোলে এগিয়ে যায় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এরপরই খেই হারায় কার্লো আনচেলোত্তির শিষ্যরা। দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে তিনবার জাল খুঁজে নেয় জাপান। টোকিওতে ৩-২ গোলে এবারই ব্রাজিলের বিপক্ষে প্রথমবার জয় তুলে নিলো এশিয়ার দেশটি।

এশিয়া সফরের আগের ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ব্রাজিল। গত সপ্তাহের ম্যাচটি থেকে শুরুর একাদশে এদিন আটটি পরিবর্তন আনেন আনচেলোত্তি। জাপানের মাঠে বল আধিপত্যে এগিয়ে থাকলেও, পুরো ম্যাচে আক্রমণে এগিয়ে থাকে স্বাগতিকরাই। ৬৭ শতাংশ বল নিজেদের পায়ে রেখে সেলেসাওরা গোলের দিকে ৮টি শটের মধ্যে লক্ষ্যে রাখে ৪টি। আর জাপানের ১৫টির মধ্যে ৬টি শটই থাকে লক্ষ্যে।

২৬তম মিনিটে ব্রুনো গিমারায়েসের দুর্দান্ত থ্রু পাস থেকে উদ্বোধনী গোল করেন পাওলো হেনরিক। এরপর লুকাস পাকেতার চমৎকার পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। তবে বিরতির পরই মাঠের চিত্র পাল্টে যায়। ফ্যাব্রিজিও ব্রুনোর ভুলে ৫২তম মিনিটে জাপানের প্রথম গোলটি করেন টাকুমি মিনামিনো।

মিনিট দশেকের মধ্যে কেইতো নাকামুরা দুর্দান্ত ভলিতে সমতায় ফেরায় দলকে। ৭১তম মিনিটে কর্নার থেকে হেডে জাপানের জয়সূচক গোলটি করেন ফেইনুর্দের স্ট্রাইকার আয়াসে উয়েদা। গোলকিপার হুগো সুজার বুকে বল জালে জড়ায়। এ দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেননি ব্রাজিল গোলকিপার।

এ ১৯ মিনিটের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে আজিনোমোতো স্টেডিয়ামে দর্শকদের স্মরনীয় মুহূর্ত উপহার দিলো জাপান। আসন্ন বিশ্বকাপে যে কার্লো আনচেলোত্তির আরও অনেক কাজ বাকি, তারই স্পষ্ট বার্তা দিলো জাপানিজরা।

বিশ্বকাপে ৪ হাজার বর্গকিলোমিটারের দেশ কেপ ভার্দে

পোস্ট ডেস্ক : আটলান্টিক মহাসাগরে ১০টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত কেপ ভার্দের আয়তন ৪ হাজার বর্গকিলোমিটারের কিছু বেশি। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশটির জনসংখ্যা ৫ লাখ ২৫ হাজারেরও কম। ফিফা বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো জায়গা করে নিয়ে রীতিমত আলোচনায় উঠে এসেছে ছোট এই দেশটি। সোমবার আফ্রিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এসওয়াতিনির সঙ্গে ৩-০ গোলের জয়ে এই কীর্তি গড়েছে কেপ ভার্দে।

বিশ্বকাপ নিশ্চিতের পথে মহাদেশীয় পরাশক্তি ক্যামেরুনকে পেছেন ফেলেছে 'ব্লু শার্কস' নামে পরিচিত দলটি। আফ্রিকা থেকে সর্বোচ্চ আটবার বিশ্বকাপে খেলেছে ক্যামেরুন। গত মাসে তাদের হারিয়েই বিশ্বকাপের টিকিট অনেকটাই নিশ্চিত করে ফেলে কেপ ভার্দে। তবে গত বুধবার লিবিয়ার বিপক্ষে ৩-৩ গোলের ড্রয়ে অপেক্ষা বাড়ে তাদের। বাছাইয়ের শেষ ম্যাচটি নিজেদের মাঠে জিতেই উল্লাসে মাতে সারা দেশ। ঐতিহাসিক উপলক্ষ উপভোগের জন্য সোমবার ছুটি ঘোষণা করা হয় সারা দেশে। নিজেদের মানুষদের নিরাশ করেনি দল। রাজধানী প্রাইয়ায় কেবল ১৫ হাজার ধারনক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে উল্লাসে ফেটে পড়ে পুরো দেশ।

গোলশূন্য অবস্থায় ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ করে কেপ ভার্দে। দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটেই দলকে এগিয়ে নেন ডেইলন লিভ্রামেন্তো। প্রতিপক্ষের রক্ষণের ভুলে ছয় গজ দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। মিনিট ছয়েকের ব্যবধানে দারুণ এক ভলিতে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন উইলি সেমেদো। শেষদিকে বদলি হিসেবে নামেন দলের অভিজ্ঞ ফুটবলার স্টোপিরা। যোগ করা সময়ে এ ৩৭ বছর বয়সী ডিফেন্ডারের গোলে আনন্দের বন্যায় ভাসে জাতীয় স্টেডিয়াম। ১০ ম্যাচে কেপ ভার্দের পয়েন্ট ২৩।

একই দিনে অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে ড্র করা ক্যামেরুনের পয়েন্ট ১০ ম্যাচে ১৯। আফ্রিকা অঞ্চল থেকে ইতিমধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে মরক্কো, তিউনিসিয়া, মিশর, আলজেরিয়া ও ঘানা।

এর আগে জনসংখ্যার হিসেবে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে অংশ নেয় আইসল্যান্ড। ১৯৭৫-এ পর্তুগালের থেকে স্বাধীন হওয়ার পর ২০০২-এ প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলতে নামে কেপ ভার্দে। আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে তারা প্রথমবারের মতো অংশ নেয় কেবল ১২ বছর আগে। ২০১৩তে সেবার প্রথম আসরেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে চমক দেখায় দলটি।

সবশেষ ২০২৩ আসরেও তারা খেলে শেষ আটে। কেপ ভার্দের বর্তমান দলে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লীগে খেলা কোনো ফুটবলার নেই। বাছাইপর্বে তাদের সর্বোচ্চ গোলদাতা লিভ্রামেন্তোর (৪) জন্ম নেদারল্যান্ডসে। তিনি খেলেন পর্তুগিজ লীগে ১৪তম স্থানে থাকা ক্লাব কাসা পিয়ায়।

কাকা'র দূরত্ব ঘোচালেন মা

পোস্ট ডেস্ক : ব্রাজিলের ফুটবল মহাতারকা ও ২০০৭ সালের ব্যালন ডি'অরজয়ী কাকা জানালেন তার শৈশবের এক অজানা গল্প। আর সে গল্পে ফুটে উঠেছে তার মায়ের ভালোবাসা ও তরুণ খেলোয়াড় হিসেবে যে অস্বাভাবিক চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছিলেন তার বিস্তারিত।

সাও পাওলোর একাডেমিতে খেলার সময় কাকা ছিলেন তুলনামূলকভাবে সুবিধাভোগী। এখানে সুবিধাভোগী বলার কারণ, ব্রাজিলের বেশিরভাগ ফুটবলারদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল দুর্বল। এই কারণে তার বেশিরভাগ সতীর্থকেই থাকতে হতো ক্লাবে।

তবে কাকা ছিলেন ব্যতিক্রম। তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা বাকিদের তুলনায় বেশ ভালো হওয়ায় প্রতিদিন বাড়ি ফিরে যেতেন কাকা। এই কারণে শুরুতে অন্যদের থেকে একধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল অনেকে ভাবতেন, কাকা নাকি 'তাদের মতো' নয়।

কিন্তু সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন কাকার মা। তিনি নিজের উদ্যোগেই কাকার সতীর্থদের প্রতি ছুটির দিনে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করেন। রান্না করতেন, যত্ন করতেন, যেন সবাই পরিবারেরই সদস্য। ধীরে ধীরে সেই বাড়ি হয়ে উঠল ছোট্ট এক আশ্রয় যেখানে সবাই একসঙ্গে হাসত, খেলত, গল্প করত।

কাকার ভাষায়, 'যখন আমি সাও পাওলো যুব দলে খেলতাম, অনেক ছেলে ক্লাবেই থাকত। তাদের পরিবার ছিল দরিদ্র। তবে আমি প্রতিদিন বাড়ি ফিরতাম। এতে তাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হলেও সবকিছু বদলে যাওয়ার কারণ আমার মা। তিনি আমার সতীর্থদের আমাদের বাড়িতে আসতে আমন্ত্রণ জানাতেন, তাদের জন্য রান্না করতেন, যেন আমরা সবাই এক পরিবার।

কাকার মায়ের এমন ব্যবহার তার বিনয়ী চরিত্র গঠনে শুধু সহায়তা করেছে এমন না, এই মনোবল থেকেই পরে কাকা হয়ে উঠেছিলেন 'ফুটবলের রাজপুত্র'।

সৌভাগ্যবান এমবাপ্পে

পোস্ট ডেস্ক : ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পের স্বপ্নের তারকা। সময়ের স্রোতে সেই দূর আকাশের তারা এখন এমবাপ্পের কাছের একজন। প্রিয় নায়কের সাহচর্য পান তিনি, নানারকম পরামর্শ পান, সবকিছুতেই নিজেকে দারুণ ভাগ্যবান মনে করেন এমবাপ্পে। রোনালদোর প্রতি অনুরাগের কথা নানা সময়েই বলেছেন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড। সোমবার প্রচারিত হওয়া মুভিস্টারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরও একবার তা তুলে ধরলেন তিনি।

রোনালদোকে তিনি আদর্শ মানেন এখনও।

তবে তিনি নিজেও তো আপন আলোয় ভাস্বর অনেক আগে থেকেই। সামনেও ছুটতে চান তিনি নিজের পথেই। এমববাপ্পে বলেন, 'ক্রিস্টিয়ানো (রোনালদো) সবসময়ই আমার জন্য আদর্শ। আমি যথেষ্ট সৌভাগ্যবান যে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি, তিনি আমাকে পরামর্শ দেন। আমার জন্য এসব বিশাল প্রাপ্তি।'

রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি স্ট্রাইকার বলেন 'আমার মতে, এখনও তিনি রিয়াল মাদ্রিদের এক নম্বর তারকা। রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলারদের জন্য এখনও তিনি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, যে কি না অনেক কিছু করেছেন। সমর্থকেরা এখনও ক্রিস্টিয়ানোকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে। তবে আমি অনুসরণ করতে চাই আপন পথ।' ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত রেয়াল মাদ্রিদের হয়ে সাড়ে চারশ গোল করেছেন রোনালদো। চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ জিতেছেন ১৬ ট্রফি। রিয়ালে রোনালদোর উচ্চতা স্পর্শ করা কঠিন। তবে সমর্থকদের সেই আশা এখন এমবাপেকে ঘিরে। ফরাসি এই তারকা সেই প্রত্যাশা পূরণের পথে ছুটতেও শুরু করেছেন। অভিষেক মৌসুমেই রেকর্ড গড়ে গোল করেছেন তিনি ৪৪টি। নতুন মৌসুমে আরও দুর্দান্ত ফর্মে এমবাপ্পে। এর মধ্যেই করেছেন ১৪ গোল।

ম্যাচ চলাকালে ভারতীয় পেসারের মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : ভারতে একটি স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে বল করার সময় মাঠেই প্রাণ হারিয়েছেন বাঁহাতি পেসার আহমার খান।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, শেষ বলটি করার পরপরই হঠাৎ করে ক্রিজে বসে পড়েন আহমার। এরপর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

প্রথমে কেউ কিছু বুঝে উঠতে না পারলেও পরে সতীর্থরা ছুটে আসেন এবং মাঠেই তাকে সিপিআর দেওয়া শুরু করেন। দ্রুত তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলেও চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

এই মুহূর্তে দরকার বিএনপির স্বচ্ছ পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ

॥ মোবায়েদুর রহমান ॥

ক্ষমতার করিডোর থেকে যেসব পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো শুনে মনে হচ্ছে, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটি শেষ পর্যন্ত হয়তো কেটে যাবে। ঐকমত্য কমিশনের কার্যকালের সর্বশেষ মেয়াদ ছিল ১৫ সেপ্টেম্বর। কিন্তু জুলাই সনদ বাস্তবায়ন শেষ মুহূর্তে আটকে যাওয়ায় প্রধান উপদেষ্টা স্বয়ং বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছেন। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো দেশে এমন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যেটি হবে বিশ্বে একটি রোল মডেল। তিনি আরো চান, সব দল যেন সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং এর ফলে নির্বাচনটি যেন উৎসবমুখর হয়। আসলে জুলাই সনদ নিয়ে সৃষ্ট সংকটের সঠিক কারণ জানলে সমাধানের একটি না একটি রাস্তা বেরিয়ে আসবে বলে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস মনে করেন।

সংকট সমাধানে ড. ইউনূস আন্তরিক। কিন্তু সমস্যাটি সংবিধানকেন্দ্রিক বলে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করেছে। এই জটিলতার গ্রন্থি খুলতে সময় লাগবে বলে ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি এবং সংস্কার কমিশনের সভাপতি ড. আলী রীয়াজ মনে করেন। সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ যেখানে ১৫ দিন বাড়িয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর করার কথা ছিল সেটি আরো ১৫ দিন বাড়িয়ে এখন ১৫ অক্টোবর করা হয়েছে। সরকার মনে করছেন, এই এক মাসের মধ্যে একটি সমাধান বেরিয়ে আসবে। প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে বৈঠকের খবর এবং আলোকচিত্র মানুষ দেখছেন। কিন্তু পর্দার অন্তরালে ড. আলী রীয়াজ প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের সাথে অনানুষ্ঠানিক সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা তার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তাদের সাথেও ড. আলী রীয়াজ আলোচনা করছেন।

সর্বশেষ যে আভাস পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে, এই জটিলতা কাটাতে এগিয়ে আসবে বিএনপি। কারণ বিএনপি মনে করে, ডাকসু এবং জাকসুতে ছাত্রদলের বিপর্যয় সত্ত্বেও আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিএনপিই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। দীর্ঘ ১৭ বছর পর রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ায় বিএনপি চাচ্ছে, যে কোনো মূল্যে সংকটের সমাধান হোক। জুলাই সংকট বাস্তবায়নের মূল বাধাটি কোথায়? সেটি হলো ৭২-এর সংবিধানের ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত বিতর্ক। ৭২-এর সংবিধান মোতাবেকই বিএনপি জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে নির্বাচন চায়। তাই বলে বিএনপি সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোকে পাশ কাটাতে চায় না। জুলাই ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকারনামায় সই করে তারা জাতির কাছে এই মর্মে ওয়াদাবদ্ধ হতে চায় যে, নির্বাচিত হওয়ার পর দুই বছরের মধ্যে তারা জাতীয় সংসদে সংস্কার কার্য সম্পন্ন করবে। ঐকমত্য কমিশনে বিএনপির প্রতিনিধিদলের নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, বর্তমান সরকার অর্থাৎ ড. ইউনূসের ইন্টারিম সরকার ৭২-এর সংবিধানের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত সরকার। কারণ এই সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক সুপ্রিম কোর্ট থেকে বৈধতা নিয়েই এই সরকার গঠিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বৈধতা দিয়েছে ডকট্রিন অব নেসেসিটি অনুযায়ী।

পক্ষান্তরে, জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য দল, যারা বিএনপির এই চিন্তাধারার বিরোধিতা করছেন, তাদের বক্তব্য হলো- এই সরকার ৭২-এর সংবিধানের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত সরকার নয়। এই সরকার জুলাই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সারা দেশের মানুষের অভিপ্রায় মোতাবেক গঠিত সরকার। জনগণের অভিপ্রায়কে মর্যাদা দেয়ার জন্যই ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে গত সাত মাস ধরে সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনা চলছে। যদি ৭২-এর সংবিধান এই সরকারের ভিত্তি হয়ে থাকে তাহলে এত এত সংস্কারের প্রশ্ন উঠতো না। কারণ বর্তমান সংবিধানে ছয়টি সংস্কার কমিশনের ১৬৬টি সুপারিশ নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। তাই তারা মনে করেন, জুলাই সনদ হবে সুপ্রিম আইন। আর আগামী নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি বা সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। এই স্বীকৃতির পর বর্তমান সংবিধান অর্থাৎ ৭২-এর সংবিধান নয়, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

কোন পক্ষ সঠিক এবং কোন পক্ষ বেঠিক সেটি চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্ধারণ করবেন সরকার, রাজনৈতিক দলগুলো এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞরা। ড. আলী রীয়াজ এবং বিএনপির নির্বাচন সঠিক সময়ে অনুষ্ঠান না করার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ড. আলী রীয়াজ বলেছেন, ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন না হলে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে এবং দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। সালাহউদ্দিন আহমেদ মনে করেন, শুধু বাংলাদেশের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হবে না, বরং আঞ্চলিক নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, এই অঞ্চলে দুটি বড় অ্যাক্টর আছে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার সাথে এই দুটি বড় শক্তি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ তাদের আঞ্চলিক গেমে জড়িত হতে পারে না।

বড় দল হওয়ায় এবং আগামীতে ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনায় বিএনপি এই জটিলতা দূরীকরণে যতদূর সম্ভব ছাড় দেবে বলে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। তারা কোন কোন পয়েন্টে ছাড় দেবে সে সম্পর্কে সরকারকে তারা একটি ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে। হয়তো শেষ মুহূর্তে সরকার নিজ থেকেই একটি সমাধানের ফর্মুলা দেবে যার পেছনে থাকবে বিএনপির সমর্থন।

আগামী নির্বাচনে বিএনপি ভালো করবে, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন- আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আর মাত্র পাঁচ মাস বাকি। নির্বাচনের পূর্বেই বিএনপির উচিত হবে একটি বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে তার রাজনৈতিক বয়ান বা ন্যারেটিভ অবিলম্বে নির্ধারণ করতে হবে এবং জনগণকে সেটি জানাতে হবে। বিএনপি খোলাসা করে বলুক আর নাই বলুক, জনগণ কিন্তু মনে করে- বিএনপি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী মূল্যবোধের ধারক। শুধু এই দুটি শব্দের মধ্যেই তাদের ন্যারেটিভ সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিএনপিকে যদি একটি কালজয়ী রাজনৈতিক দল হতে হয় তাহলে তাকে তার রাজনৈতিক আদর্শ সঠিকভাবে ফ্রেম করতে হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, বিএনপির সঠিক পলিটিক্যাল ন্যারেটিভ আগে থেকেই ছিল। জনগণের কাছে সেই সঠিক ন্যারেটিভ দিয়েছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তার রাজনৈতিক বয়ান বা ন্যারেটিভ জনগণের মনের মধ্যে লুকানো কথাকেই বাঙময় করেছিল। সেজন্যই অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বিএনপি আওয়ামী লীগের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। বেগম খালেদা জিয়াও ওই ন্যারেটিভ জনগণের কাছে সমুন্নত রেখেছিলেন বলেই আজও এই বার্ধক্যেও এবং সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকা সত্ত্বেও তিনি এখনো বিএনপি জামায়াত নির্বিশেষে সবার নিকট প্রিয় এবং অবিতর্কিত।

বেগম খালেদা জিয়া জেলে যাওয়ার পর থেকেই একদিকে যেমন বিএনপির ওপর আওয়ামী লীগের জুলুমের স্টিমরোলার চেপে বসে, অন্যদিকে যে ন্যারেটিভের ওপর বিএনপি দাঁড়িয়ে ছিল সেটি যেন ধীরে ধীরে সময়ের আবর্তনে অস্বচ্ছ হতে থাকে। ওই সময় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জঙ্গিবাদ দমনের নামে যে ইসলাম বিরোধিতা শুরু হয় এবং আওয়ামী লীগও যেভাবে তার প্রভু ভারতকে খুশি করার জন্য বিএনপির ওপর দমননীতি চালায় তার ফলে বিএনপিকে আপাতদৃষ্টে দিকভ্রান্ত বলে মনে হয়।

এর মধ্যে ১৭ বছর পার হতে চলেছে। তরুণ ও যুবসমাজের মন ও মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ এখনকার তরুণ সমাজকে আগের প্রজন্মের ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ বের করে এনেছে। কিছুদিন আগেও মনে করা হতো, তরুণদের মধ্যে কোনো মূল্যবোধ নাই। তারা দিন-রাত মোবাইল আর কম্পিউটার নিয়েই পড়ে থাকে। সেই সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এই প্রজন্মকে সমাজের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

কিন্তু গত জুলাই বিপ্লব সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখালো যে, আমাদের তরুণ সমাজ বরং আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিভিত্তিক ধর্মকে তাদের যোগ্য উত্তরাধিকার বলে মনে করেন। এসব তরুণ-তরুণীর মধ্যে পবিত্র ইসলামকে একটি শাশ্বত পূর্ণ জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আজ থেকে ১০ বছর আগেও তরুণ সমাজ এত মসজিদমুখী ছিল না, যা আজ দেখা যাচ্ছে। তেমনি তরুণ তো বটেই, তরুণীদের মধ্যেও নামাজ আদায় করার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে সেটি ১০ বছর আগেও ছিল না।

পাক ভারতের খেলায় পাকিস্তান জিতলে এ দেশের তরুণ-তরুণীরা খুশি হয়। ইরানে হামলা করলে এ দেশের সর্বশ্রেণির মানুষ ইসরাইলকে ধ্বংস করতে চায়। গাজায় ইসরাইলের গণহত্যা দেখলে সাথে সাথে বাংলাদেশের তরুণ সমাজসহ সব শ্রেণির মানুষ কাশ্মীরে ভারতীয় জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে চায়।

এই বিষয়গুলো বিএনপি, মনে হয়, ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বিএনপি উল্টোরথ যাত্রা করছে। বিএনপির নতুন ন্যারেটিভের প্রয়োজন নাই। সেই ন্যারেটিভ তো তাদের রাজনৈতিক পিতা শহীদ জিয়া দিয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে, তার অনুসারীরা সেটা বিস্মৃত হয়েছেন। বিএনপির কিছু কিছু নেতার মুখে মৌলবাদ, সেক্যুলারিজম, দক্ষিণপন্থীর উত্থান, ইত্যাদি পরিভাষা শুনে বিএনপির সমর্থকরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। বিএনপি জানে না, জনগণ কিন্তু তাদের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী দল বলে এখনো মনে করতে চান। কিন্তু ইসলামের কথা মুখ ফুটে বলতে বিএনপি, মনে হয়, কুণ্ঠিত। এই কুণ্ঠা থেকে বের হতে না পারলে আগামীতে বড় রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

শুধু নির্বাচনের আগে নয়, ক্ষমতায় গেলেও বিএনপিকে সংস্কারমুক্ত ইসলামী মূল্যবোধের অনুসারী দল হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। ১০০ বছর আগে ভারতে আরএসএস যে হিন্দুত্ববাদ প্রচার শুরু করেছিল, ২০১৪ সালে সেই হিন্দুত্ববাদ নরেন্দ্র মোদির আমলে ষোলো কলায় পূর্ণ হতে যাচ্ছে। প-িত নেহরুর স্বপ্নের ভারতকে তার মেয়ে ইন্দিরা, তার ছেলে রাজীব গান্ধী এবং রাজীবের পুত্র রাহুল গান্ধী হৃদয়ে ধারণ করেছেন এবং সেটি প্রচারও করে যাচ্ছেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব আজও ইমরান খানের দল, মুসলিম লীগ এবং পিপিপি হৃদয়ে ধারণ করে আছে। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ প্রায় অস্তিত্বহীন হলেও মুসলিম লীগের অমর কীর্তি পাকিস্তান কায়েমের কথা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না।

বিএনপিকে হতে হবে একটি কালজয়ী রাজনৈতিক দল। আর আদর্শ ছাড়া কোনো দল সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না। ডাকসু ও জাকসুর নির্বাচন বিএনপির জন্য আই ওপেনার হওয়া উচিত। রাকসু এবং চাকসুতেও সেই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। তাই বিএনপিকে সময় থাকতেই তার সঠিক আদর্শের ঝান্ডা সমুন্নত করতে হবে এবং ক্ষমতায় গেলেও সেটিকে সমুন্নতই রাখতে হবে।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

MAC outlines Temporary Shortage List and shortlists 82 jobs

Post Desk: The Migration Advisory Committee (MAC) last week published the first stage of its review into how the UK's new Temporary Shortage List (TSL) for migrant workers should work.

UK visa

The TSL was proposed in the Government's Immigration White Paper published in May and it was introduced into the Immigration Rules in July 2025, albeit in interim form until the MAC's full review is completed next year. The list is intended to replace the existing Immigration Salary List and provides a route for certain skilled workers to fill jobs at Regulated Qualifications Framework (RQF) levels 3-5 where there are genuine labour shortages.

MAC's Stage 1 report sets out recommendations on how the TSL should be structured and identifies a group of occupations to be more fully considered for inclusion on the list, based on their potential significance to the Government's Industrial Strategy and the delivery of critical infrastructure.

Professor Brian Bell, chair of the MAC, explained in the report's covering letter: "We used analysis and engagement with government sector experts to identify 82 occupations we plan to progress to Stage 2 of the review. This list of 82 occupations will be subject to further tests to be recommended for inclusion on the TSL at the end of Stage 2: whether the occupations are in shortage and whether they have ambitious Workforce Strategies (now referred to as Jobs Plans) in place, including a skills strategy, a plan to work with the Department for Work and Pensions on a domestic labour strategy, and steps to manage the risk of exploitation, particularly of migrant workers."

To identify which jobs might qualify for inclusion on the TSL, the MAC analysed 151 occupations at level RQF 3-5 and assessed how many were crucial to prioritised sectors, including advanced manufacturing, clean energy, digital and technology, life sciences, defence, financial services, creative industries, and key infrastructure. Occupations were considered crucial if at least half of their workers were employed within these areas, or if sector experts provided evidence of their importance. The full list of the 82 occupations – from actors through to welders – can be read below.

In terms of the overall design of the Temporary Shortage List, MAC's report sets out a number of key recommendations, which it says are aimed at ensuring the list is both effective in addressing labour shortages and carefully controlled to prevent long-term dependence on migrant labour.

First, the Committee recommends that occupations added to the TSL should typically remain on the list for three years, which would allow enough time for sectors to address short-term shortages while monitoring labour market developments. In cases where sector "Jobs Plans" (the strategies employers outline to train and recruit domestic workers) are incomplete or still developing, occupations may initially be added for a shorter period, but only if there is a realistic expectation of rapid improvement in domestic workforce planning. MAC says this approach balances the need to fill gaps quickly with the Government's aim of reducing reliance on overseas labour over time.

Second, the MAC advises that visa durations under the TSL should generally be between three and five years, with no automatic renewals beyond five years. This approach would be appropriate if the TSL is intended as a purely temporary route rather than a pathway to permanent settlement. However, the Committee stops short of making a firm recommendation on whether settlement should be allowed, noting that there are a range of political and policy considerations and that the Government has not yet concluded its review of broader changes to settlement rules signalled in the Immigration White Paper.

The report states: "If the government decides the TSL visa should continue to offer a path to settlement, then the length of the visa, including renewals, will need to be aligned with the duration of that pathway. If the government decides against a path to settlement, it will need to decide what visa duration strikes the right balance between providing stability to individuals and business while also influencing sectors to improve pipelines for the domestic workforce. There is no perfect data-driven answer to the question of optimal visa length in this scenario, although we suggest that a visa duration of 3-5 years may enable employers to attract workers and reduce the disruption of frequent employee turnover, while also providing reasonable timelines for employers to invest in domestic skills."

The Committee also supports allowing in-country switching to higher-skilled (RQF Level 6 or above) roles within the Skilled Worker route, providing opportunities for progression and career development for temporary migrant workers.

In its third key recommendation, the Committee recommends setting a minimum English language requirement of B1. The MAC says this threshold would be high enough to reduce the likelihood of exploitation and abuse because individuals would be better placed to understand their employment rights.

Fourth, the MAC stresses the need for simplicity and flexibility in the design of the TSL. It notes that while the report does not make formal recommendations on settlement rights, sponsorship models, fees, or cap mechanisms, the various considerations outlined are intended to inform the Home Office's final decisions.

The Committee, for example, does not recommend any immediate change from the Skilled Worker sponsorship model, but it calls on the Home Office to explore alternative sponsorship models for the TSL, particularly for occupations vulnerable to abuse or exploitation. A cap on numbers is not considered feasible, with the MAC stating: "We do not think it is viable to try to set a cap according to the optimal or required number of migrants that are needed in an occupation. Such a cap would be incredibly hard to set, with any estimates for occupational demand provided for the purpose of Jobs Plans likely to be extremely uncertain and impacted by broader economic factors. The number employed in a given occupation is not fixed and can be volatile due to unexpected shifts in supply and demand."

The MAC notes that specific additions to the list could be considered for different nations of the UK, though only under stringent operational and policy criteria.

The Committee further notes its members had differing views on whether a reintroduction of a Resident Labour Market Test could support the Government's objectives of incentivising domestic recruitment in TSL occupations. On salary thresholds for the TSL, the MAC says these should be set at least as high as they are on the Skilled Worker route. Salary discounts are not recommended. A detailed report on salary thresholds and discounts will be published by the MAC later this year.

Finally, the MAC recognises that the White Paper and recent changes to the Immigration Rules rule out workers in TSL occupations from being able to bring their dependants to the UK. While the Committee does not comment further on this, it notes this would likely dissuade workers in RQF 6+ roles in the Skilled Worker route from switching to the TSL, should the Government decide to allow in-country switching.

Stage 2 of the MAC's review will run until next summer. During this period, the MAC will collect more evidence from employers and sector bodies and examine industry Jobs Plans that show how they intend to train and recruit more UK workers over time. The MAC's Stage 2 report, delivering its final recommendations on which occupations should appear on the TSL, will be published in July 2026.

Why Blair's Involvement Betrays Gaza's Hope: Peace Cannot Be Built On the Ruins of Innocence

By Shofi Ahmed

For perhaps the first time in recent memory, Western leaders have put aside their differences and spoken in one voice to stop genocide in Gazza. The world has looked on as a rare coalition of statesmen and women, regardless of creed or country, have called for a ceasefire and urgent humanitarian relief in Gaza. After months of relentless tragedy, this unified resolve carries the promise of a new chapter—one where the sanctity of human life is placed above the calculations of power and politics.

This moment, so hard-won and so fragile, should be the foundation for a lasting peace. Yet, astonishingly, there are now reports that Tony Blair, the former British Prime Minister whose name has become synonymous with the illegal and disastrous invasion of Iraq, is being considered for a role in Gaza's future. This prospect is not only bewildering—it is deeply insulting to those who have suffered, and an affront to the very ideals of justice and reconciliation that any peace deal must embody.

Tony Blair's record is not one of peace, but of catastrophic war. His stubborn and misleading advocacy for the invasion of Iraq, built on shaky evidence and dismissed warnings, unleashed chaos that reverberates to this day. The war claimed the lives of tens of thousands of Iraqis, displaced millions, and left a nation in ruins. For many, Blair is not a statesman but a symbol of Western duplicity—a man whose decisions fuelled sectarianism and bred years of mistrust across the region.

To suggest, in the wake of Gaza's own devastation, that such a figure should be welcomed as a peacemaker, is to ignore both history and the clear will of people around the world. The outpouring of support for Gaza has come from every corner of the globe—ordinary men and women demanding not just an end to violence, but genuine accountability from those who have perpetuated it. To install Blair in any capacity is to silence those voices, to tell the victims that justice and memory can be cast aside for the sake of political convenience.

It is worth remembering that peace is not simply the absence of bombs; it is the presence of dignity, trust, and hope. A peace built on the involvement of those who have presided over past atrocities is no peace at all. The people of Gaza—and indeed, all those who have suffered the consequences

of reckless Western intervention—deserve better than to see the architects of their misery returned to positions of influence under the guise of reconciliation.

Moreover, Blair's previous foray as the so-called Quartet Envoy brought little tangible progress for Palestinians. His tenure was marked by accusations of bias, ineffectiveness, and a lack of genuine engagement with those most affected. Many in the region remember his efforts not as bridge-building, but as window-dressing—a distraction from true accountability and change. To reprise this failed experiment now, at a moment when hope and scepticism hang in such delicate balance, would be a gross miscalculation.

The world has shown, in its reaction to Gaza, that it is capable of compassion and solidarity. Leaders have a responsibility not to squander this moment by reverting to tired habits and familiar faces. The future of Gaza, and the credibility of any peace process, depends on the inclusion of genuine partners for justice—not those whose hands are still stained by the tragedies of yesterday.

History will judge this moment. Will it be remembered as the time when the world finally listened to the voices of the oppressed, and chose a path of integrity? Or will it go down as yet another chapter in which peace was undermined by the very people who once brought war?

The choice should be clear. If we are truly to honour the suffering of Gaza and forge a peace worthy of the name, we must reject the politics of amnesia and expediency. No peace can be built upon the ruins of Iraq, nor on the reputations of those who led us there. Justice demands better.

Humanity demands better. And Gaza, above all, deserves better.

London Bengali Wedding Fair will open the catwalk with a 1 Lakh taka Jamdani Saree

Sunday 19th October 2025 from 12-7pm at the Royal Regency

The London Bengali Wedding Fair press conference took place on Monday 13th October at the Royal Regency. Hosted by Nadia Ali from BBC Asian network.

Ukay Royal Carriages Presents the London Bengali Wedding Fair in Partnership with Royal Regency.

The Bangladesh High Commissioner to the UK will be attending from 2.30pm, opening the catwalk at 3pm. Free entry event managed by Pearl Advertising.

The London Bengali Wedding Fair promotes Bangladeshi culture and most of all creates a platform where entrepreneurs and businesses can promote their product or service from the wedding industry under one roof to potential bride and grooms. After 9 years it is still the only wedding fair that caterers directly for the Bangladeshi Community welcoming people of all ages, religion and ethnicity.

Recent media articles say that an average Bangladeshi wedding in the UK costs from £30,000 to £300,000, estimating the annual expense of more than £150,000,000, just from the Bangladeshi community.

At the event you'll find everything from luxury car hire, bedroom decor, bedroom furniture, henna artist, wedding caterers marriage bureau and a dazzling catwalk showcasing a variety of designer houses from the UK and Dubai. The catwalk will open with Sareez London showcasing their custom made Jamdani which will sell for 1 Lakh taka.

The London Bengali Wedding Fair said “we have created fashion designers, graphic designers, models and a stylist by giving them a chance to showcase their work on our platform for the first time”.

It will be hosted by BBC Asian Network's Barrister Nadia Ali and Rumena 101.The Models of London Bengali Wedding Fair 2025 are Tanzum Chowdhury, Emilia Khandaker, Airin Arzoo, Halima Ali, Sristy Roy, Shadia Hussain, Saima Islam, Mujimma Rahman and Ramzan Miah.

Our sensational artists performing this year are Bilal Shahid with Saloni Boyini and KZR. The catwalk will be choreographed by China Chowdhury, showcasing fashion houses: Sarees London by Fenty Fashion, Bidaai London, NB Haute Couture, Nazeni Boutique and Helena AR Collection from Dubai. The lead make up artist is Nilima Hussain Director of Nili Artistry.

The event is Sponsored by UKAY Royal Carriages, the Royal Regency, Channel S TV, Diamond Jewels of Hatton Gardens, Grand Rasoi Catering, Feast and Misti, Dream Home Furnishings, Reel Moments, Purple I Technology, Print are 4U , Tree House14, KC Solicitors, Serenity Decor, Prime Estate Agent, Hillside Travels, R Beauty, Infinity Global investments, Meghna Bazar, Cosy Cakes, Nili Artistry, Kingdom Solicitors, Vintage Accident management, Radhuni imported exclusively by Neelas Homes, Bluestone Group, ACC Tax, and the charity partner Rescue Aid Trust.

Press release

Year: 23 ◆ Issue: 1068 ◆ Friday 17 October - Thursday 23 October 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে আবারো ভিন্নমত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই জাতীয় সনদ ও এর বাস্তবায়ন নিয়ে দলগুলোর মতভিন্নতা আরও স্পষ্ট হলো। বুধবার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের জরুরি বৈঠকে নেতারা প্রধান উপদেষ্টা ও কমিশন সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সামনেই রাজনৈতিক দলের নেতারা সনদ নিয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান তুলে ধরেন। যদিও ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে হওয়া বৈঠকটি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য ডাকার কথা বলা হয় কমিশনের তরফে। ওই বৈঠকের পর দলগুলোর নেতারা সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে তাদের আগের অবস্থানই তুলে ধরেন। জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষরের দুইদিন আগে রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক ডাকে কমিশন। বৈঠকে কমিশন সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টাও অংশ নেন। বৈঠকের পর পাঁচটি বাম ধারার দল ঘোষণা দেয় তারা জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না। স্বাক্ষরের আগে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্পষ্ট

করার শর্ত দিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপি জানিয়েছে, অন্যথায় আলোচনা করে স্বাক্ষরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলেছে দলটি। স্বাক্ষরের বিষয়ে হ্যাঁ-না স্পষ্ট কিছু বলে জামায়াত নেতারা জানিয়েছেন, সনদ স্বাক্ষরের বিষয়ে কোনো অনিশ্চয়তা তারা দেখছেন না। তবে আগের মতো দলটির নেতারা আসছে নভেম্বরে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চূড়ান্তে গণভোট দাবি করেন। একই দাবি করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

বৈঠক ও বৈঠকের পরে বিএনপি'র পক্ষ থেকে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে সনদে সবার সব মতামতই থাকছে। তাই এটিতে সই করতে বিএনপি প্রস্তত। বিএনপি'র রাজনৈতিক মিত্র ও সমমনা দলগুলোও একই কথা বলেছে। এমন পরিস্থিতিতে আসছে ১৭ই অক্টোবর (শুক্রবার) জুলাই জাতীয় সনদ সইয়ের দিন ধার্য করে প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। এদিন জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে অনুষ্ঠান। এতে সব দল অংশ নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি জুলাই জাতীয় সনদ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর --১৭ পৃষ্ঠায়

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ১২তম মুসলিম চ্যারিটি রান

লন্ডন, ১৫ অক্টোবর ২০২৫: ১২ অক্টোবর রোববার পূর্ব লন্ডনের ভিক্টোরিয়া পার্কে দেড় হাজারের বেশি মানুষের অংশগ্রহণের অনুষ্ঠিত হলো ১২তম মুসলিম চ্যারিটি রান। আর এই চ্যারিটি রানের মাধ্যমে ইস্ট লন্ডন মসজিদসহ ৪০টি চ্যারিটি সংগঠন সংগ্রহ করলো প্রায় ৩শ' হাজার পাউন্ড। এ নিয়ে গত ১২ বছরে বিভিন্ন চ্যারিটি সংস্থা সংগ্রহ করেছে ১.৫ মিলিয়ন পউণ্ড। এই অর্থ ব্যয় হয়েছে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন মানবিক কাজে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ আয়োজিত এই চ্যারিটি রান যুক্তরাজ্যের মুসলিম কমিউনিটির জন্য একটি বড় উৎসবে পরিনত হয়েছে। চ্যারিটি রানে অংশগ্রহণের জন্য মানুষের মধ্যে সারা বছরই প্রস্তুতি থাকে। নিয়মিত দৌড়াদৌড়ির মাধ্যমে তারা নিজেকে ফিট রাখেন। এভাবে গত ১২টি চ্যারিটি রানের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ দৌড়াদৌড়ি তথা --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে ঝাঁকালো আয়োজনে রেস্তোরাঁ খাতের সাফল্য উদযাপন

কারি কিংবদন্তী আমিন আলীকে বিশেষ সম্মাননা

লন্ডন, ১৪ অক্টোবরঃ আয়োজনটি ছিলো বরাবরের মতই অভিজাত, ঝাঁকালো ও উৎসবমূখর। ছিলো যুক্তরাজ্যের রেস্টুরেন্ট খাতের সফল উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ব্রিটিশ মূলধারার রাজনীতিক, মন্ত্রী, এমপি, লর্ড সভার সদস্যসহ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আনন্দঘন উপস্থিতিতে মূখরিত। উদ্দেশ্য একটাই- যুক্তরাজ্যের বিশাল রেস্তোরাঁ খাতে বাংলাদেশিদের সাফল্যকে তুলে ধরা, উদযাপন করা এবং অনুপ্রেরণা দেয়া। এবার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৩৯টি এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। তবে সব ছাপিয়ে আয়োজনের মূল আকর্ষণ হয়ে উঠে যুক্তরাজ্যে কারি শিল্পের কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব আমিন আলীকে জানানো বিশেষ সম্মাননা। গতকাল ১৩ অক্টোবর রোববার --১৭ পৃষ্ঠায়

নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতা নিয়ে রিট

পোস্ট ডেস্ক : নেপালে গত মাসের গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও সংসদ ভেঙে দেওয়ার বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক রিট আবেদন করা হয়েছে বলে আদালতের এক কর্মকর্তা বুধবার জানিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৮ সেপ্টেম্বর সংক্ষিপ্ত নিষেধাজ্ঞা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া যুবনেতৃত্বাধীন আন্দোলন দ্রুত দেশব্যাপী --১৭ পৃষ্ঠায়

গাজার ৮০ শতাংশেরও বেশি ভবন ধ্বংস

পোস্ট ডেস্ক : গাজা উপত্যকার ৮০ শতাংশেরও বেশি এবং গাজা সিটির ৯২ শতাংশ ভবন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)। গাজা পুনর্গঠনে কী কী দরকার তার চাহিদা মূল্যায়ন করছে সংস্থাটি।

জেনেভায় ইউএনডিপির একজন মুখপাত্র গাজার ধ্বংসস্তূপকে 'বিধ্বংসী' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সংস্থাটি অনুমান করছে, সেখানে কমপক্ষে ৫৫ মিলিয়ন বা সাড়ে পাঁচ কোটি টন ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। ইউএনডিপি বলেছে, তারা ধ্বংসাবশেষ অপসারণের কিছু কাজ শুরু করেছে। তবে অবিস্ফোরিত গোলাবারুদ অপসারণ কাজ বাধাগ্রস্ত করছে। সংস্থাটি বলেছে, উপত্যকায় --১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নিপীড়ন নিয়ে জাতিসংঘের কড়া বার্তা

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নিপীড়ন যেন আর না ঘটে সে বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক। বিগত সরকারের সময়ে জোরপূর্বক গুম ও নির্যাতনের জন্য অভিযুক্তদের বিচারপ্রক্রিয়ার সূচনাকে জবাবদিহির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন তিনি। বুধবার মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে হাইকমিশনারকে উদ্ধৃত করে এসব কথা বলা হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ভলকার তুর্ক বলেন, বাংলাদেশে জোরপূর্বক গুমের জন্য এই প্রথম আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়েছে। এটা ভিকটিম ও তাদের পরিবারের জন্য --১৬ পৃষ্ঠায়

সরকারের ঘরে বাহিরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের খেলা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ঘরে বাহিরে শুরু হয়েছে অর্ন্তদ্বন্ধ। সরকারের ভেতরে থাকা উপদেষ্টাদের বিরুপ মন্তব্যের পর এবার রাজনৈতিক মহলেও এ নিয়ে চলছে আলোচনা। রাজনৈতিক মহল থেকে এখন এ নিয়ে প্রকাশ্যে বক্তব্যও শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে দেশের অবস্থা দিন দিন ঘোলাটে আকার ধারণ করছে। আগামী ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে কিনা এ নিয়ে শংসয় দেখা দিয়েছে। তবে প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের পক্ষে তাঁর বক্তব্যে অটুট রয়েছেন।

এদিকে একটি সূত্র জানিয়েছে, সরকারের --১৬ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk